CMYK

চমক ভরা
ধনতেরস
২৬ অক্টোবর থেকে ৬ নভেম্বর
(আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি)
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
সবার সাদর আমন্ত্রণ

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৮ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 25 October 2021 ■ আগরতলা ২৫ অক্টোবর ২০২১ ইং ■ ৭ কার্ত্তিক ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

CMYK

নিশ্চিন্তের
Sister
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

আলোর সাধনায় নিমগ্ন

দীপাবলি উপলক্ষে মহিলারা মোম তৈরীতে ব্যস্ত। কল্যাণপুরে একটি কারখানায় তোলা নিজস্ব ছবি।

পুর ও নগর ভোট নিয়ে হিংসা-সন্ত্রাসের আশঙ্কায় কাঁপছে রাজ্য

হাওয়াইবাড়িতে তৃণমূলের সভায় আরও একটি গাড়ি খতম, সংঘর্ষে গুরুতর আহত দুই হাসপাতালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৪ অক্টোবর।। পুর ও নগর নির্বাচনের নির্ঘন্ট ঘোষণা হওয়ার সাথে সাথেই রাজনৈতিক দলগুলির তৎপরতা শুরু হয়ে গিয়েছে। নানা জায়গায় রাজনৈতিক দলগুলির তরফ থেকে সভা, জমায়েত, যোগদান সভা ইত্যাদির আয়োজন করা হচ্ছে। এসবরে মধ্যেই রাজনৈতিক হিংসা ও সন্ত্রাসের পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে। ভয়ের আবহের সৃষ্টি হচ্ছে। শুক্রবারের পর রবিবার তৃণমূলের সভা চলাকালীন ভাঙচুর চালানো হয়েছে গাড়িতে। গুরুতর আহত হয়েছেন দুজন। আহতদেহ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে এদিন সন্ধ্যায় তেলিয়ামুড়া মহকুমার হাওয়াইবাড়িতে।

রবিবার তেলিয়ামুড়া হাওয়াইবাড়ি এলাকায় বামফ্রন্টের প্রাক্তন প্রধান অনিল কর্মকারের বাড়িতে এক উঠান সভার মধ্য দিয়ে তৃণমূলে যোগদান সভার আয়োজন করা হয়েছিল। এই যোগদান সভায় ২৫ টি পরিবার তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করে। তাদের দলে বরণ করে নিতে আগরতলা থেকে তেলিয়ামুড়া হাওয়াই বাড়ি এলাকায় ছুটে এসেছিলেন তৃণমূল রাজ্য নেতৃত্ব বাপ্টু চক্রবর্তী। তার সঙ্গে এসেছিলেন আগরতলার দুই যুবক। তারা হলেন প্রসেনজিৎ যে কিনা আই.টি ইঞ্জিনিয়ার এবং অপরজন অর্ণব, যিনি সরকারি কর্মচারী। বাপ্টু চক্রবর্তী যখন তৃণমূলের ওই সভায় ব্যাস্ত ছিলেন তখন উনার গাড়ি টি আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কের মূল রাস্তার পাশে দাঁড় করানো ছিল। এই গাড়িতে বসেছিলেন ওই দুই যুবক। তখন একদল দুষ্কৃতী আচমকাই তাদের উপর লাঠিসোটা নিয়ে হামলে পড়ে। ব্যাপকভাবে ভাঙচুর চালায় গাড়িটিতে। তখন চালক তথা সরকারি কর্মচারী অর্ণব নিজের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে গাড়িটি নিয়ে সোজা তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে চলে আসে। খবর মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তেই তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ সহ বাপ্টু চক্রবর্তী নিজে তৃণমূলের নতৃত্বকে সঙ্গে নিয়ে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে ছুটে আসেন। তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে পৌঁছার পর তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের প্রাথমিক পর্যায়ে চিকিৎসা শুরু করে।

ঘটনা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব বাপ্টু চক্রবর্তী বলেন, আজকের আক্রমণটা খুবই নিন্দনীয়। কারণ যাদের উপর আক্রমণ আনা হয়েছে তারা কোনোভাবেই রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত নয়। তারা শুধুমাত্র তার বেড়াতে এসেছিল। তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, আগামী ১৫ দিনের মধ্যে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

খোয়াইয়ে ব্যবসায়ীর দোকানে ও বাড়িতে হামলা-ভাঙচুর, ছয়জনের বিরুদ্ধে মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ অক্টোবর।। খোয়াই লালটিলা এলাকায় এক ব্যবসায়ীর দোকান ভাঙচুর, ছিনতাই ও শ্লীলতাহানি অভিযোগ ছয় জন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যাপারে থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। অভিযুক্তরা হলো ইন্দ্রজিৎ মালাকার, পীযূষ দাস, পরিমল দেব, ভজন মালাকার, সুমন গোপ, মনোরঞ্জন দাস।

একদল দুস্কিতিকারিরা কোকিল দাসের দোকানে ঢোকে এবং পরবর্তী সময়ে বাড়িতে গিয়ে মারধর ও ভাঙ্গচুর সহ মহিলার শ্লীলতাহাতি পর্যন্ত করে বলেই অভিযোগ ব্যাবসায়ীর। ঘটনার বিবরনে জানা গেছে- সন্ধ্যা রাতে খোয়াইয়ের লালটিলা এলাকার ব্যাবসায়ী কুকিল দাসের দোকানে একদল দুস্কিতিকারিরা প্রথমে দেকানে ভাঙ্গচুর এবং দোকান মালিক কুকিল দাসকে মারধর করে।দোকান ও বাড়ি এক সাথে থাকায় পরিস্থিতি খারাপ বুঝে কুকিল বাড়িতে চলে জায়। আক্রমনকারিরা দেকানের পর বাড়িতে এসে কুকিল দাসের বৃদ্ধ মা বাবাকে মারধর করে। তার পরেই কুকিল দাসের বড় ভাইয়ের স্ত্রীকে মারধর করে তার শ্লীলতাহানি করা হয় বলেই অভিযোগ। বাড়িতে হামলা চালিয়ে বাড়ি ঘরের আসবাপত্র সহ মূল্যবান সামগ্রী ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেয়া হয়েছে।

বাড়ি থেকে চার ভড়ি স্বর্ণ নিয়ে জায় আক্রমনকারিরা বলেই কুকিল দাস ও তার পরিবারের পক্ষে অভিযোগ। রাতেই আহত কুকিল দাসের বৃদ্ধ মা বাবাকে খোয়াই জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে খোয়াইয় জেলা হাসপাতালের চিকিৎসক তাদের উন্নত চিকিৎসার জন্য আগরতলা জিবি হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়। বর্তমানে তারা আগরতলার জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে বলেই খবর। ঘটনার পর শুক্রবার কুকিল দাস সমস্থ ঘটনা জানিয়ে খোয়াই থানায় একটি মামলা রুজু করে ছয় জনের বিরোদ্ধে। পুলিশ কুকিল দাসের অভিযোগের ভিত্তিতে ভারতীয় দন্ডবিধীর ৪৪৬/৩২৫/৪২৯/৩৫৪/৩৪ ধারায় মামলা রুজু করে তদন্তে নেমেছে।

নিখোঁজ ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার তেলিয়ামুড়ার জঙ্গলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৪ অক্টোবর।। এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার কে কেন্দ্র করে রীতিমতো চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে কোটা তেলিয়ামুড়া এলাকায়। মানসিক ভারসাম্যহীন এক ব্যাক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মৃত ব্যক্তির নাম হরলাল দাস। বাড়ি তেলিয়ামুড়া থানাধীন পশ্চিম হওয়ায়বাড়ি এলাকায় ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানা এলাকার পশ্চিম হাওয়াই বাড়ি সেগুন বাগান এলাকায়, রবিবার সকালে।

তেলিয়ামুড়া থানারপুল পুলিশ খবর দিয়ে জানায় পশ্চিম হাওয়াই বাড়ি এলাকার বাসিন্দা হীরালাল দাস দীর্ঘ প্রায় কয়েক বছর যাবৎ মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। শনিবার সকালে হীরালাল তার স্ত্রী এবং পার্শবর্তী বাড়ির এক মহিলাকে নিয়ে বাড়ি থেকে প্রায় পাঁচ থেকে ছয় কিলোমিটার দূরে সেগুন বাগান জঙ্গলে যায় লাকড়ি সংগ্রহ করতে। তখন পার্শবর্তী বাড়ির মহিলা এবং তার স্ত্রী আচমকাই প্রত্যক্ষ করে যে হীরালাল এর পকেট এ কোন কিছুর একটা ছোট্ট বোতল রয়েছে।

প্রাথমিকভাবে তাদের সন্দেহ হয় এটি বিষের বোতল। তখন অনেক চেষ্টা করেও হীরালালের স্ত্রী এবং অপর ওই মহিলা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বীরগঞ্জে এক ব্যক্তিকে পিটিয়ে হত্যা, পুলিশের জালে আটক তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ অক্টোবর।। বীরগঞ্জে এক ব্যক্তিকে সংঘবদ্ধভাবে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে। পালিয়ে আত্মরক্ষা করেছে আরও দুইজন। এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে পুলিশ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে। আরও কয়েকজন সনাক্ত হয়েছে। তবে তাদের এখনও পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারেনি।

সংবাদ সূত্রে জানা গিয়েছে, বীরগঞ্জ থানার অধীন বুরবুরিয়া এলাকায় রঞ্জিত দাসকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছিল বৃহস্পতিবার রাতে। ওই রাতে রঞ্জিত দাস ও তার সাথে আরও দুজন বাজার থেকে বাড়িতে ফিরছিলেন। বাড়ি ফেরার পথে রাতের অন্ধকারে বেশ কয়েকজন তাদের আটক করে এবং বেধরক মারধর করে। আক্রান্তদের মধ্যে দুজন পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। কিন্তু, রঞ্জিত দাসকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। এই ব্যাপারে পরের দিন বীরগঞ্জ থানায় একটি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মোরগ কেটে খাওয়ায় বড় ভাইকে কুপিয়ে ঘায়েল করল ছোট ভাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ অক্টোবর।। গৃহপালিত মোরগ নিয়ে দুই ভাইয়ের মধ্যে ঝগড়া থেকে ছোট ভাইয়ের দায়ের কোপে বড়ো ভাই গুরুতর জখম হয়ে প্রথমে বি এস এম হাসপাতাল ও পড়ে কুলাই রেফার। এদিকে অভিযুক্ত ছোটভাই পলাতক।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ,কমলপুর থানাধিন ধনচন্দ্র এলাকার বাসিনা পরেশ দেব্বর্মা (৬৮)ও ছোটভাই উপানন্দ দেব্বর্মা (৪৮) পাশাপাশি বাসিন্দা। কিন্তু দুই পরিবারের মধ্যে কোনো মিল নেই। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাঁদের মধ্যে ঝগড়া ঝাটি লেগেই থাকে। গত মঙ্গলবার বিকালে বড়ো ভাই পরেশ দেব্বর্মার বাড়ির পালিত মোরগ উপনন্দর বাড়িতে যায়। কিন্তু সেটি আর ফিরে আসেনি। মোরগের মালিক বহু খোঁজ করেও পায়নি। রাতে তারা মাংসের গন্ধও পেয়েছে। পরেশের পরিবার নিশ্চিত হয় যে উপানন্দ মোরগ টিকে খেয়েছে।

এনিয়ে উপানন্দের পরিবারকে কটাক্ষ করে বকাঝকা করে। বিকালে উপানন্দ বাড়িতে এলে বাড়ির ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শ্বশুরবাড়িতে শ্যালকের বন্দুকের গুলিতে গুরুতর আহত ভগ্নিপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ অক্টোবর।। শ্বশুর বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে শ্যালকের সাথে বিবাদের জেরে গুলিবিদ্ধ হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন জামাতা। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ জেলার অমরপুরের বীরগঞ্জ থানার অধীন কাচকো জসমণি পাড়ায়। গুলিবিদ্ধ ভগ্নিপতির নাম কমলজয় রিয়াং। শ্যালকের নাম প্রমিজয় রিয়াং। পুলিশ শ্যালক প্রমিজয় রিয়াংকে গ্রেপ্তার করেছে। উদ্ধার করা হয়েছে দেশী বন্দুক। এই ব্যাপারে বীরগঞ্জ থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

সংবাদে প্রকাশ, গতকাল রাতে ভগ্নিপতি কমলজয় রিয়াং ও শ্যালক প্রমিজয় রিয়াংয়ের মধ্যে কোন একটি বিষয় নিয়ে বিবাদের সৃষ্টি হয়। বিবাদের মধ্যে দুজনে হাতাহাতি হয়। একসময় উত্তেজিত হয়ে শ্যালক প্রমিজয় রিয়াং ঘরে রাখা দেশি বন্দুক থেকে গুলি চালিয়ে দেয় ভগ্নিপতিকে লক্ষ্য করে। একটি গুলি গিয়ে লাগে কমলজয় রিয়াংয়ের পায়ে। সাথে সাথেই তাকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিএসএফের মারে আহত স্কুলছাত্র উত্তেজিত জনতার বিক্ষোভ, চলল গুলি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ অক্টোবর।। স্কুল পড়ুয়া এক ছাত্র সমেত এক যুবককে মারধরের ঘটনায় বিএসএফের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সামিল হলো এলাকার মানুষ। জনরোষ রোখতে শূন্যে গুলি চালায় সীমান্তরক্ষী বাহিনী। ঘটনা এয়ারপোর্ট থানাধীন লঙ্কামুরা বিওপির অন্তর্গত নারায়ণপুরের কল্যাণপুর এলাকায়। এয়ারপোর্ট থানাধীন লঙ্কামুড়া এলাকা পাচার বাণিজ্যের জন্য দীর্ঘ বছর যাবত বদনাম।

এই পাচার বাণিজ্য রোখতে হিমশিম খেতে হয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীকে। এমবিবি বিমান বন্দর লাগুয়া নারায়ণপুর বিওপির অন্তর্গত নারায়ণপুর এলাকায় শুক্রবার সন্ধ্যা রাতে গৃহ শিক্ষকের বাড়ি থেকে বাড়ি ফেরার পথে দশম শ্রেণীর ছাত্র অমৃত সরকার এবং তার ওপর প্রতিবেশী সুদীপ সরকারকে সীমান্তরক্ষী বাহিনী মারধোর করে বলে অভিযোগ।

এই ঘটনার প্রতিবাদে এলাকার মানুষ জড়ো হয় নারায়ণপুর এলাকায় বিএসএফের অস্থায়ী নাকা পয়েন্টের সামনে। সেখানে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে স্থানিয় উত্তেজিত জনতা। জানা গেছে সেখানে ভিড় সামলাতে দুই রাউন্ড গুলি ছোড়ে সীমান্তরক্ষী বাহিনী। ঘটনাস্থলে যায় এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

২৪ ঘণ্টায় করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা দেশে ১৫,৯০৬, মৃত্যু হল ৫৬১ জনের

নয়াদিল্লি, ২৪ অক্টোবর (হি.স)।। উৎসবের আমেজ কাটতে না কাটতেই নতুন করে চোখ রাঙাতে শুরু করেছে মারণ করোনা ভাইরাস। দিওয়ালির আগে ফের ভয় ধরাচ্ছে বিভিন্ন রাজ্যের কোভিড গ্রাফ। দেশে লাফিয়ে বাড়ছে মৃতের সংখ্যা। এমন পরিস্থিতিতে এবার চিঠি দিয়ে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে উৎসবে লাগাম টানার নির্দেশ দিল মোদী সরকার।

রবিবার স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রকের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১৫ হাজার ৯০৬ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। যা গতকালের থেকে সামান্য কম হলেও সার্বিক পরিস্থিতি ধীরে ধীরে চিন্তা বাড়াচ্ছে। মহারাষ্ট্র, কেরলের মতো রাজ্যে কোনওমতেই বাগে আনা যাচ্ছে না করোনাকে। উৎসবের মরশুমে বাংলাতেও বেড়েছে সংক্রমণ। এদিকে গতকাল ও আজ দেশে মৃতের সংখ্যা পাঁচশোর গণ্ডি পেরিয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় মারণ ভাইরাসে প্রাণ হারালেন ৫৬১ জন। দেশে এখনও পর্যন্ত করোনার বলি ৪ লক্ষ ৫৪ হাজার ২৬৯ জন। দেশে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৪ কোটি ১৭ লাখ ৫ হাজার ৪৬৮ জন। তার মধ্যে বর্তমানে চিকিতসা চলছে ১ লাখ ৭২ হাজার ৫৯৪ জনের।

এইমস ডিরেক্টর রণদীপ গুলেরিয়া জানিয়েছেন, আগামী এক বছর পর থেকে বুস্টার ডোজ দেওয়া হতে পারে। তবে করোনা সংক্রমণ কতটা বৃদ্ধি পাচ্ছে, করোনায় আক্রান্ত হয়ে কতজন হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছেন, সেসব দিক খতিয়ে দেখে তবেই বুস্টার ডোজ চালু করা যেতে পারে বলে জানান গুলেরিয়া।

এইমস ডিরেক্টর বলেন, আমেরিকা সহ অন্য বেশ কয়েকটি দেশে শিশুদের টিকাকরণ যাতে শিগগিরই হয়, সে বিষয়ে জোর দেওয়া হয়েছে। ভারতও ক্রমশ সেই পথে এগোচ্ছে। শিগগিরই যাতে শিশুদেরও করোনার টিকা দেওয়া যায়, সে বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করা হচ্ছে বলে জানান এইমস ডিরেক্টর।

তেলিয়ামুড়া ও চুড়াইবাড়িতে বিস্তর পরিমান নেশা সামগ্রী বাজেয়াপ্ত, গ্রেপ্তার চৌদ্দজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া/ চুড়াইবাড়ি, ২৪ অক্টোবর।। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তল্লাশি চালিয়ে রবিবার বিকেলে তেলিয়ামুড়া ত্রিশাবাড়ি স্থিত রেলস্টেশন থেকে আনুমানিক প্রায় তিন লক্ষাধিক টাকার শুকনো গাঁজা।সেই সঙ্গে আটক গাঁজা পাচারের সঙ্গে যুক্ত নয় জন অভিযুক্ত।তাদের মধ্যে ছয় জন পুরুষ ও তিন জন মহিলা রয়েছে।

খবরে জানা যায়,তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সোনা চরণ জমাতিয়ার নিকট গোপনে খবর আসে যে তেলিয়ামুড়া রেলস্টেশন থেকে গাঁজা নিয়ে যাওয়া হবে বহিঃ রাজ্যে পাচারের উদ্দেশ্যে। সেই খবর মোতাবেক তেলিয়ামুড়া মহাকুমা পুলিশ আধিকারিক তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ বাহিনীকে নিয়ে রেল স্টেশন চত্বরে উৎ পেতে বসে। খবর মোতাবেক বিকেল রেলে করে বহিঃরাজ্যে বিহারের উদ্দেশ্যে যাবার পথে সন্দেহবশত মোট নয়জন পুরুষ মহিলাকে আটক করে। তাদের তল্লাশি চালিয়ে তাদের কাছে থাকা মোট ৯টি ব্যাগ থেকে তেষট্টি কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করে। তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সোনা চরণ জমাতিয়া জানিয়েছেন উদ্ধারকৃত গাঁজা গুলির আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় তিন লক্ষাধিক টাকা।

তিনি জানিয়েছেন তদন্ত চলছে। এখন দেখার বিষয়,তদন্ত সাপেক্ষে গাঁজা পাচারের সঙ্গে যুক্ত কোন মাস্টারমাইন্ডের নাম বেরিয়ে আসে। নাকি আর পাঁচটা সাধারণ মামলার মতো ফাইলবন্দি হয়ে থেকে যায় গাঁজা পাচার এই মামলাটি ও। তবে এ থেকে প্রমাণিত হয় প্রতিনিয়তই রেল যোগের মাধ্যমে নেশা সামগ্রীসহ বিভিন্ন অবৈধ সামগ্রী রাজ্য থেকে বহি রাজ্যে পাচার হচ্ছে। এদিকে, আধঘণ্টার মধ্যে পৃথক পৃথক দু'টি নাকা চেকিংয়ে বার্মিজ সিগারেট ও গাঁজা জব্দ করতে সক্ষম হয় অসম ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৮ ◘ সংখ্যা ১২ ◘ ১৭ অক্টোবর ২০২১ ইং ◘ ৩০ আশ্বিন ◘ রবিবার ◘ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

আপোষহীন ভারত

চীনের সঙ্গে সীমান্ত সমস্যা দিন দিন আরো চরম আকার ধারণ করিতে শুরু করিয়াছে।চীন বনাম ভারত সীমান্ত সংঘাত চরম সঙ্কটে পৌঁছিয়া গিয়াছে। সংকট মোকাবেলায় ভারত যেকোনো পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতে প্রস্তুত। চীন সম্পর্কে ভারতের সেনাপ্রধান এবং বায়ুসেনা প্রধানের আশঙ্কাই সত্য প্রমাণিত হইতেছে।। গত কয়েকদিনের ব্যবধানে সেনাপ্রধান মনোজ মুকুন্দ নারাভানে এবং বায়ুসেনা প্রধান বিবেক রাম চৌধুরী পৃথক দুটি অনুষ্ঠানে বলিয়াছিলেন, চীনের আগ্রাসী মনোভাবের গতিপ্রকৃতি থেকে সংঘাতের আশঙ্কাই প্রবল হইতেছে। সেনাপ্রধান বলিয়াছিলেন, পাকিস্তানের সঙ্গে নিরন্তর দীর্ঘকাল ধরিয়া নিয়ন্ত্রণরেখায় যে সংঘাত চলিতেছে, সেরকমই পরিস্থিতি হইতে পারে চীনের সঙ্গেও। শান্তি-বৈঠকের প্রাক্কালে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর দুই প্রধানের সুরে শঙ্কার মেঘ ছিল। আর সেটা যে নিতান্ত অসঙ্গত ছিল না সেটা প্রমাণ হইতেছে। শান্তি বৈঠকের পর চীন স্পষ্ট জানিয়ে দিয়াছে, পূর্ব লাদাখের বিস্তীর্ণ এলাকার প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা থেকে তাহারা সেনা সরাইবে না। ভারত বারবার স্থিতিশীল এবং স্বাভাবিক সীমান্ত পরিস্থিতি ফিরাইবার উপর জোর দিলেও চীনের সেনাবাহিনী বৈঠকের পর ভারতের ওই প্রস্তাবকে অবাস্তব আখ্যা দিয়া অনড় অবস্থানই বজায় রাখিবার বার্তা দিয়াছে। দুই দেশের সেনাবাহিনীর লেফটেন্যান্ট জেনারেল স্তরের বৈঠকের পর এই প্রথম কোনওরকম যৌথ বিবৃতি জারি করা হইল না। বস্তুত আরও বেশ কিছুক্ষণ বৈঠক হওয়ার কথা ছিল নানাবিধ ইস্যুতে। কিন্তু একটা সময় পর বোঝা যায় চীন পূর্বনির্ধারিত সিদ্ধান্ত নিয়াই বৈঠক করিতে আসিয়াছে। ভারতের কোনও দাবিই মানা হইবে না। সেই বার্তা পাওয়ার পর ভারতও হাল ছাড়িয়া দেয়। কোনওরকম মীমাংসা ছাড়াই মাঝপথে বৈঠক সমাপ্ত হইয়া যায়। এরপর বেনজিরভাবে ভারত এবং চীন দুই দেশের সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকেই কঠোর ভাষায় পরস্পরকে দোষারোপ করিয়া আক্রমণাত্মক বিবৃতি জারি করিয়াছে। এই পরিস্থিতি ২০২০ সালের জুন মাস থেকে সম্প্রতি হইয়া যাওয়া আগের ১২টি বৈঠকে দেখা যায়নি। সোজা কথায়, লাদাখ সীমান্তের স্বাভাবিকতা ফিরাইয়া চীন ও ভারতের সীমান্ত সংঘাতকে স্তিমিত করিবার সর্বশেষ বৈঠক সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে। উল্টে শীতকালের প্রাক্কালে চীন ও ভারতের মধ্যে সীমান্ত এবং প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখায় তীব্র বিরোধের সূত্রপাতের হাতছানি দেখা দিয়াছে। পূর্ব লাদাখের গলওয়ান উপত্যকা, হট স্প্রিং, ১৫ থেকে ১৭ নং সেক্টর, দেপসাংসহ প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখার বিস্তীর্ণ এলাকায় ২০২০ সালের এপ্রিল মাস থেকে আচমকা পিপলস লিবারেশন আর্মি ঢুকিয়া পড়িয়াছে এবং বিপুল সেনা মোতায়েন করিতে থাকে। গলওয়ান উপত্যকায় মে মাসের প্রথম সপ্তাহে হয় ভারত ও চীনের সেনা জওয়ানদের সংঘর্ষ। এরপর আগস্ট মাসে ভারত একের পর শিখর দখল করিয়া নেয়। এই সংঘাতের মধ্যেই শুরু হয় দুই দেশের মধ্যে শান্তি বৈঠক। কিন্তু দু'পক্ষই বিপুল সেনাবাহিনী এবং সমরসজ্জা মোতায়েন করিতে শুরু করে। চুশুল এবং মল্ডো সীমান্ত আউটপোস্টে এ পর্যন্ত ১২ বার শান্তি বৈঠক হইয়াছে। সিংহভাগ ক্ষেত্রেই দু'পক্ষই রাজি হইয়া যায় সেনা সরাইয়া পূর্বাবস্থায় নিয়া যাইতে। কিন্তু ত্রয়োদশ বৈঠকে চীন হঠাৎ পূর্ব ঘোষিত অবস্থান থেকে সরিয়া আসে। চীনের সেনাবাহিনী বিবৃতি জারি করিয়া বলিয়াছে বৈঠকে ভারত অবাস্তব প্রস্তাব তুলিয়াছে। ভারত যে দাবি করিয়াছে, তাহা মানিয়া নেওয়া সম্ভব নয়। অন্যদিকে, ভারতের সেনাবাহিনীও পাল্টা বিবৃতি প্রকাশ করিয়া বলিয়াছে, সীমান্ত চুক্তি এবং পূর্বঘোষিত বৈঠকের অ্যাজেন্ডা ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভারত স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনিতে সেনা প্রত্যাহারের যে দাবি করিয়াছে, সেটা চীন একতরফাভাবেই প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। তাহাতে লাদাখে মুখোমুখি দাঁড়ানো প্রায় লক্ষাধিক সেনার মধ্যে টেনশন বাড়িতে চলিয়াছে। তাহাতে আগামীদিনে বাড়িবে রণসজ্জাও। স্বাভাবিক কারণেই উভয় দেশের মধ্যে অশান্তির বাতাবরণ আরো চরম আকার ধারণ করিতে পারে। পরিস্থিতি মোকাবেলায় ভারত যে কোনভাবেই পিছাইয়া যাইবে না সেটাও বলার অপেক্ষা রাখে না। ভারত সর্বশক্তি দিয়া চীনকে মোকাবেলা করিতে প্রস্তুত।দেশের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষায় ভারতীয় সেনাবাহিনী সদা প্রস্তুত রহিয়াছে।

ক্ষমতাবৃদ্ধির পক্ষে জোরালো সওয়াল ডঃ রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ১৬ অক্টোবর (হি. স.) : বিএসএফ-এর ক্ষমতাবৃদ্ধির পক্ষে জোরালো সওয়াল করলেন জাতীয়তাবাদী অধ্যাপক ও গবেষক সংঘের প্রাক্তন রাজ্য কার্যকরী সদস্য ডঃ রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার তিনি হিন্দুস্থান সমাচারকে জানান, "গত কয়েকদিন ধরে পাঞ্জাব ও পশ্চিমবঙ্গে একটি বিরোধী রব উঠেছে যে, কেন্দ্র সরকার সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বা বিএসএফ - এর ক্ষমতা বাড়িয়ে বকলমে কেন্দ্রীয় শাসন কায়েমের ষড়যন্ত্র করছে। পাঞ্জাবে বনধ-হরতাল শুরু হয়ে গেলেও দুর্গোৎসবের জন্য এ রাজ্যে তার আঁচ পড়েনি। তবে পরে নানা ধরনের বিকৃত পক্ষীধ্বনীর সঙ্গে বাঙ্গালী হয়তো বা পরিচিত হবে। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় ভারতবর্ষের সীমান্ত সুরক্ষার যাবতীয় দায়িত্ব পালন ও অধিকার কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ। সীমান্তে অপরাধ নিয়ন্ত্রণে রাজ্য পুলিশ, কেন্দ্রীয় শুল্ক বিভাগ বা কাস্টমস এবং সীমান্ত রক্ষীবাহিনী মুখ্যত এই তিনটি বিভাগ যৌথভাবে সমন্বয়ের ভিত্তিতে কাজকর্ম করে। উক্ত দুই রাজ্য ও অসমে সীমান্ত রক্ষী বাহিনী জিরো পয়েন্ট থেকে দেশের অভ্যন্তরে পনেরো কিলোমিটার পর্যন্ত এই সমন্বয়ের ভিত্তিতে কাজকর্ম করতো যা নতুন আদেশে পঞ্চাশ কিলোমিটার পর্যন্ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর এতেই পাঞ্জাব ও বঙ্গে হইচই শুরু হয়েছে। যদিও অসম, গুজরাত, রাজস্থান প্রভৃতি সীমান্ত রাজ্যে একে স্বাগত জানিয়েছে। এই নতুন আদেশে সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর ক্ষমতা নয় বরং তার অধিকার ক্ষেত্রটি প্রসারিত হয়েছে মাত্র।

দেশের অখণ্ডতা ও সার্বভৌমতা রক্ষায় এখন যে তিনটি বিষয় সাম্প্রতিক সময়ে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিচ্ছে তা হলো ড্রোন হামলা, মাদক পাচার ও অবৈধ অনুপ্রবেশ। পাঞ্জাবী যুব সমাজকে নিয়ে সেই বলিউডি সিনেমা ছাড়াও পরিসংখ্যান অনুযায়ী মাদকদ্রব্যের অবৈধ চালান ও ব্যবহারে সেই রাজ্য শীর্ষে। অবৈধ অনুপ্রবেশের ফলে পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যাগত ভারসাম্য সীমান্ত জেলাগুলিতে যেভাবে দ্রুত নষ্ট হচ্ছে তা কারুর অজানা নয়। কালিয়াচক থেকে বেলডাঙা, খাগড়াগড়ের ঘটনা এবং দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলায় রাজ্য সরকারের প্রত্যক্ষ মদতে রহিঙ্গা বসতি স্থাপন প্রভৃতি ঘটনাগুলো আমাদের সুরক্ষার জন্য কিন্তু নিকট ভবিষ্যতেই সংকটে পড়তে চলেছে।তিনটি আন্তর্জাতিক ও পাঁচটি আভ্যন্তরীণ সীমান্ত সম্বলিত আমাদের রাজ্য আজকে মোটেও সুরক্ষিত নয়। আর রাজ্য পুলিশের ক্ষমতা খর্ব করা হচ্ছে বলে যে অভিযোগ উঠেছে, সেটিও সর্বৈব মিথ্যা। সীমান্ত রক্ষী বাহিনী কোনও অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বা মাদকদ্রব্য পাচারকারী বা অন্য কোনও অপরাধে কাউকে আটক করলে (গ্রেফতার নয়) তাকে স্থানীয় পুলিশের হাতেই তুলে দেওয়া হয় এবং নতুন আদেশেও সেটাই হবে।

পুলিশের তদন্তকারী অফিসার যাবতীয় কাজকর্ম ও চার্জশিট দাখিল করেন। কেন্দ্রীয় শুল্ক দফতরের এক্ষেত্রে কিন্তু নিজস্ব তদন্ত বা মামলা দায়ের করার অধিকার থাকলেও সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বা সশস্ত্র সীমা বল"-এর ক্ষেত্রে এই সুযোগ নেই। বাঙালি সুশীল সমাজ মঞ্চে উঠে বিকৃত পক্ষীস্বর ডাকার আগে স্মরণে রাখবেন যে বিগত এক দশকে দেশের অখণ্ডতা রক্ষায় সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর প্রায় দেড়শো জন সদস্য শহীদ হয়েছেন।"

বয়স্কদের জন্য দুই পোর্টাল, চাকরি মিলবে SACRED-এ

ত্রিদিবরঞ্জন ভট্টাচার্য

আমাদের দেশ অন্যান্য দেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বুড়ো হয়ে যাচ্ছে। দেশে বয়স্ক ব্যক্তির সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। ১৯৫১ সালে সারা দেশে প্রবীণ নাগরিকদের (৬০ বছরের উর্ধ্বে) সংখ্যা ছিল ১.৯৮ কোটি। ৫০ বছর (২০০১) তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৭ কোটি ৬০ লক্ষ। ২০১১ অর্থাৎ পরের দশ বছরে তা বেড়ে হয় ১০ কোটি ৩৮ লক্ষ। মোট জনসংখ্যার ৮.৬৬ শতাংশ। এ বছর (২০২১) প্রবীণ নাগরিকের সংখ্যা প্রায় ১৩ কোটি ৭৬ লক্ষ, মোট জনসংখ্যার ১০.১ শতাংশ। অনুমান করা হচ্ছে ২০২৬ এবং ২০৩১ সালে প্রবীণ, বয়স্ক মানুষের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াবে যথাক্রমে ১৬ কোটি ২৮ লক্ষ এবং ১৯ কোটি ৩৪ লক্ষ। মোট জনসংখ্যার ১১.৪ এবং ১৩.১ শতাংশ। জনসংখ্যা সম্পর্কিত জাতীয় কমিশনের কাছে পেশ করা এক রিপোর্টে এই পরিসংখ্যান দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য পরিকাঠামো, জীবনযাত্রার মানের কমবেশি উন্নতি প্রবীণ নাগরিকের সংখ্যাবৃদ্ধির অন্যতম কারণ। প্রবীণ নাগরিকদের উতরোত্তর ভার বৃদ্ধিতে যে প্রশ্নটি বড় হয়ে দেখা গিয়েছে, যৌথ পরিবারেরও আগের সেই কৌলিন্য হারিয়ে যাবার পথে। প্রবীণরা মর্যাদার সঙ্গে থাকতে পারবেন কতদিন? না, অবহেলা সমাজের ভ্রুকুটি সহ্য করে শেষজীবন কাটাতে হবে? বিদেশেও এই প্রশন দেখা দিলেও সেখানে প্রবীণদের সামাজিক সুরক্ষা বলয় থাকায় তাঁরা কিছুটা হলেও স্বস্তিতে নিঃশ্বাস নিতে পারছেন। কিন্তু আমাদের দেশে সেভাবে কোনো সামাজিক সুরক্ষা বলয় না থাকায় বয়স্কদের বড় অংশই আতান্তরে দিন কাটান। আর এজন্য সম্মানের সঙ্গে প্রবীণদের বেঁচে থাকার লড়াই প্রতিদিন কঠিন হচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে প্রবীণ নাগরিকদের মর্যাদার সঙ্গে বেঁচে থাকার লড়াইয়ে রসদ যোগাতে, অন্যদিকে তাঁদের অভিজ্ঞতা জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে সমাজ ফয়দা তুলতে পারে—এই দুইয়ের মেলবন্ধন যেকোনো সমাজের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু এই সামাজিক প্রশ্ন নিয়ে নয়। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার যাটোর্ধ্ব ব্যক্তিদের বিষয়ে দুটি প্রকল্প ঘোষণা করেছে। আমরা সেই দুটি প্রকল্পের কথা তুলে ধরব।

সেজঃ প্রবীণ নাগরিকদের কল্যাণে২০১৬ সালে ইপিএফ ও অন্যান্য সরকারি তহবিলে অনাদীয় প্রায় ৯ হাজার টাকা দিয়ে একটি তহবিল গঠন করা হয়। প্রবীণদের কল্যাণে রাষ্ট্রয় বয়ঃ

জ্যেষ্ঠ যোজনার খরচ এই তহবিল থেকে মেটানো হয়। তহবিলের এই বিপুল পরিমাণ অর্থ সুষ্ঠুভাবে ববহারের জন্য সাতটি কমিটি তৈরি করা হয়। এই সব কমিটির দায়িত্ব ছিল প্রবীণদের জীবনজীবিকা, মর্কসংস্থান, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, অর্থনীতি, দক্ষতা বৃদ্ধি ও গবেষণার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া। অর্থনীতি সম্পর্কিত বিশেষত গোষ্ঠী বেসরকারি শিল্পোদ্যোগের প্রসারে একটি কর্মসূচির প্রস্তাব দেয় যাতে বয়স্ক ব্যক্তিদের ব্যবহৃত জিনিসে আরও সৃজনশীলতা আনা যায়। বিভিন্ন কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে সিনিয়র কেয়ার এজিং গ্রোথ ইঞ্জিন 'বা' সেজ' কর্মসূচি নেওয়া হয়।

এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য হল, ভারতে বয়স্কদের প্রাত্যহিক জীবনের সমস্যা খুঁজে বের করা। সেই সঙ্গ সৃজনশীল সামগ্রী ও পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত স্টর্টআপগুলি চিহ্নিত করে তাদের আর্থিক সাহায্য দেওয়া যাতে তারা বয়স্কদের দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা সমাধানে আরও সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারে।

সরকার চায়, শুধুমাত্র এনজিও সংস্থাগুলি বা বেসরকারি উদ্যোগে নয়, স্টার্ট আপগুলি স্বাস্থ্য, ভ্রমণ, অর্থ আইনি, আবাসন, খাদ্যসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে বয়স্কদের জন্য তাদের উদ্ভাবনী পণ্য ও পরিষেবা প্রদান করুক। গত জুনে চালু হওয়া এই প্রকল্পে স্টার্টআপগুলি পোর্টালের মাধ্যমে 'সেজ'-এ অংশ নেবার জন্য আবেদন করতে পারে। চলতি আর্থিক বছরে সেজ প্রকল্পের জন্য ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। নির্বাচিত স্টার্টআপ যোগ্যতার বিত্তিতে এককালীন ইক্যুয়িটি হিসাবে এক কোটি টাকা পেতে পারে।

প্রবীণদের কাজের খোঁজ ঃ (Longitudinal Ageing Study in India)-এর ২০২০-এর এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, ভারতের প্রবীণদের ৫০ শতাংশ কর্মক্ষম। অর্থাৎ তাঁরা এখনও ফুরিয়ে যাননি। তাঁদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা, কর্মদক্ষতার মাধ্যমে তাঁরা সমাজকে এখনও কিছু দিতে পারেন। আর এই ভাবনা থেকেই ১ অক্টোবর সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রণালয় চালু করল 'সিনিয়র অ্যাবল সিটিজেনস ফর রি-এমপ্লয়মেন্ট ইন ডিগনিটি পোর্টাল। যেসব প্রবীণ ব্যক্তি আবার কাজের জগতে ফিরে যেতে চান তাঁরা এই পোর্টালে নিজেদের নাম নথিভুক্ত করতে পারবেন। অন্যভাবে বলা যায় প্রবীণদের জন্য চাকরির এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ হল এই পোর্টাল। এই পোর্টালে চাকরি করতে ইচ্ছুক প্রার্থীরা তাঁদের প্রাসঙ্গিক শিক্ষা, অতীত অভিজ্ঞতা, দক্ষতা এবং আগ্রহের ক্ষেত্রগুলি জানিয়ে নাম নথিভুক্ত করতে পারবেন।

আর শুধু প্রবীণ চাকুরীপ্রার্থীরা নন, যে কোনো চাকরি প্রদানকারী ব্যক্তি/ফার্ম/ কোম্পানি এনজিও পোর্টালে নাম নথিভুক্ত করতে পারবে। প্রকৃতপক্ষে এটি একটি ইন্টারোক্টিভ প্যাটফর্ম যেখান স্টেক হোল্ডার অর্থাৎ চাকুরিপ্রার্থী, চাকরিপ্রদানকারী বিভিন্ন সংস্থা পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন এবং বোঝাপড়ার মাধ্যমে কাজ দেবেন/ নেবেন।

স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলি চাকরিপ্রার্থী প্রবীণদের কাজ খুঁজতে সাহায্য করবেন। উল্লেখ্য এই পোর্টাল নাম নথিভুক্ত করার জন্য কোনো চার্জ বা ফি দিতে হয় না। তবে এই পোর্টাল চাকুরির কোনো গ্যারান্টি দেবে না। পোর্টালের ওয়েবলিঙ্ক- httpps://sacred.dosje.gov.in/index.php এই পোর্টাল তৈরি, রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদির জন্য বছরে ২ কোটি টাকা করে ৫ বছর টাকা দেবে কেন্দ্রীয় সরকার। টোল ফ্রি হেল্পলাইন ঃ প্রবীনদের জন্য সারা দেশব্যাপী একটি টোল ফ্রি হেল্পনাইন চালু হল। এই হেল্পলাইনে ফোন করলে পেনশন, আইনি বিষয়, গার্হস্থ্য হিংসা সহ বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ পাওয়া যাবে বিনা পয়সাতে। টোল ফ্রি নম্বর- ১৪৫৬৭ সরকারি উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েও প্রবীণদের একাংশ প্রবীণদের সম্পর্কে সরকারি উদাসীনতা নিয়ে সোচ্চার। মধ্যবিত্ত প্রবীণদের অভিযোগ, যাঁরা সরকারি পেনশন পান না, তাঁরা আর্থিকভাবে ক্রমশ পিছু হঠছেন। ব্যাঙ্ক সহ বিভিন্ন মেয়াদী আমানতের লাগাতার সুদ কমায় তাঁরা আজ নিজেদের টানতে হিমসিম খাচ্ছেন। দৈনন্দিন জীবন নির্বাহের খরচ বৃদ্ধি সহ ওষুধ ইত্যাদি বেহিসেবে আর পেরে উঠছেন না। এমনকী স্বাস্থ্যবিমার ক্ষেত্রে প্রবীণতার একটু বেশি ছাড় দিতেও সরকারি অনীহার কথা তাঁরা বলছেন। ইপিএফ নাকি সামাজিক সুরক্ষার বড় হাতিয়ার বলে সরকারি দাবির বিরুদ্ধে সোচ্চার বহু প্রবণী। তাঁদের বক্তব্য, এই সামান্য পেনশনে প্রবীণদের কতটুকু লাভ। ন্যূনতম পেনশন এক হাজার টাকা, সত্যি কি চলে এই পেনশনে? প্রশ্ন তাঁদের। এখন রূপালী অর্থনীতির কথা বলা হচ্ছে। এই রূপালী অর্থনীতিকে চাঙা করতে প্রয়োজন বয়স্কদের কেনার ক্ষমতা বৃদ্ধি। কিন্তু আমাদের দেশে বয়স্কদের কেনার ক্ষমতা প্রতিদিনই কমছে। 'সে' -এর প্রকল্প বাস্তবে কতটা সফল হবে, তা নিয়ে প্রবীণ থেকে অর্থনীতিবিদ সবমহলই সন্দিহান। কারণ প্রবীণদের আর্থিক ক্ষমতা খর্ব হলে স্টার্টআপের ভবিষ্যতেও অন্ধকার হতে বাধ্য।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

গ্রাহকরা সতর্ক হোন

মণীশ অগ্রবাল

গ্রাহকরা সাবধান। আপনার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার নতুন। নতুন পথ বের করেছে প্রতারক জ্যালিয়াতরা।

সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর নানাবিধ কৌশল প্রয়োগ করে, নিশানায় থাকা গ্রাহকদের প্রলোভনের ফাঁদে ফেলছে প্রতারকরা। আর এভাবেই ফাঁদে ফেলছে প্রতারকরা। আর এভাবেই হাতিয়ে নিচ্ছে গ্রাহকদের লক্ষ্য পূরণ করছে, কখনও গ্রাহকদের সামনে অবিশ্বাস্য এবং অভিনব সমস্ত অফার রেখে তাদের প্রলুব্ধ করে, কখনও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে আবার কখনও স্রোফ হুমকি দিয়ে।

অতিমারির সূচনাকাল থেকেই ডিজিটাল প্রতারকরা নিজেদের চিরাচরিত কৌশলে বদল এনেছে। তারা প্রতারণার এমন উপায় খুঁজে বের করেছে যার মাধ্যমে সহজেই মানুষের আস্থা অর্জন করা যায়।

প্রতারকরা সাধারণত বড় তথা মেট্রোপলিটন শহর লাগোয়া এলাকা তথা মফ স্বলগুলিতেই সক্রিয় যাতে সেখানকার পুলিশ এবং আইন-কানুন বজায় রাখার দায়িত্বে থাকা সংস্থার হাত থেকে সহজেই বাঁচাতে পারে। সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন ব্যাঙ্ক এবং আইনের রক্ষাকর্তা সংস্থাগুলির কাছে এমন নানা অভিযোগ জমা পড়ছে, যেখানে গ্রহকদের কে ওয়াই সি আপডেট, ভুয়া 'মার্কেটপ্লেস লিস্টিং', নিয়োগ সংক্রান্ত প্রতারণা চক্র এবং জাল গ্রাহক পরিষেবা নম্বরের মাধমে প্রতারণা করা হয়েছে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে, এই ধরনের ঘটনাগুলিতে জালিয়াতি হয়েছে প্রথাগত এবং অনুরূপ

পদ্ধতি মেনেই অর্থাৎ গ্রাহকদের অযাচিত কল করে বা, টেক্সট ম্যাসেজ, ইমেল প্রভৃতি পাঠিয়ে দেওয়ার হয়েছে একটি লিঙ্ক। তারপর বলা হয়েছে, ওই লিঙ্কে ক্লিক করে, নিজেদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ, লগ ইন সংক্রান্ত তথ্য, কার্ডের তথ্য, পিন এবং ওপিডি-র মতো ব্যাক্তিগত তথ্যাদি দিতে। আর এরই ফাঁদে পড়ে বহু গ্রাহক তত্রাদের সর্বস্ব খুইয়েছেন।

আবার কখনও কখনও অবৈধ এবং অননুমোদিত নানা মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার করে, গ্রহকদের মোবাইলের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে নিয়েও প্রতারকরা জরুরি তথ্য হাতিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছে। এগুলি সবই 'ভিশিং অ্যাটাক' (ভয়েস) এর ঘটনা। এই ক্ষেত্রে প্রতারকরা কোনও ভুয়ো পরিচয়ে বিশেষত ব্যাঙ্ক কর্মী/ বিমান এজেন্ট/ স্বস্থ্যকর্মী বা সরকারি আধিকারিকের ছদ্মবেশে গ্রাহককে ফোন করে। তারা গ্রাহকের নাম, জন্মতারিখের মতো সাধারণ কিছু তথ্য জিজ্ঞাসা করে সেগুলি নিশ্চিত করে। আর এভাবেই ধীরে ধীরে কথার চাতুরিতে গ্রাহকের আস্থা অর্জনের পর, তাদের নানা জরুরি পরিষেবা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে, তাদের কাছ থেকে গোপনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ নানা তথ্য বের করে নেয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আবার, জরুরি পরিস্থিতির অজুহাত দিয়ে (যেমন গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসা সরঞ্জামের অভাব, অ্যাকাউন্ট ব্লক হয়ে যাওয়া প্রভৃতি প্রতারকরা গ্রাহকের উপর চাপ সৃষ্টি করে, তাদের ভয় দেখিয়ে, ব্যাক্তিগত তথ্য জানার চেষ্টা করে। এই সব তথ্য দিয়েই পরে গ্রাহকদের প্রতারণা করা হয়। এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, গ্রাহকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে কোনও রকম টাকা জমা দেয়ার বা প্রাপ্তির জন্য ওটিপি বা পিন দিয়ে যাচাইকরণের কোনও দরকার হয় না। তাই, এই ধরনের কোনও অনুরোধ এলে অবশ্যই সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।

এই প্রতারকরা বর্তমানে অনেক সময় সপ্তাহব্যপী কাজের দিন (শনি , রবিবার বাদে) এবং অফিসের কাজের সময় গ্রাহকদের ফোন করে এটা বোঝানোর জন্য যে তাদের ফোন বৈধ এবং অফারগুলিও আইনসঙ্গত। এইস ডি এফ সি ব্যাঙ্কের 'ফ্রড ডিসপুট টাইম' বিশ্লেষণে দেকা গিয়েছে যে, চলতি অর্থ বছরের প্রথম তিন মাসে ৬৫-৭০ শতাংশ সাইবার প্রতারণা ঘটেছে সকাল ৭ টা থেকে সন্ধ্যা ৭ টার মধ্যে। এই বিশ্লেষণে আরও জানা গিয়েছে যে, ৮০-৮৫ শতাংশ প্রতারিত গ্রাহকের বয়স ২২ থেকে ৫৫ বছরের মধ্যে, যাদের প্রযুক্তির বিষয়ে যথেষ্ট দক্ষ বলেই মনে করা হয়।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক, সাইবার প্তারণার ঘটনা সম্পর্কে অভিযোগ জানাতে ২০২১ সালের ১৭ই জুন একটি কেন্দ্রীয় সহায়তা নম্বর, ১৫৫২৬০ চালু করেছে, যেখানে গ্রাহকরা, সাইবার জালিয়াতির অভিযোগ নথিভুক্ত করতে পারনে।

হেল্পলাইনটি সংশ্লিষ্ট রাজ্য পুলিশ দ্বারা পরিচালিত হয় এবং রিপোর্ট করা ঘটনাগুলির সিটিজেন ফিনান্সিয়াল সাইবার ফ্রড রিপোর্টিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের মাধ্যমে বিহিত করা হয় যা আইনরক্ষায় দায়িত্বে থাকা সংস্থা, ব্যাঙ্ক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে সংযুক্ত।

এর সঙ্গেই এইচ ডি এফ সি ব্যাঙ্ক তার গ্রাহকদেপ সামাজিক মাধ্যম, টেক্সট বার্তা, ইমেল এবং পর্যায়ক্রমিক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নিরাপদ ব্যাঙ্কিং- এরও প্রচার করছে, যেখানে সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে ডিজিটাল ব্যাঙ্কিংয়ে জালিয়াতির সাম্প্রতিকতম পদ্ধতিসমূহ সম্পর্কে গ্রাহকদের সতর্ক করে দেওয়া এবং কী কী করণীয়, তা -ও বাতলে দেওয়ার উপর।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

টিএসআর বাহিনির বাইক র‍্যালি সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি ঃ নিজস্ব।

কোভিড বিধি মেনেই ডিমা হাসাও জেলায় শান্তিতে সম্পন্ন দুর্গোৎসব

হাফলং (অসম), ১৬ অক্টোবর (হি.স.) : কোভিড বিধি মেনেই ডিমা হাসাও জেলায় সম্পন্ন হল শারদীয় দুর্গোৎসব। কোভিড অতিমারির জেরে এবার কঠোর নিয়ম নীতি বেঁধে দেওয়া হয়েছিল সরকারের পক্ষ থেকে। যার দরুন কোভিড বিধি মেনে আনন্দ ও উল্লাসের মধ্যেই পালিত হয়েছে দুর্গাপূজা।

এবার হাফলঙে মোট পুজোর সংখ্যা ছিল ২২টি। গত বছর কোভিডসৃষ্ট পরিস্থিতির জন্য হাফলঙে শুধু স্থায়ী মন্দিরগুলিতে পুজো অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তবে এ বছর কোভিড পরিস্থিতি কিছু পরিমাণে হ্রাস পাওয়ার দরুন হাফলং শহরের বিভিন্ন সর্বজনীন পুজো কমিটিগুলিও অনান্য বছরের মতো এবার পূজার আয়োজন করেছিল। তবে সীমিত বাজেটের মধ্যে পুজো সম্পন্ন হয়েছে হাফলং শহর সহ সমগ্র ডিমা হাসাওয়ে।

এবার বিগ বাজেটের পুজো কোথাও অনুষ্ঠিত হয়নি। প্রতিটি মণ্ডপেই ৫ থেকে ৬ ফুট উচ্চতায় নির্মিত দুর্গা প্রতিমায় পুজো করা হয়েছে। প্রচলিত শাস্ত্রীয় নিয়ম এবং প্রথা মেনে পুজোর আয়োজন করেছিল শৈলশহরের পুজো কমিটি গুলি।এর মধ্যে কোভিড বিধি নিয়ে জেলা প্রশাসন ছিল কঠোর। তবে কোভিড পরিস্থিতি কিছু পরিমাণে হ্রাস পাওয়ায় এবার সপ্তমী থেকেই পূজার মণ্ডপগুলিতে দর্শনার্থীদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। এবারের শারদীয় দুর্গোৎসবের মধ্যে ডিমা হাসাওয়ে ভিস্টাডম ট্যুরিস্ট স্পেশাল ট্রেনের দৌলতে প্রচুর পর্যটক পাহাড়ে সে পুজোর আনন্দ উপভোগ করতে ভিড় করেন। পুজোর দিনগুলিতে শহরের সব হোটেল লজ ও বিভিন্ন অতিথিশালায় জায়গা ছিল না। শহরের হোটেল লজ অতিথিশালাগুলি আগাম বুকিং করে রেখে দিয়েছিলেন পর্যটকরা।

চারদিন পাহাড়ে শান্তিপূর্ণ ভাবেই পুজোর অনুষ্ঠান অতিবাহিত হয়েছে। এদিকে এবার দশমীতে প্রতিমা নিয়ে শোভাযাত্রার অনুমতি দেয়নি জেলা প্রশাসন। সন্ধ্যার আগেই বিসর্জন পর্ব শেষ করার নির্দেশ দিয়েছিল প্রশাসন। সে অনুযায়ী সন্ধ্যার আগেই বিসর্জন পর্ব সম্পন্ন হয়েছে হাফলং সহ জেলার সর্বত্র। পুজোর মণ্ডপ থেকে প্রতিমা গাড়িতে নিয়ে বিসর্জন দেওয়া হয়েছে হাফলং শহর থেকে ১০ কিলোমিটার দূরবর্তী দিয়ুং নদীতে।

মিষ্টির দোকানগুলোয় যথারীতি খদ্দেরের ভিড়

কলকাতা, ১৬ অক্টোবর (হি. স.) : নবমী থেকেই মিষ্টির দোকান গুলিতে তোড়জোড় শুরু হয়ে গিয়েছে। কাচের শোকেস ভরে উঠেছে বিভিন্ন ধরনের রকমারি মিষ্টিতে। একাদশীতে মিষ্টির দোকানগুলোয় যথারীতি খদ্দেরের ভিড়। বাপের বাড়ি ছেড়ে কৈলাসের পথে উমা। তাঁকে মিষ্টিমুখ করিয়ে স্বামীর ঘরে পাঠায় বাংলা। আর দুর্গাপুজোর মধুরেণ সমাপয়েৎ হয় মিষ্টিমুখ করে।

ষষ্ঠীতে বোধন, অষ্টমীতে অঞ্জলি, আর বিজয়ায় মিষ্টিমুখ পুজোর পরিসর যতই কম হোক এই সবে রীতি অমলিন। মিষ্টি খেয়েই বিজয়া পালনে উৎসাহী বঙ্গজীবন। মিষ্টির দোকানের মালিকরা জানাচ্ছেন, বিজয়ার মিষ্টি হিসেবে চন্দ্রপুলি, লবঙ্গ লতিকা আর রসগোল্লার চাহিদা এখনও অমলিন। তার সঙ্গে অবশ্য যোগ হয়েছে চকোলেট সন্দেশ, স্ট্রবেরি সন্দেশ, কোথাও আবার কিউই সন্দেশ। এগুলির যথেষ্ট চাহিদা। পুজোর ক'দিন ডায়েট ভুলে, স্বাস্থ্যকর চিকেন ছেড়ে পাঁঠার মাংসে কবজি ডুবিয়েছেন অনেকেই।তবে রক্তে শর্করার মাত্রা জানান দেয়, মিষ্টিতে একটু লাগাম দিতে হবে। আর সেই কারণেই দশমীতেও অনেকেই খোঁজেন শুগার-ফ্রি সন্দেশ অথবা একটু কম মিষ্টির রসগোল্লার। সেই ব্যবস্থাও আছে নামী-দামি দোকানগুলিতে। এখন আবার জলভরা সন্দেশের মধ্যে জলের বদলে থাকছে লিকুইড চকোলেট। ছোটদের নাকি এই সন্দেশ বেজায় প্রিয়।

আগে বিজয়ায় বাড়িতে নারকেলনাড়ু, ছাপসন্দেশ, মোয়া তৈরি হত। ব্যস্ত জীবনে সেসব পাঠ চুকেছে। তবে এখন মিষ্টির দোকানেই পাওয়া যাচ্ছে নাড়ু মালপোয়া-মোয়া। শহরের চিরাচরিত ভীম নাগ, কে সি দাস, নকুড়, বলরাম মল্লিক, হিন্দুস্তান সুইটস, ভিআইপি সুইটস-এর মতো দোকানের পাশাপাশি পাড়ার মিষ্টির দোকানে সকাল থেকে বেজায় ভিড়। লম্বা লাইন হলদিরাম, গাঙ্গুরাম বা তিওয়ারির মিষ্টির দোকানের সামনেও। উৎসবে যেমন বাংলায় ভাগাভাগি নেই, তেমনই নেই মিষ্টিতেও। তাই বিজয়ায় রসগোল্লার পাশে সহজেই জায়গা করে নিতে পারে কাজু বরফি বা মতিচুরের লাড্ডু। গোলাপ জামুন বা লেডিকেনি-কালোজামে বাঙালির রসনায় কোনও বিরোধ নেই। শুধু বিজয়ার মিষ্টি চাই-ই-চাই। সব মিলিয়ে উমা বিদায়ের বিষাদ ভুলে বাঙালি এখন মিষ্টি-মুখী। যে বাঙালি মা দুর্গার বিদায়কালে তাঁর পরিবারের সকলকে, সিংহকে, এমনকী অসুরের মুখেও মিষ্টি ঠেসে দেয়, শত্রু-মিত্র ভুলে বিজয়ায় এখনও তারা মিষ্টি-সুখেই থাকতে চায়।

বাংলাদেশে পুজোয় হামলায় প্রকাশ্য প্রতিবাদ চট্টগ্রামের অধ্যাপকের

কলকাতা, ১৬ অক্টোবর (হি. স.) : বাংলাদেশে এবছর পুজোয় হামলায় প্রকাশ্য প্রতিবাদ করলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যম বিভাগের অধ্যাপক রাজীব নন্দী। শনিবার রাজীববাবু সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, ''বাংলাদেশে এবছর পূজায় হামলা ভাংচুর যেমন হয়েছে, তেমনি প্রচুর শিক্ষিত, রুচিশীল সংবেদনশীল মুসলিমরা এর প্রতিবাদও জানিয়েছে। আমার অনেক কলিগ, শিক্ষার্থী তাঁদের উদ্বেগ ও আকুতি প্রকাশ করেছে গত চারদিন। বিষয়টিকে আমি দারুণ একটি পরিবর্তন হিসেবে দেখছি। এই মুসলিম ভাইয়েরাই আমাদের প্রকৃত বন্ধু। সম্ভবত এখনই সঠিক সময় বাংলাদেশকে একটি ''উদারনৈতিক অসাম্প্রদায়িক'' রাষ্ট্র গঠনের দিকে নিয়ে যাওয়ার প্রতিজ্ঞা করার। আর এই কাজটি করতে হবে সংখ্যাগুরুদেরই। এই দায় আমাদের সকল ভাতৃপ্রতীম মুসলিমদের। আজ যদি আমাদের বুঝদার, ইমানদার মুসলিম ভাইয়েরা ''নীরব'' থাকেন তবে, আপনাদের শ্রেষ্ঠত্বের গরিমা সংখ্যাগুরুর গুরুভার হিসেবে আমাদের হৃদয়ের রক্তক্ষরণকে অন্তর্দহনে পরিণত করবে।এ বছর দুর্গাপূজায় বাংলাদেশে যা ঘটলো তা এক কথায় ''ভয়ের সংস্কৃতি''। এবছরের ঘটনার কঠোর বিচার হওয়া উচিত। সাম্প্রদায়িক হামলার বিচারহীনতা অব্যাহত থাকলে আগামী বছরগুলোতে পূজা আরো ছোট হবে, পরিসর আরো কমবে। হিন্দুরা ভাবতে বাধ্য হবে, পূজাটা নম নম করে ঘরের কোণায় আসনেও করা যায়। সেটা কি আমাদের প্রিয় মুসলিম ভাইয়েরা চান? যদি না চান, তবে সংখ্যাগুরুর গুরুভার হিসেবে আপনাদেরই আগে নামতে হবে। কোনো রাষ্ট্র যদি তার নাগরিক- যথাঃ মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, আদিবাসী, সংশয়ী, নাস্তিক সকলের নিরাপত্তা দিতে না পারে, সে রাষ্ট্র কোনভাবেই গণতান্ত্রিক নয়। রাষ্ট্র কোনো ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব চাপিয়ে দিতে পারে না। যতদিন শ্রেষ্ঠত্বের গরিমা থাকবে ততদিন রাষ্ট্রে এইরকম নিষ্পেষণ চলবেই। আসুন রাষ্ট্রকে গণতান্ত্রিক করি। ধর্মীয় শ্রেষ্ঠত্ব নয়, মানুষের প্রতি মানুষের প্রেম, মহব্বত, দরদ আর সহানুভূতিশীল একটি দেশ চাই আমরা। ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার!''

বিধায়ক আশিষ কুমার সাহার উপস্থিতিতে বন্ধুর নাম সুদিপ-এর উদ্যোগে ক্যান্সার হাসপাতালে রোগীদের মধ্যে ফল ও মিষ্টি বিতরণ করা হয়। ছবি ঃ নিজস্ব

পাম্পোরে এনকাউন্টারে উমর-সহ দুই লস্কর জঙ্গি নিকেশ, আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার

শ্রীনগর, ১৬ অক্টোবর (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরে জঙ্গি-নিকেশ অভিযানে ফের বড়সড় সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনী। দক্ষিণ কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার পাম্পোরের দ্রাংবাল এলাকায় সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে নিকেশ হয়েছে দু''জন লস্কর-ই-তৈবা জঙ্গি। নিহত দুই জঙ্গির মধ্যে রয়েছে শীর্ষ লস্কর কমান্ডার উমর মুস্তাক খান্ডে।শনিবার সকাল থেকেই শুরু হয় এনকাউন্টার, দুপুরে পুলিশ জানিয়েছে, উমর-সহ দুই লস্কর জঙ্গি নিকেশ হয়েছে। এনকাউন্টারস্থল থেকে উদ্ধার হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ। কাশ্মীর জোন পুলিশ জানিয়েছে, শনিবার সকাল থেকে পুলওয়ামা জেলার পাম্পোরের দ্রাংবাল এলাকায় সুরক্ষা বাহিনী ও সন্ত্রাসীদের মধ্যে গুলির লড়াই শুরু হয়। কাশ্মীরের আইজিপি বিজয় কুমার জানান, তিন-তলা কংক্রিটের বিল্ডিংয়ে লুকিয়ে ছিল জঙ্গিরা। তাই অভিযান চালাতে সময় লাগে। ওই বিল্ডিংয়ে লুকিয়ে ছিল শীর্ষ লস্কর কমান্ডার উমর মুস্তাক খান্ডে-সহ দুই জঙ্গি। এনকাউন্টারে দুই জঙ্গিই নিকেশ হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, পুলিশ কর্মীদের হত্যায় জড়িত ছিল উমর মুস্তাক। কাশ্মীরের আইজিপি বিজয় কুমার আরও জানিয়েছেন, গত ৮ অক্টোবর থেকে এযাবৎ ১০টি এনকাউন্টারে নিকেশ হয়েছে ১৩ জন সন্ত্রাসবাদী।

সোনিয়াজির নেতৃত্ব নিয়ে কারও মনে প্রশ্ন নেই

তাঁর উপর সম্পূর্ণ আস্থা রয়েছে : আজাদ

নয়াদিল্লি, ১৬ অক্টোবর (হি.স.): সোনিয়া গান্ধীর নেতৃত্বের উপর সম্পূর্ণ আস্থা রয়েছে প্রবীণ কংগ্রেস নেতা গুলাম নবী আজাদের। শনিবার কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির বৈঠকে তিনি জানিয়েছেন, সোনিয়াজির নেতৃত্ব নিয়ে কারও মনে কোনও প্রশ্ন নেই। তিনি জানান, সকলেরই সোনিয়া গান্ধীর উপর সম্পূর্ণ আস্থা রয়েছে। শনিবার গুরুত্বপূর্ণ কার্যকরী সমিতির বৈঠকে আগামী সভাপতি নির্বাচন নিয়ে সিদ্ধান্ত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু নিজের প্রারম্ভিক ভাষণে সোনিয়া জানিয়ে দেন, তিনি কংগ্রেসের পূর্ণ সময়ের সভানেত্রীর দায়িত্ব পালনে রাজি রয়েছেন। এদিন কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির বৈঠকে মোট ৫২ জন কংগ্রেস নেতা অংশ নেন। মনমোহন সিং ও দিগ্বিজয় সিং-সহ মোট ৫ জন কংগ্রেস নেতা অংশ নেননি। গুলাম নবী আজাদ বলেছেন, সোনিয়াজির নেতৃত্ব নিয়ে কারও মনে কোনও প্রশ্ন নেই। সকলেরই সোনিয়া গান্ধীর উপর সম্পূর্ণ আস্থা রয়েছে। সূত্রের খবর, এবার কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচন হতে পারে ২০২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। এদিনের বৈঠকে রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট প্রস্তাব করেন, কংগ্রেসকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত রাহুল গান্ধীর। বৈঠকে উপস্থিত সমস্ত সদস্য এই প্রস্তাবকে সমর্থনও করেন।

সিআরপিএফ জওয়ানদের ট্রেনে বিস্ফোরণ আহত ৪

রায়পুর, ১৬ অক্টোবর (হি.স.): ছত্তিশগড়ের রায়পুর রেল স্টেশনে সিআরপিএফ জওয়ানদের বিশেষ ট্রেনে বিস্ফোরণে আহত হয়েছেন ৪ জন জওয়ান। শনিবার সকাল ৬টা নাগাদ রায়পুর স্টেশনে সিআরপিএফ জওয়ানদের বিশেষ ট্রেনের একটি কামরার শৌচাগারের সামনে বিস্ফোরণ ঘটে। ট্রেনটি ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মে ঢোকার পরেই একটি কামরা থেকে বিস্ফোরণের আওয়াজ শোনা যায়। ওই কামরায় সিআরপিএফ-এর ২১১ নম্বর ব্যাটেলিনের জওয়ানেরা ছিলেন।

রায়পুর পুলিশ জানিয়েছে, সিআরপিএফ স্পেশাল ট্রেনের মেঝেতে পড়ে যায় ইগনিটার সেট-সহ একটি বাক্স। তাতেই বিস্ফোরণ হয়। এই বিস্ফোরণে মোট ৪ জন সিআরপিএফ জওয়ান আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একজনের আঘাত গুরুতর বলে জানা গিয়েছে। ঘটনার পরে রেল রক্ষী বাহিনী (আরপিএফ) এবং রেল পুলিশের (জিআরপি) আধিকারিকরা স্টেশনে পৌঁছন। রায়পুর শহর থেকে স্টেশনে পৌঁছন সিআরপিএফ-এর এক ডিআইজি। গুরুতর আহত জওয়ানকে রায়পুরের নারায়ণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

ইন্দোনেশিয়ায় ভূমিকম্পে মৃত্যু ৩ জনের, ভাঙল একাধিক বাড়ি

জাকার্তা, ১৬ অক্টোবর (হি.স.): ইন্দোনেশিয়ার রিসোর্ট দ্বীপ বালিতে শক্তিশালী ভূমিকম্পে প্রাণ হারালেন ৩ জন। এছাড়াও কমপক্ষে ৭ জন আহত হয়েছেন। ৪.৮ তীব্রতার ভূমিকম্প ও কয়েকবার আফটারশকে ভেঙে পড়েছে একাধিক বাড়ি। শনিবারের ভূমিকম্পের জেরে ভূমিধসের ঘটনাও ঘটে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জিওলজিক্যাল সার্ভে (ইউএসজিএস) জানিয়েছে, শনিবার ৪.৮ তীব্রতার ভূমিকম্প অনুভূত হয় বালি দ্বীপে। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল বালি বন্দর শহর সিঙ্গরাজা থেকে ৬২ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে, ভূপৃষ্ঠের ১০ কিলোমিটার গভীরে। ৪.৮ তীব্রতার ভূমিকম্পের কিছু পরই ৪.৩ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয়। ভূমিকম্পের তীব্রতায় বালি দ্বীপে পার্বত্য অঞ্চলে ভেঙে পড়ে একাধিক বাড়ি। ভূমিধসের ঘটনাও ঘটেছে। ভূমিকম্পে ৩ বছরে শিশু-সহ ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন মোট ৭ জন। কারও মাথা হেঁটেছে, কারও হাড় ভেঙেছে। দুর্যোগে ব্যাবস্থাপনা মুখপাত্র আব্দুল মুহারি জানিয়েছেন, ভূমিকম্পের তীব্রতা যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল ও প্রায় ৫ সেকেন্ড কম্পন অনুভূত হয়।

ভাঙড়ে পরকীয়ার জেরে স্বামীকে খুনে ধৃত স্ত্রী, পলাতক প্রেমিক

ভাঙড় (দক্ষিণ ২৪ পরগনা), ১৬ অক্টোবর (হি.স.): দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়ে পরকীয়া সম্পর্কের জেরে, প্রেমিককে সঙ্গে নিয়ে স্বামীকে খুনের অভিযোগ উঠল স্ত্রীর বিরুদ্ধে। রোমহর্ষক ঘটনাটি ঘটেছে ভাঙড়ের বামনঘাটা অঞ্চলে কোচপুকুর গ্রামে। স্থানীয় সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার রাতে মারা যান কোচপুকুর গ্রামের বাসিন্দা আনসুর আলি গাজী (৫৩), অতঃ পর তাঁর মৃতদেহ কবরস্থ করা হয়। শুক্রবার সকালে ঘটনাটি নয়া মোড় নেয়, জানা যায় আনসার আলি গাজীর স্ত্রী মুসলিমা বিবি (৪৫) পরকীয়া সম্পর্কে লিপ্ত সাইদুল শেখের সঙ্গে।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, স্ত্রীর বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের কথা জানতে পেরে প্রতিবাদ করতেন স্বামী আনসুর আলি গাজী। এ নিয়ে দম্পতির মধ্যে মাঝেমধ্যেই অশান্তি হত। তদন্তকারীদের দাবি, জেরায় মুসলিমা বিবি জানিয়েছে, পথের কাঁটা সরাতে স্বামী আনসুর আলি গাজীকে সরিয়ে দেওয়ার ছক কষে সে ও তার প্রেমিক। বৃহস্পতিবার রাতে স্বামীকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে গলা টিপে, বালিশ চাপা দিয়ে খুন করে স্ত্রী মুসলিমা বিবি। খুনে সহায়তা করে প্রেমিক সইদুল শেখ ওরফে ছট্টু। সে নিজে ঘরে ঢুকে গলায় বালিশ চাপা দিয়ে খুন করে। ঘটনায় ধৃত স্ত্রী মুসলিমা বিবি। পলাতক প্রেমিক সইদুল শেখ ওরফে ছট্টু। নিহত আনসুর আলি গাজীর ছোটো ভাই মহাসীন গাজী জানিয়েছেন, "অনেক দিন ধরেই বড়ভাবি মুসলিমা বিবির আচরণ সন্দেহজনক ঠেকছিল। দাদা ওদের অবৈধ সম্পর্কের কথা জানতে পারে এবং প্রতিবাদ করে। তাই ওরা পরিকল্পনা করে দাদাকে সরিয়ে দিল।" ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কোচপুকুর গ্রামে। ঘটনার তদন্তে কলকাতা লেদার কম্পলেক্স থানার পুলিশ। শনিবার কবরস্থ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হবে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

রাশিদ খানকে হুমকি দিয়ে ধৃত দুই, পুলিশি তদন্তে খুশি সঙ্গীতশিল্পীর স্ত্রী

কলকাতা, ১৬ অক্টোবর (হি.স.): সঙ্গীতশিল্পী উস্তাদ রাশিদ খানকে খুনের হুমকি এবং তাঁর কাছ থেকে ৫০ লক্ষ টাকা তোলা চাওয়ার অভিযোগে দু''জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ধৃতদের নাম অবিনাশ কুমার ভারতী এবং দীপক অওলাখ। ২৪ বছরের অবিনাশ বিহারের বেগুসরাইয়ের সালাউনা গ্রামের বাসিন্দা। তিনি রাশিদের গাড়িচালক ছিলেন। দীপক (২০) উত্তর প্রদেশের আমরোহার বাসিন্দা। দীপক রাশিদের অফিসে কিছু দিন কাজ করেছেন। তাঁকে ট্রানজিট রিমান্ডে কলকাতায় আনা হয়েছে।

রাশিদের পরিবারের অভিযোগ, ৯ অক্টোবর থেকে মোবাইলে বারবার ফোন আসে। বলা হয়, বাড়ির সামনে বন্দুকবাজ ঘুরছে। বাড়ি থেকে বেরোলেই গুলি করা হবে সঙ্গীতশিল্পীকে। ৫০ লক্ষ টাকা তোলা চাওয়া হয়। এরপরই নেতাজিনগর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয় রাশিদের পরিবারের তরফে। পুলিশ তদন্তে নেমে দু'টি ফোন নম্বরের হদিশ পায়। সেই সূত্র ধরে মোবাইলের টাওয়ার লোকেশন দেখে ওই দুই অভিযুক্তকে ধরা হয়। আপাতত দুই অভিযুক্তকে পুলিশ হেফাজতে রাখা হয়েছে। তদন্ত চলছে। পুলিশি তদন্তে খুশি প্রকাশ করেছেন রাশিদের স্ত্রী। তিনি বলেছেন, পুলিশ দুর্দান্ত কাজ করেছে।

হিন্দু সংহতি'-র আহ্বানে বাংলাদেশ হাইকমিশন অভিযান

কলকাতা, ১৬ অক্টোবর (হি. স.) : হিন্দু সংহতি-র আহ্বানে আগামী ২০শে অক্টোবর বুধবার, বেলা ১১টায় বাংলাদেশ হাইকমিশন অভিযানের ডাক দেওয়া হয়েছে। কালো প্রেক্ষাপটের পোস্টারে লেখা হয়েছে, ''বাংলাদেশে সাম্প্রতিক হিন্দু নির্যাতনের প্রতিবাদে বাংলাদেশ হাইকমিশন অভিযান। নোয়াখালি দিবসে কলকাতা চলো।''

প্রসঙ্গত, নোয়াখালি দিবস সম্পর্কে প্রকাশ চন্দ্র দাস জানিয়েছেন, ''১৯৪৬ সালের অক্টোবর মাসের ১০ তারিখ কোজাগরী লক্ষ্মী পূজার দিন। নোয়াখালীর হিন্দুরা বাড়িতে পূজার আয়োজনে ব্যস্ত। অন্যদিকে মুসলিম লীগ নেতা-কর্মীরা প্রচার করে যে, শিখ সম্প্রদায় দিয়ারা শরীফ আক্রমণ করেছে।গুজবের ফলে আশে পাশের এলাকার মুসলিমরা দলে দলে দিয়ারা শরিফে জড় হয়। গোলাম সরোয়ার হুসেনি সমবেত মুসলিমদেরকে সাহাপুর বাজার আক্রমণ করতে নির্দেশ দেয়। কাশেম নামের আরেকজন মুসলিম লীগ নেতাও তার নিজস্ব বাহিনী নিয়ে সাহাপুর বাজারে পৌঁছায়, যাদেরকে কাশেমের ফৌজ বলা হত।

কাশেমের ফৌজ নারায়ণপুর থেকে সুরেন্দ্রনাথ বসুর 'জামিনদার অফিসের'' দিকে এগিয়ে যায়। কল্যাননগর থেকে আসা আরেকদল দাঙ্গাবাজ মুসলিম দল কাশেমের ফৌজের সাথে যোগ দেয়। এদের সাথে আরও অনেক ভাড়া করে আনা মুসলিম গুণ্ডারা জামিনদার অফিসে আক্রমণ করে। সামান্য প্রতিরোধের পরই সুরেন্দ্রনাথ বসু ধারাল অস্ত্রের আঘাতে মারাত্মক ভাবে আহত হন। মুসলিম জনতা হাত-পা বেধে তাকে জীবন্ত আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করে।সুরেন্দ্রনাথ বসুকে মুসলিমরা আক্রমণ করেছে শুনতে পেয়ে পাশের পাঁচঘরিয়া গ্রামের ডাক্তার রাজকুমার পাল তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন। কিন্তু পথিমধ্যে তাকে মুসলিম দুর্বৃত্তরা ছুরিকাহত করে।'' এভাবে ছড়িয়ে পড়ে নোয়াখালির দাঙ্গা।

ভাটপাড়ার কাঁকিনাড়ায় বোমা, এলাকায় উত্তেজনা

কলকাতা, ১৬ অক্টোবর (হি. স.) : পুজোর রেশ কাটেনি। দশমীর রাতেই ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠল ভাটপাড়ার কাঁকিনাড়া এলাকা। কাঁকিনাড়া হাই স্কুলের গায়ে বোমা ছুড়ে পালাল দুষ্কৃতীরা। আচমকা বোমাবাজিরে জেরে আতঙ্কিত এলাকাবাসী। কেন এই ঘটনায় শনিবারও এলাকায় উত্তেজনা রয়েছে।কে এই বোমা ছুঁড়েছে তা নিয়ে সন্দিহান তদন্তকারীরা। যদিও, ঘটনায় কাউকেই গ্রেফতার করেনি পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দা গীতা দেবী মণ্ডল বলেন, ''দশমীর রাতে আমরা বিসর্জন দেখতে গিয়েছিলাম। সেইসময় কয়েকজন ঝামেলা শুরু করে। তারপর রোশন ও লাঙ্গা নামে দুটি ছেলে পায়ে হেঁটে আমাদের দিকে এসে বোমা ছোড়ে। ওরা কেন আচমকা বোমা মারল জানি না। ওরা কোন দলের তাও জানা নেই। মাঝেমধ্যেই এই এলাকায় বোমাবাজি চলে। প্রাণ হাতে নিয়ে চলতে হয়। নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি আমরা। ওরা আজ স্কুলের গায়ে বোমা মেরেছে, কাল যে আমাদের ঘরে এসে মারবে না তা কে বলতে পারে!''ফের অর্জুন গড়ে বোমাবাজির ঘটনায়, তৃণমূল নেতা প্রিয়াঙ্কু পান্ডে বলেন, "ভাটপাড়া বারবার উত্তেজিত হয় এখানকার বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিঙের দৌলতে। তিনি চান, গোটা এলাকা অশান্ত থাকুক। যাতে তাঁর জেড প্লাস সিকিউরিটি হাসিল হয়। ওঁর নিজের সিকিউরিটি খালি বাড়িয়ে যেতে পারেন। একজন সাধারণ ছেলে যে কোনও দলের সঙ্গে যুক্ত নয়, সে কী করে হাতে বোমা বা আগ্নেয়াস্ত্র পায়!

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

শিশুর বুদ্ধি বিকাশে সহায়ক খাবার

পৃথিবীতে সন্তানকে নিয়ে বাবা-মায়ের সবথকে বেশি চিন্তা লেগে তাকে কীভাবে তার শিশুর মেধা ও বিকাশ বৃদ্ধি হবে। শিশুর কিছু নিয়মিত পুষ্টিগুণ সম্পন্ন খাবার দৈহিক ও মানসিক বিকাশে সাহায্য করে থাকে। তবে এটাও ঠিক,সব খাবারে একই পুষ্টিগুণ থাকে না, এমন কিছু খাবার আছে, যার মধ্যে অনেক বেশি পুষ্টিগুণ বিদ্যমান, যা শিশুর মস্তিষ্ক সক্রিয় ও সতেজ রাখে। মস্তিষ্ক সক্রিয় এবং সতেজ থাকলে শিশুর মেধা বিকাশ ত্বরান্বিত হয়। যেহেতু শিশুদেরবেড়ে ওঠায় কিছু খাবার অনেক বেশি ভূমিকা রাখে, সেহেতু আমাদের মনে রাকতে হবে, সেই খাবারগুলি শিশুদের যাতে বেশি করে দেওয়া যায়।

এ বিষয়ও দেখতে হবে যে ছোট বাচ্চাদের পাকস্থলী ছোট থাকে, নানতই তাদের পেট অল্পতেই বরে যায়। এক্ষেত্রে আপনাকে চেষ্টা করতে হবে অল্প পরিমাণ খাদ্য দিয়ে কীভাবে বেশি করে পুষ্টি দিতে পারেন। পনিরে প্রচুর পরিমাণে পুষ্টিমসৃদ্ধ একটি দুগ্ধজাতীয় খাবার। এতে আছে প্রচুর আমিষ এবং ক্যালসিয়াম যা সুস্থ হাড় ও দেহের জন্য অবশ্যক।

একই সঙ্গে পনির মুখেরভেতরে যে অ্যাসিড দেহের ক্ষয়ের জন্য দায়ী, সেগুলিকে নিস্ক্রিয় করে দেয়। সুতরাং এই খাবর শিশুর জন্য গুরুত্বপূর্ণ। মস্তিষ্ক মানবদেহে অন্যান্য অংশের বিকাশ ও সঠিক পরিচালনা অনেকাংশই নির্ভর করে শিশুকালেই এই অতি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গটির উপযুক্ত বিখাস নিশ্চিত করা প্রয়োজন। জেনে নিই মস্তিষ্কের ক্ষমতা বাড়াতে সন্তানকে কোন খাবারগুলি খেতে দেওয়া বেশি দরকার।

মায়ের দুধঃ শিশুকে অন্তত ছয় মাস বুকেরদুধ খাওয়ানো উচিত। কারণ মায়ের দুধ পান করলে শিশুর বুদ্ধিমত্তা বাড়ে। ব্রাজিলের একদল গবেষক সাড়ে, হাজার শিশুর ওপর দীর্ঘদিন নজর রাখার পর এই সিদ্ধান্তে আসেন।

শাকসব্জি কিছু কিছু শাকসব্জিও রয়েছে, যেগুলি শিশুর মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা বাড়ায়। বাঁধাকপি ও পালংশাকে রয়েছে উচ্চমাত্রায় ভিটামিন 'কে' এবং বিটা ক্যারোটিন, যা শিশুর স্মৃতিশক্তি বাড়ায়। পুষ্টিগুণে গুণান্বিত টমেটো। এটি মস্তিষ্কের শক্তি বৃদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। প্রতিদিন শিশুকে স্যালাডে নানাভাবে টমেটো খাওয়াতে চেষ্টা করুন।

ডিমঃ ডিম খাওয়া নিয়ে প্রায় শিশুদেরই অনীহা থাকে। অনীহা থাকলেও শিশুকে প্রতিদিন অন্তত একটি ডিম খাওয়াতে চেষ্টা কুরণন। গবেষণায় দেখা যায়, যারা প্রতিদিন অন্তর একটি ডিম খায় তাদের স্মৃতিশক্তি অন্যদের তুলনায় অন্তত ৭০ ভাগ বেশি ভালো থাকে। ডিমে রয়েছে প্রচুর আররন, যা লোহিত কণিকা তৈরি করে রক্তের উপাদানে সঠিক মাত্রা বজায় রাখে। এতে মস্তিষ্কে অক্সিজেন সরবরাহ হয়, যা চিন্তাশক্তি ও বুদ্ধিমত্তা বাড়ায়।

সামুদ্রিক মাছ ও মাছের তেলঃ মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বাড়াতে সামুদ্রিক মাছ কার্যকরী বূমিকা রাখে। মস্তিষ্কে থাকা ফ্যাটি অ্যাসিডের ৪০ ভাগ হচ্ছে ডিএইএ, যা সামুদ্রিক ও মাছের তেলে পাওয়া যায় ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড হিসেবে। এই ধরনের যৌগিক উপাদান অন্য খাবারে প্যায়া সম্ভব নয়। তাই শিশুর বয়স এবং দেহের গঠন অনুযায়ী পর্যাপ্ত পরিমাণে সামুদ্রিক মাছ ও মাছের তেল সপ্তাহে অন্তত তিনদিন খাওয়াতে চেষ্টা করুন।

কলাঃ কলা এমন একটি ফল, যাতে আছে প্রচুর পরিমাণে কলকারক কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা।

প্রাতরাশের কিছু সময় পর হালকা স্ন্যাক্স হিসেবে একটি কলা খেলে আপনার বাচ্চাটি সকাল জুড়েই তার শক্তি ধরে রাখেতে পারবে। ফলে যে কোনও কাজে তার মনোযোগ দেওয়ার ক্ষমতাও বাড়বে। তাই টুকিটাকি স্ন্যাক্স হিসেবে সন্তানের ব্যাগে চিপস বা বিস্কিটের প্যাকেটের বদলে একটি কলা দিয়ে দিন।

শুকনো ফলঃ যেসব ফল শুকিরয়ে রাখা যায়, সেগুলিতে থাকে প্রচুর পরিমাণে আয়রন। এগুলি হল ব্যাপক শক্তির উৎস। তাই শিশুদের শুকনো ফল খাওয়ানোর অভ্যাস করতে হবে। তাহলে শিশুর মেধঘা বিকাশে অনেক প্রসারতা লাভ করবে। মাযেদের উচিত চকলেট বাদামঃ শিশুকে প্রতিদিনই কয়েকটি করে বাদাম খেতে দিন। কারণ বাদামে রয়েছে ভিটামিন, যা মস্তিষ্কের সমন্বয় সাধানের ক্ষমতা বাড়ায়। কাজুবাদাম, পেস্তা বাদাম, চিনাবাদাম সহ যে কোনও ধরনের বাদামই শিশুর মানসিক বৃদ্ধিতে সহায়ক।

কালোজামঃ কালোজামে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট যা ক্ষতির হাত থেকে হার্ট ও মস্তিষ্কের বাঁচায়। একই সঙ্গে হার্টে রক্ত সঞ্চালন ও বাড়িয়ে দেয় এই ফলটি। তাই শিশুর প্রতিদিন ১-১টা কালোজাম খেতে দিতে চেষ্টা করুন।

লাল আপেলঃ আপেলের খোসায় রয়েছে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি অ্যাক্সিডেন্ট। এছাড়া এতে রয়েছে এমন উপাদান, যা মস্তিষ্ককে ক্ষুরধার করার পাশাপাশি হৃদরোগের আশঙ্কা কমায়। আপেল অনেক শিশু খেতে ভালোবাসে, তাই শিশুকে আপেল খেতে দেবেন বেশি করে।

কুমড়ার বীজঃ কুমড়া যেন উপকারী, তেনমই এর বীজে রয়েছে নানা খনিজ ও ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড, যা কোলেস্টেরলের মাত্রা কমায় ও মস্তিষ্কের ক্ষুরধার করে তোলে। সুতরাং কুমড়ার বীজ না ফেলে দিয়ে শিশুকে ভেজে দিতে চেষ্টা করবেন।

মধুঃ স্বাস্থ্য সংক্রান্ত উপকারিতায় কোনও খাবার সম্ভবত মধুকে টেক্কা দিতে পারবে না। সব রোগের নিরাময় করতে মধু প্রয়োজন গয়। এতে রয়েছে নানা ধরনের ভিটামিন, অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, পটাশিয়াম, ফস, ফরাস, ম্যাগনেশিয়াম ইত্যাদি। হাঁট ও মস্তিষ্কের জন্যও মধু একই রকম প্রয়োজনীয়।

ডাক্তার কেন মুখ লুকাবে?

সেদিন সকালে একজন পরিচিত ডাক্তারের সঙ্গে টেলিফোনে কথা হচ্ছিল, যিনি এই করোনাকালে সামনের সারি থেকে রোগীদের সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। কথা শুনে বোঝাই যাচ্ছিল তিনি খুবই আপসেট হয়ে আছেন। অনেকক্ষণ আলাপের পর তিনি এর কারণ জানালেন। তাঁর করোনা টেস্ট পজিটিভ এসেছে। তাঁর পরিবারের বাইরে প্রতিবেশী কাউকে জানাননি তাঁর আক্রান্ত হওয়ার কথা। তিনি একা একটি ঘরে আইসোলেশনে আছেন। ঘরের বাতি নিভিয়ে রাখেন, ফিসফিস করে ফোনে কথা বলেন যেন তাঁর ছোট ছোট ছেলেমেয়ে দুটি টের না পায় যে তাঁদের বাবা বাসায় আছে। টের পেলে তাঁদের কাছে আসা থেকে আটকে রাখা অনেক কষ্টের হবে।

আলাপের শেষে তিনি আমাকে অনুরোধ করলেন, আমি যেন কাউকে এই সংবাদটি না জানাই। না জানানোর কারণটিও বললেন আমাকে। সামাজিকভাবে হেনস্তা হওয়ার ভয়। পত্রিকার খবর বলছে, নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় একজন ডাক্তার তাঁর পরিবারের ১৭ জন সদস্যসহ করোনা পজিটিভ হওয়ায় এলাকার লোকজন বাড়িতে ঢিল ছুড়েছে এবং বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে।

আমি ভাবতে বসেছি, করোনায় আক্রান্ত ডাক্তার কেন মুখ লুকাবেন!

১. বারবার ঘরে থাকতে বলার পরেও যিনি অকারণে বাইরে গিয়েছেন, মসজিদে নামাজ পড়ার জন্য ছুটে গিয়েছেন, জানাজায় শামিল হয়েছেন, বাজারের ভিড়-জনসমাগমে গিয়ে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন এবং সর্বোপরি রোগের উপসর্গ লুকিয়ে, তথ্য গোপন করে ডাক্তারকে ঝুঁকিতে ফেলেছেন, তাঁর উচিত লজ্জায় মুখ ঢাকা।

২. নিজেরা সুরক্ষিত স্থানে বসে থেকে সরকারি যে কর্তৃপক্ষ, যে প্রতিষ্ঠান মানহীন মাস্ক সরবরাহ করেছে; ফটোসেশন করার জন্য, সংবাদমাধ্যমে কাভারেজ পাওয়ার জন্য যেসব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান রেইনকোট কোয়ালিটির পিপিই সরবরাহ করে ডাক্তারদের মিথ্যা নিরাপত্তা দিয়ে করোনার মুখে ঠেলে দিয়েছেন, তাঁদের উচিত লজ্জায় মুখ ঢাকা।

৩. যেসব কি-বোর্ড যোদ্ধা 'পিপিই'—এর দরকার কী?' 'পিপিই আর কিছু না, ডাক্তারদের কাজ না করার বাহানা' বলে বলে ডাক্তারদের ওপর সামাজিক চাপ তৈরি করেছেন সুরক্ষা ছাড়াই সেবা দিয়ে যেতে এবং আক্রান্ত হতে, তাঁদেরই তো উচিত লজ্জিত হওয়া।

৪. চিকিৎসকেরা যখন পিপিইর অভাবে চরম ঝুঁকি নিয়ে রোগী দেখছেন, তখন যাঁরা ক্ষমতার জোরে পিপিইগুলো অপ্রয়োজনীয়ভাবে পরে ফটোসেশন করেছেন, তাঁদের উচিত মুখ লুকানো।

৫. দায়িত্বপূর্ণ চেয়ারে বসে থাকে যাঁরা আশ্বস্ত করার নামে বারবার 'প্রস্তুত আছি' রেকর্ড বাজিয়ে গেছেন, গ্যারান্টি দিয়ে বলেছেন করোনা কখনো বাংলাদেশে আসবে না, বেশি তাপমাত্রায় করোনা বাঁচে না, যাঁদের দেওয়া ভুল তথ্য চিকিৎসা দেওয়া ডাক্তারদের সতর্ক হওয়া থেকে বিরত রেখেছে, তাঁদের উচিত মুখ লুকানো।

৬. যে হাসপাতাল প্রশাসন কোভিড রোগীকে আলাদা করার জন্য হাসপাতালে ট্রিয়াজ তৈরিতে ব্যর্থ হয়েছে এবং মাধ্যমে কর্মরত অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীর পাশাপাশি ডাক্তারকে অপ্রস্তুত অবস্থায় রোগীদের সামনে ফেলেছেন, সেই হাসপাতাল প্রশাসনের উচিত লজ্জিত হওয়া।

৭. করোনা ঠেকাতে 'টেস্ট টেস্ট টেস্ট'---এর যেখানে বিকল্প নেই, সেখানে টেস্ট করার সুযোগ সারা দেশে ছড়িয়ে না দিয়ে একটি প্রতিষ্ঠানের কাছে আটকে রাখার আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত যাঁরা নিয়েছিলেন, লজ্জিত হওয়ার কথা তাঁদের।

৮. রোগ ছড়ানো বন্ধ করতে সঠিক সময়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কলকারখানা, বিদেশ থেকে আসা ফ্লাইট, যানবাহন চলাচল ইত্যাদি বন্ধ করার সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে যাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন, মুখ লুকানোর কথা তাঁদের।

৯. বিশ্বের কোনো দেশেরই যে রোগ থেকে চিকিৎসার মাধ্যমে লোকজনকে সারিয়ে তোলার সামর্থ্য নেই, সেই কোভিড—১৯—কে জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের পরামর্শে ঠেকানোর চেষ্টা না করে যেসব নীতিনির্ধারক সমস্ত চাপ সামর্থ্যহীন হাসপাতালের দিকে ঠেলেছেন, ডাক্তারদের শুধু অসহায়ই করে তুলেছেন, তাঁদের উচিত এই সময়ে মুখ লুকানো।

১০. ক্ষমতার কাছাকাছি থাকা যেসব যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ 'কোয়াবেন্টিন', 'আইসোলেশন', 'সামাজিক দূরত্ব'---এর মতো দুর্বোধ্য শব্দমালা ব্যবহার করে কোভিড বিষয়ে সাধারণ মানুষকে আরও অপ্রস্তুত, সিদ্ধান্তহীন করেছেন, পরোক্ষভাবে রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছেন এবং প্রকারান্তরে হাসপাতালে চিকিৎসককে চাপে ফেলেছেন, মুখ লুকানোর দলে তো তাঁদের থাকা উচিত।মজার ব্যাপার হচ্ছে, যাঁদের কথা বললাম, তাঁরা কেউই মুখ লুকিয়ে নেই। তাঁরা উচ্চকণ্ঠে চিকিৎসকদের ভুল ধরে বেড়াচ্ছেন, সেজেগুজে নিয়মিত টেলিভিশনে মুখ দেখাচ্ছেন, পত্রিকায় বিবৃতি দিচ্ছেন। লজ্জার লেশমাত্র নেই তাঁদের কারও চেহারায়।

কোভিড---১৯---এ আক্রান্ত ব্যক্তিদের সেবায় সামনের সারিতে থাকা চিকিৎসক, আপনি তো হাসপাতালগুলোয় সীমাহীন লুটপাটের অংশীদার নন। হাসপাতালের অব্যবস্থাপনার দায় কোনোভাবেই আপনার ঘাড়ে পড়ে না। কোভিড—১৯ রোগীর সেবা দিতে গিয়ে আক্রান্ত হলে আপনি কেন মুখ লুকাবেন?

শিশুর বৃদ্ধি সঠিকভাবে হচ্ছে কি না তা জানতে হবে নিয়মিত

শিশুর বৃদ্ধি সঠিকভাবে হচ্ছে কি না তা জানতে হবে মিয়মিত। কারণ, ঠিকঠাক বৃদ্ধি না ঘটলে পিছিয়ে পড়বে শিশু। তাই সে বেড়ে উঠছে কি না জানতে হলো নিয়মিত শিশুর ওজন, উচ্চতা নিয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দেওয়া সর্বজন স্বীকৃত গ্রোথ চার্টের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে। এতে বয়স অনুযায়ী ওঝন, উচ্চতা, মাথার পরিধি গ্রাফের সাহায্যে বানানো থাকে। ছেলে ও মেয়ে শিশুর জন্য আলাদা চার্ট আছে, যা দিয়ে সহজেই শিশুর বৃদ্ধি মাপা যায়। শিশু ভূমিষ্ঠেরপর প্রথম সপ্তাহে ওজন কমে এবং দু-তিন সপ্তাহে ওজন স্থির থাকে। এরপর ধীরে ধীরে ওজন বাড়তে থাকে। প্রথম তিন মাসে প্রতিদিন গড়ে ২৫-৩০ গ্রাম করে ওজন বাড়ে। পরবর্তী মাসগুলোতে আরেকটু কম হারে ওজন বাড়তে থাকে, ৩-১২ মাস বয়স পর্যন্ত প্রতি মাসে গড়ে ৪০ গ্রাম ওজন বাড়ে। ৬ মাস বয়সে শিশুর জন্মের সময়ের ওঝনের দ্বিগুণ হয়, এক বছরে ৩ গুণ, দুই বছরে ৪ গুণ, তিন বছরে ৫ গুণ, পাঁচ বছরে ৬ গুণ হয়। তবে জন্ম ওজনের পার্থক্যেবর কারণে এখই বয়সী দুটি শিশুর ওজনের কিন্তু তারতম্য ঘটতে পারে।

সঠিক পরিচর্যা ও পুষ্টি পেলে আবার স্বাভাবিক ওজনের পৌঁছে যায়। শিশু বিভাগের এক অধ্যাপক বলেন, ওঝন ও উচ্চতা নিয়মিত পরীক্ষা করা উচিত, তাহলে সহজেই বোঝা যায় শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধি ঠিকভাবে হচ্ছে কি না। আবার যদি যথেষ্ট পরিমাণে উপযুক্ত খাবার দেওয়ার পরও তার ওজন না বাড়ে, তবে দেখতে হবে সেই খাবার পুষ্টিকর কি না। শিশু ঘন ঘন অসুস্থ হচ্ছে কি না। অসুস্থ অবস্থায় কম খেতে পারে এবং অসুখ সেরে গেলে আগের স্বাস্থ্য ফিরে পেতে তাকে অতিরিক্ত খাবার দেওয়া হচ্ছে কি না। শিশুর প্রয়োজন মতো ভিটামিন 'এ' পাচ্ছে কি না। শিশু কৃমিতে আক্রান্ত হয়েছেথ কি না। যেভাবে নজর রাখতে হবে—জন্মের পর থেকে ২ বা ৩ বছর বয়স পর্যন্ত প্রতি মাসে শিশুর ওঝন নিতে হবে। যদি পরপর ২ মাস শিশুর ওজন না বাড়ে, তবে বুঝতে হবে তারকোন সমস্য আছে। শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য বয়স পূর্ণ হলে শিশুকে মায়ের দুধের পাশাপাশি অন্যান্য খাবর দিতে হবে।

সাধারণভাবে প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে শিশুর ওঝন বাড়লে বুঝতে হবে শিশুর শরীর টিকমতো বাড়ছে, তার মানসিক বিকাশ যথাযথ হচ্ছে এবং তার মনেও সুস্থ আছে। অন্য শিশুর ওজনের তুলনায় নয়, নিজের ওজনের তুলনায় শিশুর ওজন বাড়া প্রয়োজন। ৬ মাসের কম বয়সের শিশুর ওজন ঠিকমতো না বাড়লে তাকে আরও ঘন ঘন বুকের দুধ খাওয়ানো প্রয়োজন। পর্যাপ্ত পুষ্টি নিশ্চিত করার পরও যদি অবস্থার পরিবর্তন না হয় তবে চিকিৎশকের পরামর্শ নিতে হবে। অসুখ -বিসুখ কম বা অনপযুক্ত খাবার সেবাযত্নের অভাবে শিশুর শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি বাধাযত্নের অভাবে শিশুর শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে। যেসব শিশু প্রথম ৬ মাস শুধু বুকের দুধ খায়, সে রোগব্যাধিতে খুব কম ভোগে। পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাবারের পাশাপাশি সব টিকা দেওয়া জরুরি। কারণ, টিকা রোগ ব্যাধি থেকে শিশুকে রক্ষা করে এবং তাকে সঠিকভাবে বেড়ে ওঠার সাহায্য করে। শিশুদের পাকস্থলী বড়দের তুলনায় ছোট। তাই একেবারে অল্প পরিমাণে খাবার খেতে পারে। তাই ঠিকমতো বেড়ে ওঠার জন্য বলকারক খাবারের পাশাপাশি ঘন ঘন খেতে দিতে হবে। সারা দিনে ৫ থেকে ৬ বার।

মিশ্র অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের খাবার খাওয়ানো উচিত। নরম তরিতরকারি, ছো; মাছ, ডিম, ডাল, তেল, চিনি বা গুড় মেশাতে হবে এবং মৌসুমি ফলও খাওয়াতে হবে। এজন্য শিশুকে শুকনো বা হালকা খাবার যেমন ফল, রুটি, মোয়া, নাড়ু, বিস্কুট, বাদাম, কলসা অথবা হাতের কাছে যেসব পুষ্টিকর নিরাপদ খাবার পাওয়া যায়, সেগুলো ক্যায়ার ফাঁকে ফাঁকে দিতে হবে। আর যেসব শিশু বুকের দুধ খায়, তাদের বাইরে খাবার দেওয়ার আগে মায়ের বুকের দুধ কাওয়াতে হবে। তাহলে মায়ের বুকে অনেক দিন দুধ তাকবে। শিশুর বাড়তি শক্তির প্রয়োজন মেটাতে পরিবারের স্বাভাবিক খাবার অল্পে পরিমাণে ঘি, সয়াবিন তেল, নারকেল তেল, বাদাম তেল অথবা বাদামের গুঁড়ো মেশানো যেতে পারে, তা খাবার সমৃদ্ধ হয়।

বিদেশি সবজি বাড়ায় স্বাদ

আমাদের দেশি সবজি মানে ঢ্যাঁড়শ, আলু, বেগুনের পাশাপাশি বিভিন্ন রকম বিদেশি সবজিও এখানে পাওয়া যায় প্রচুর পরিমাণেই। আর এগুলি রান্নায় দিলে তার স্বাদ বাড়ে বই কমে না। আসুন এগুলির উপকারিতকাগুলো একবার দেখে নেওয়া যাক—

ব্রকোলি ঃ প্রথমেই বলতে হয় ব্রকোলি নাম। ফুলকপির মতো দেখতে হলেও পুরোটাই সবুজ আর ফুলকপির থেকে এর স্বাস্থ্যগুণও অনেকটা বেশি। হালকা ভেজে স্যুপ বা স্যালাডে দিয়ে কিংবা ন্যুডলসে অন্যতম উপকরণ হিসাবে এই সবজিটি ব্যবহার করা হয়। এই ব্রকোলিতে থাক প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও এটি রক্তাল্পতা দূর করার সহায়ক। এককাপ সেদ্ধ করে কুচোনো ব্রকোলি থেকে াপনি পাবেন ৪৫ কিলো ক্যালরি শক্তি। এছাড়া থাকে শর্করা, ভিটামিন, মিনারেলস যেমন ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, ম্যাগনেশিয়াম, ফলিক অ্যাসিড ইত্যাদি।

চাইনি ক্যাবেজ ঃ এগুলি দেখতে বাঁধাকপির মতো হলেও রংটা বেগুলি ঘেঁষা, তাই এগুলিকে নাম দেওয়া হয়েছে রেড ক্যাবেজ। এতে এমন কিছু উপাদান মজুদ যা আমাদের মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য বজায় রাখার সহায়ক। এতে থাকা লাইকোপেন নামক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায়। এক কাপ রেড ক্যাবেজ ১.৭৮ গ্রাম প্রোটিন মজুদ। এ ব্যাতীতও এটি পটাশিয়অম, ম্যাগনেসিয়াম, ফলিক অ্যাসিড। ভিটামিন ও সি এর দুর্দান্ত উৎস।

ক্যাপসিকামঃ আদতে বিদেশি হলেও এটা এখন দেশি সবজিরই অংশ হয়ে গেছে। ক্যাপসিকাম তিন রকমের হয় হলুদ, লাল ও সবুজ। এদের মধ্যে লাল ও হলুদ ক্যাপসিকামে পিটা ক্যারোটিন বেশি। এটি চোখ ভালো রাখে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বয়সজনিত রেটিনার রোগ ম্যাকউলার ডিজেনারেশ আটকায়। এর ভিটামিন সি ও লিউটেইন শরীরের হজমক্ষতা বাড়ায়, আথ্রাইটিসের রোগীরা খেলে উপকৃত হবেন। ১০০ গ্রাম ক্যালসিয়ামে ৪০ ক্যালরি শক্তি থাকে।

বেবি কর্ন ঃ বিদেশি সবজির নাম আসবে, আর সেখানে বেবিকর্নের নাম থাকবে না এমনটা হতে পারে না। এতে আছে ফুক্টোজ, ফলে যেসব রোদীর রক্তে শর্করার পরিমাণ কম, তাঁরা এটি খেতে পারেন। এক কাপ। বেবিকর্নে ৭০ কিলো ক্যালরি রয়েছে। এছাড়া এর লৌহ, ক্যালসিয়াম, ভিটামিন এ সবকিছু চোখের স্বাস্থ্য ভালো রাখে, হাড়ের স্বাস্থ্য মজবুত করার জন্য জরুরি।

মাসরুম ঃ সত্যি কথা বলতে কী মাশরুম এখন বঙ্গজীবনের অঙ্গ। রান্না করে, সেদ্ধ করে স্যুপ দিয়ে খান। মাশরুমের তরকারি খেতেও দুর্দান্ত। তবে কখনই এটি কাঁচা খাবেন না। এবং মাশরুম খেয়ে শরীরের কোনও অ্যালার্জি বের হচ্ছে কিনা সেটাও খেয়াল রাখুন। এক কাপ সেদ্ধ মাশরুমে কাঁচা মাশরুমের তুলনায় অনেক বেশি প্রোটিন থাকে। ২ গ্রামেরও বেশি। এছাড়াও পটাশিয়াম, ফসফরাস ও ভিটামিন ডি চোখের বালে ত্রারাখতে সাহায্য করে। তবে যাঁদের ইউরিক অ্যাসিডের সমস্যা রয়েছেথ তাদের মাশরুম না কাওয়াই ভালো।

উদয়পুর মহকুমার পূর্ব মির্জা বড়বাড়ি এলাকার জনজাতিদের দেবীবরণ সবার নজর কেড়েছে। ছবি ঃ নিজস্ব।

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ স্বাধীনতার তীর্থস্থান : অমিত শাহ

পোর্টব্লেয়ার, ১৬ অক্টোবর (হি.স.): আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জকে স্বাধীনতার তীর্থস্থান আখ্যা দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। দেশের যুব সমাজের কাছ তাঁর আহ্বান, একবার হলেও আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে আসুন। শনিবার নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আইল্যান্ড থেকে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের লেফটেন্যান্ট গভর্নর অ্যাডমিরাল ডি কে জোশিও। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এদিন বলেছেন, 'বছরের পর বছর ধরে অনেক নেতার ভাবমূর্তি ক্ষুণ করার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু, এখন সময় এসেছে ইতিহাসে তাঁদের যথাযথ স্থান দেওয়ার। যারা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন তাঁদের ইতিহাসে স্থান পাওয়া উচিত। এজন্য আমরা এই দ্বীপের নামকরণ করেছি নেতাজির নামে।' অমিত শাহ এদিন আরও বলেছেন, 'আমরা আজাদির অমৃত মহোৎসব ও নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৫৪ তম জন্মজয়ন্তী উদযাপন করছি। আমরা যখন নেতাজির জীবনের দিকে তাকাই, আমরা উপলব্ধি করি যে তাঁর প্রতি অবিচার করা হয়েছে। তাঁর প্রাপ্য স্থান ইতিহাসে তাঁকে দেওয়া হয়নি।' যুবসমাজের কাছে আহ্বান জানিয়ে অমিত শাহ আরও জানান, 'আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ হল স্বাধীনতার তীর্থস্থান। আমি সমস্ত যুবসমাজের কাছে একবার হলেও আন্দামান ও নিকোবর দেখার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।'

কুমিল্লার ঘটনায় সামাজিক মাধ্যমে প্রবল প্রতিক্রিয়া

কলকাতা, ১৬ অক্টোবর (হি.স.) : মহা অষ্টমীর দিন বাংলাদেশের কুমিল্লায় ঠাকুর ভেঙে পুকুরে ফেলে দেওয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে সামাজিক মাধ্যমে প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।

প্রাক্তন উপাচার্য তথা বর্ষীয়ান শিক্ষাবিদ ডঃ অচিন্ত্য বিশ্বাস ফেসবুকে বড় হরফে লিখেছেন, "ঘৃণা করুন কুমিল্লার বর্বরতার।" প্রতিক্রিয়ায় পল্লব ঘোষ লিখেছেন, "কাদের কাছ থেকে আশা করছেন? যারা কাশ্মীর থেকে মহারাষ্ট্র, কেরলা থেকে নোয়াখালী চোখে পরে না.... তাঁরা বাংলাদেশ কি ভাবে দেখবে।" স্বামী আদি দেবানন্দ, প্রভাস মুখার্জি প্রমুখ লিখেছেন, "ধিক্কার জানাই।" প্রভাত সরকার লিখেছেন, "ধিক্কারের ইনজেকশন থাকলে পেছনে পুশ করতে হবে ; ওপর থেকে মলমে কাজ হবে না।"

সুমিত সুর লিখেছেন, "বিসর্জনের আগেই উৎসবের প্রদীপ নিভছে বাংলাদেশে। এই লজ্জা আমাদের সবার। বড় বড় সম্প্রীতির ভাষন দেওয়া কাউকে মুখ খুলতে দেখলেন? ওরা মুখ খুলত যদি ধর্মটা উল্টো হত। আর হ্যাঁ বাংলাদেশে যারা মন্দির ভেঙেছে তারা সবাই বাংলাতেই কথা বলে।" পৃথক পোস্টে সুমিত লিখেছেন, "ধর্মের জন্য না হলেও, অন্তত মানুষ হিসেবে পাশে দাঁড়ান কুমিল্লার হিন্দুদের! ওরাও মানুষ। লজ্জা! কি ভীষন লজ্জা। এপার বাংলার মানুষ হলেও বাংলাদেশের এই ঘটনা দেখে সব অর্থহীন মনে হচ্ছে।

ছোটবেলায় ইতিহাস পড়তে সবচেয়ে বাজে লাগত। কিন্তু এখন আবার শুরু করেছি। যা বুঝেছি ঘৃণাটা ওদের রক্ত, মজ্জায় মিশে গেছে। আর সেটাকে সযত্নে লালন করেছে সেক্যুলারিজমের ধ্বজাধারীরা। তাই যতটুকু ঘৃণা ওদের, তার থেকে লক্ষ কোটি গুন বেশি ঘৃণা হওয়া উচিত ছদ্ম ধর্মনিরপেক্ষতার মুখোশধারীদের। ধর্ম যার যার, উৎসব সবার এসব ন্যারেটিভকে সরিয়ে রেখে আপাতত নিজের অস্তিত্ব নিয়ে বাঁচা, তাকে রক্ষা করার চেষ্টা করাই আশু কর্তব্য। কারন দুনিয়ার সবথেকে দ্রুততম বিপন্ন প্রজাতি এই মুহূর্তে হিন্দুরাই।

আমি কখনও নিজের ফেসবুক থেকে এই ধরনের লেখালিখি করিনা। কিন্তু আজ আর পারলাম না। ওরা আমার ভাই, আমার বোন, স্বজাতি। এটুকু অনুরোধ রইল, ধর্মের নামে যারা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন, মানবতার নামে অন্তত কুমিল্লার অত্যাচারিত হিন্দুদের পাশে দাঁড়ান। অন্যের ঘর পুড়লে দেখতে ভালো লাগে। মনে রাখবেন পরবর্তী ঘরটা আপনারও হতে পারে !"

উদয় দাশগুপ্ত লিখেছেন, "বাংলাদেশে কোন মন্দিরে দুর্গার পায়ের কাছে কুরআন শরীফ রাখার সাহস বা ইচ্ছে কোন হিন্দুর হবে এটা অবিশ্বাস্য! অথচ এই রটনার উপর ভিত্তি করে গতকাল কুমিল্লা, চাঁদপুর, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, চাপাইনবয়াবগঞ্জ সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে মন্দিরে হামলা চালানো হলো এবং হতাহতের মতো ঘটনা ঘটলো এটা খুবই দুঃখজনক এবং উদ্বেগের বিষয়! যে কোন ঘটনা বা দুর্ঘটনার জন্য আইনি পদক্ষেপের সুযোগ রয়েছে, তা সত্বেও দুর্গপুজোর অষ্টমীর দিনে এমন ঘটনা বড় কোন ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত দেয়! সব বিষয়টির স্বচ্ছ তদন্ত হোক, প্রকৃত ঘটনা উন্মোচিত হোক এবং দোষীদের শাস্তি হোক! কিন্তু এটা খুবই দুঃখজনক সত্যি যে বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর কোন হামলার কোন বিচার এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি! এ কারণেই বারংবার এমন পরিকল্পিত দুর্ঘটনা ঘটছে এবং ঘটেই চলেছে!"

উদয়বাবুর মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় স্বপন কুমার দাশগুপ্ত লিখেছেন, "সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন, হয়রানি, ধর্ম পালনে বাঁধা ও রাষ্ট্রীয় অধিকার হতে বঞ্চিত এসব কিছুর তীব্র প্রতিবাদ জানাই। মাননীয়া প্রধানমন্ত্রীর নিকট বিনীত আবেদন সংখ্যালঘুদের ন্যায্য অধিকার ভোগের বিষয়টি নিশ্চিত করুন।"প্রদীপ রঞ্জন দাশগুপ্ত লিখেছেন, "এইরকম ঘটনা এ দেশেও হয়ত বা হবে কোনদিন-কবে? তা বলবে সময় -যা সবার চাইতে বলবান।" অনুপ্রিয়া হালদার লিখেছেন, "যারা অন্য ধর্মের প্রতি সম্মান দেখাতে পারেনা তারা নিজেদের ধর্মকেও সম্মান করে না।"

তানিয়া চৌধুরী লিখেছেন, "প্রতিবার দুর্গা পুজোর সময় এরকম ঘটনা উঠে আসে বাংলাদেশ থেকে। এসব বর্বরতা সত্যিই মাঝে মাঝে বিদ্বেষ জাগায় মনে। তারপর ভাবি, কার ওপর রাগ করবো? কাকে ঘেন্না করবো? পাশের পাড়ায় যে মেয়েটার সাথে একসাথে টিউশন পড়েছি তাকে? স্কুলে যার টিফিন ভাগ করে খেয়েছি তাকে? আমার বাবার অ্যাকসিডেন্টে যিনি দিনরাত খোঁজ নিয়েছেন তাঁকে? যে ছেলেটা নিজে থেকে আমাদের বাড়ির বাজার করে দিয়েছে চরম অসহায়তার সময়, তাকে? যার বাড়িতে ঈদের দাওয়াত খেতে গেছি, তাকে? আমার রুমমেট দের? নাকি আমার রামায়ণ পড়ার সুবিধার জন্য যারা তাদের কোরআনের স্টান্ডটা আমাকে দিয়েছিল তাদের?

আর যারা এই অসভ্যতা গুলো করেন, তারা কী করতে চাইছেন? আমাদের দেশে তো মুসলিমরাও পুজোয় নতুন জমা পরেন, কালীপুজোর পরেরদিন সকালে দাঁড়িয়ে থেকে প্রসাদ খেয়ে, কিছুটা নিয়ে যান বাড়ির লোকের জন্য। একটু ভেবে দেখুন তো, আপনাদের কি কোনো হিন্দু বন্ধু নেই? তারা কোনোদিন আপনার মনে ভালোবাসা,মায়া জাগাতে পারেনি? আর ধর্ম কি এতই সস্তার জিনিস, যে একটুতেই ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে? যদি তাই হয়, তাহলে অমন ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। কারণ, দিনের শেষে আল্লাহর আরাধনা ভগবানের কাছে যায় আর ভগবানের পুজোটা আল্লাহর পায়ে যায়।"

শ্রেয়া বিশ্বাস লিখেছেন, "মায়ের বরণের আগে এমন লজ্জাজনক ঘটানার জন্য যারা দায়ি এদের হাত ও আইন এর আওতায় এনে এভাবে ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া হোক।" স্বপ্নীল চক্রবর্তী লিখেছেন, "যে দেশে পুজো শুরু হয় প্রতিমা ভাঙার মধ্যে দিয়ে সে দেশ অসাম্প্রদায়িক হয় কীভাবে? ধর্ম যার যার,উৎসব শুধু নির্দিষ্ট কিছু মানুষের,ব্যাপারটা এমন। ছবির ঘটনাটি চট্টগ্রামের কোতোয়ালির, একদম শহরের প্রানকেন্দ্রেই।" রূপান চন্দ্র লিখেছেন, "যে দেশের অধিকাংশ মানুষ মানুষ মনে করে হিন্দু ধর্ম বলতে কিছু নাই সে দেশ থেকে কি আশা করেন? যখন কেউ বলে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশে তখন ইচ্ছা করে তার মুখে বমি করে দিই।

৩-দিনের সফরে নানা কর্মসূচি বিদেশমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৬ অক্টোবর (হি.স.): রবিবার, ১৭ অক্টোবর ৩-দিনের সফরে ইজরায়েল যাচ্ছেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। ৩-দিনের এই সফরে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা (এনএসএ) এবং সে দেশের বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করবেন এস জয়শঙ্কর। গত সপ্তাহেই কিরগিজিস্তান, কাজাখস্তান ও আর্মেনিয়া গিয়েছিলেন এস জয়শঙ্কর।

শনিবার বিদেশ মন্ত্রক সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার, ১৭ অক্টোবর ৩-দিনের সফরে ইজরায়েল যাবেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। ইজরায়েল সফরে গিয়ে সে দেশের প্রধানমন্ত্রী নাফতালি বেনেট, বিদেশমন্ত্রী ওয়াই লাপিদ ও জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা এয়াল হুলাতার সঙ্গে বৈঠক করবেন তিনি।

নর্দমায় উপুড় হয়ে পড়ে যুবকের নিথর দেহ, ব্যাপক চাঞ্চল্য এলাকায়

কলকাতা, ১৬ অক্টোবর (হি.স) : একাদশীর সকালে বরানগরে চাঞ্চল্য। নর্দমার উপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে যুবকের নিথর মৃতদেহ। বিলাসবহুল এক আবাসনের সামনে শনিবার সকালে এক যুবকের নিথর দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। জানা গিয়েছে, মৃতের নাম জয় বন্দ্যোপাধ্যায় (৪৮)। পেশায় তিনি কাপড়ের দোকানের কর্মচারী ছিলেন। তবে আপাতত তাঁর কোনও কাজ ছিল না। এদিন সকালে বরানগরের সিদ্ধা অ্যাপার্টমেন্টের পিছনে নর্দমার উপর পড়ে থাকতে দেখা যায় ওই ব্যক্তিকে। বরানগর পুরসভার নবীনচন্দ্র দাস লেনে ভাড়া বাড়িতে থাকতেন তিনি। প্রাথমিক তদন্তের পর জানা গেছে সম্প্রতি ওই যুবকের দিদি মারা গিয়েছিলেন। তাঁর ঘাট কাজ ছিল শনিবার। কিন্তু তার আগের দিন দশমীর রাতেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, গতকাল বাড়িতে অশান্তির পর বেরিয়ে গিয়েছিলেন জয়। তারপর আর ফেরেননি। সকালেই স্থানীয়দের চোখে পড়ে মর্মান্তিক এই দৃশ্য। খবর দেওয়া হয়। ঘটনাস্থলে হাজির হয় বরানগর থানার পুলিশ। কামারহাটি মেডিসিন অফ সাগরদত্ত মেডিকেল কলেজ এন্ড হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে ওই মৃতদেহটিকে।

উত্তরপ্রদেশের ২ জেলায় দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জনের সময় একাধিক দুর্ঘটনা, মৃত ৪

লখনউ, ১৬ অক্টোবর (হি.স) : দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জনের সময় প্রতাপগড় ও প্রয়াগরাজ উত্তরপ্রদেশের এই দুই জেলায় মারা গিয়েছেন চারজন। শনিবার উত্তরপ্রদেশ পুলিশ জানিয়েছে, প্রতাপগড়ের কাইথোলা গ্রামে দুর্গাপ্রতিমা ভেঙে পড়লে ২৪ বছরের এক যুবক নিহত হন। আহত হন আরও তিনজন। মৃতের নাম অঙ্কুর সিং। আহতদের নাম অভয় কুমার, আকাশ এবং অনুজ কুমার।

অপর একটি ঘটনায় শুক্রবার প্রতাপগড়ে গুড্ডু সরোজ নামে এক ২৬ বছরের যুবক প্রতিমা বিসর্জনের সময় নদীতে ডুবে যান। ২৬ বছরের ওই যুবক অঞ্জনী সেতুর কাছে বকুলাহি নদীতে প্রতিমা বিসর্জন দিতে গিয়েছিলেন। পুলিশ তাঁর দেহ নদী থেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়। সেখানে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। প্রয়াগরাজ জেলায় কালিকাপুর গ্রামে প্রতিমা বিসর্জনের সময় সুশীল কুমার সোনকার নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। ২১ বছরের ওই যুবক করণতারা দীঘিতে ডুবে যান। পুলিশের ডাইভাররা তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন। চিকিতসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অপর একটি ঘটনায় প্রয়াগরাজে গঙ্গাপুর গ্রামে আশিস যাদব নামে এক কিশোর গঙ্গায় ডুবে যায়। শুক্রবার বিসর্জনের সময় ছত্তিসগড়ে মারা যান একজন।

বিজয়া দশমীর বিকালে যশপুর জেলায় প্রতিমা বিসর্জন দেওয়ার জন্য একটি শোভাযাত্রা অগ্রসর হচ্ছিল নদীর দিকে। আচমকাই তার মধ্যে ঢুকে পড়ে একটি মেরুন রং-এর জাইলো গাড়ি। তার ধাক্কায় এক যুবক মারা যান। আহত হন অন্তত ২০ জন। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত ব্যক্তির নাম গৌরব আগরওয়াল। বয়স ২১। তাঁর বাড়ি ছিল যশপুরের পাথলগাঁওতে।

সিংঘুতে শ্রমিককে খুনে অভিযুক্তের আত্মসমর্পণ, ৭-দিনের পুলিশ হেফাজত

নয়াদিল্লি, ১৬ অক্টোবর (হি.স.): সিংঘু সীমানায় (যে স্থানে আন্দোলন চলছে কৃষকদের) শ্রমিক লখবীর সিংকে খুনের দায় স্বীকার করে শনিবার পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করল অভিযুক্ত। পুলিশ সূত্রের খবর, আত্মসমর্পণকারী যুবকের নাম সর্বজিৎ সিং। তিনি শিখদের নিহং গোষ্ঠীর একটি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। পুলিশকে সর্বজিৎ জানিয়েছেন, পবিত্র ধর্মগ্রন্থ অবমাননা করেছিলেন লখবীর। তাই তাঁকে "মৃত্যুদণ্ডের" সাজা দেওয়া হয়েছে। শনিবার সর্বজিৎকে আদালতে তোলা হয়, তাকে ৭-দিনের পুলিশি হেফাজতে পাঠানো হয়েছে।

শুক্রবার ভোরে দিল্লি-হরিয়ানা সিংঘু সীমানার কুন্ডলী এলাকায় কৃষক আন্দোলনের মঞ্চের অদূরে লখবীরের হাত-পা কাটা দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। দেহটি পুলিশের ব্যারিকেডে বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কাটা হাতটি বেঁধে দেওয়া হয়েছিল দেহের পাশে। শিখদের নিহং গোষ্ঠীর নির্ভইর খালসা উডনা দলের নেতা বলবিন্দর সিং সংগঠনের তরফে খুনের দায় স্বীকার করে শুক্রবার জানান, পবিত্র ধর্মগ্রন্থ অবমাননার জন্য শাস্তি দেওয়া হয়েছে লখবীরকে। কাজ খুঁজতে পঞ্জাবের তরণ তারণ জেলার চিমা কালান গ্রাম থেকে দিল্লি পাড়ি দিয়েছিলেন লখবীর। লখবীরের দিদি রাজ কৌর জানিয়েছেন, "ভাই শ্রমিকের কাজ করত। কিন্তু বেশ কিছু দিন কাজ পায়নি। তাই গত ৬ অক্টোবর আমার কাছ থেকে ৫০ টাকা নিয়ে চিমা কালান থেকে ১৫ কিলোমিটার দূরে চববলে গিয়েছিল কাজের খোঁজে।'

ভারী বৃষ্টিতে ভিজল কেরল

ইদুক্কি-সহ পাঁচটি জেলায় জারি লাল সতর্কতা

তিরুবনন্তপুরম, ১৬ অক্টোবর (হি.স.): ফের বৃষ্টির দুর্যোগের পূর্বাভাস কেরলে। কেরলের পাঁচটি জেলায় জারি করা হয়েছে ভারী বৃষ্টির লাল সতর্কতা। এছাড়াও সাতটি জেলায় জারি করা হয়েছে হলুদ সতর্কতা। পত্তনমতিট্টা, কোট্টায়াম, এর্নাকুলাম, ইদুক্কি ও ত্রিশুর জেলায় জারি করা হয়েছে লাল সতর্কতা। হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে তিরুবনন্তপুরম, কোল্লাম, আলাপুঝা, পালাক্কড়, মালাপ্পুরম, কোঝিকোড় ও ওয়ানাড জেলায়। শনিবার আবহাওয়া দফতর-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পত্তনমতিট্টা, কোট্টায়াম, এর্নাকুলাম, ইদুক্কি ও ত্রিশুর জেলায় জারি করা হয়েছে লাল সতর্কতা এবং তিরুবনন্তপুরম, কোল্লাম, আলাপুঝা, পালাক্কড়, মালাপ্পুরম, কোঝিকোড় ও ওয়ানাড জেলায় হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। শনিবার সকালে মেঘাছন্ন ছিল তিরুবনন্তপুরম। সকাল থেকে দফায় দফায় বৃষ্টি হয় কেরলের রাজধানীতে। আগামী ২০ অক্টোবর অবধি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে তিরুবনন্তপুরমে। এদিনই বৃষ্টি শুরু হয়েছে কেরলের অন্যান্য জেলাতেও। ভারী বৃষ্টি হয় কোট্টায়াম জেলায়। জেলার কাঞ্জিরাপল্লীতে বৃষ্টিতে রাস্তায় জল জমে যায়। আগামী ২০ অক্টোবর পর্যন্ত কেরলের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

শনিতে গরহাজির, জ্যাকলিনকে ১৮ অক্টোবর হাজিরার নির্দেশ ইডি-র

নয়াদিল্লি, ১৬ অক্টোবর (হি.স.): সুকেশ চন্দ্রশেখর মামলায় শনিবার এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-র দফতরে হাজিরা দেওয়ার কথা ছিল অভিনেত্রী জ্যাকলিন ফার্নান্ডিজের। কিন্তু, ব্যক্তিগত অনিবার্য কারণে এদিন ইডি-র দফতরে হাজিরা দেননি তিনি। তাই জ্যাকলিনকে আগামী সোমবার, ১৮ অক্টোবর ইডি-র দফতরে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। শনিবার ইডি-র পক্ষ থেকে এমনটাই জানা গিয়েছে।

কয়েক হাজার কোটি টাকার তোলাবাজির মামলায় অভিযুক্ত জালিয়াত সুকেশ চন্দ্রশেখরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে ইডি। ইতিমধ্যেই (গত বৃহস্পতিবার) অভিনেত্রী নোরা ফতেহিকে জেরা করেছেন ইডি-র আধিকারিকরা। শনিবার হাজিরা দেওয়ার কথা ছিল জ্যাকলিনের। কিন্তু, ব্যক্তিগত কারণে এদিন তিনি হাজিরা। তাই আগামী সোমবার ডাকা হয়েছে। জালিয়াতি করে সুকেশ চন্দ্রশেখর টাকা বিদেশে পাচার করে তা সেখানে ইনভেস্ট করছে, এমনটাই প্রাথমিক তদন্তে মনে করছে ইডি। কেন্দ্রীয় সংস্থার তরফে আগেই সুকেশ এবং তাঁর স্ত্রীর বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়েছে। অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র, জালিয়াতি, তোলাবাজির মতো অভিযোগ রয়েছে স্বামী-স্ত্রীর বিরুদ্ধে।

৩-দিনের সফরে আজ অযোধ্যায় মোহন ভাগবত, রামলাল্লার দর্শন করবেন সঙ্ঘ প্রধান

লখনউ, ১৬ অক্টোবর (হি.স.): তিন-দিনের সফরে রবিবার অযোধ্যায় আসছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আর.এস.এস) - এর সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত। এই সফরে এসে ৮ অক্টোবর কারসেবকপুরমে সঙ্ঘের পাঁচ-দিনব্যাপী সর্বভারতীয় শারীরিক প্রশিক্ষণ ক্লাসের উদ্বোধন করবেন তিনি। আগামী ২৩ অক্টোবর সমাপণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসবালে।

আরএসএস-এর স্বয়ংসেবকদের শারীরিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য অযোধ্যায় পাঁচ-দিনের সর্বভারতীয় শারীরিক প্রশিক্ষণ ক্লাসের আয়োজন করা হচ্ছে। এতে গোটা দেশ থেকে সঙ্ঘের শারীরিক শিক্ষার সাথে যুক্ত প্রায় ৫০০ কার্যকর্তা অংশ নেবেন। অযোধ্যায় তিন-দিনের এই সফরে রামলাল্লার পূজার্চনা করবেন সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত। এছাড়াও বজরংবলীর আশীর্বাদ নেওয়ার জন্য হনুমানগড়ি যাবেন। উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে সহ সরকার্যবাহ রামদত্ত চক্রধরের।

বিজয়ার স্মৃতি ১ "বদলে গিয়েছে বিজয়ার চালচিত্র": নৃসিংহকুমার ভট্টাচার্য

কলকাতা, ১৬ অক্টোবর (হি.স.) : "বিজয় দশমী-র ঘরানাটা একদম বদলে গিয়েছে।" সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া মহালয়ার ত্রয়ীর অন্যতম বাণীকুমারের পুত্র অশীতিপর নৃসিংহকুমার ভট্টাচার্যর।

স্মৃতি নিয়ে 'বাণীকুমার ভবন'-এ অবসর কাটাচ্ছেন নৃসিংহবাবু। কেষ্টপুর থেকে বাগুইমাটি যেতে ডানদিকে ঢুকে সোজা কিছুটা গিয়ে একটা ছোট মোড় জোড়াখানা। এর পর বাঁদিকে বাঁক নিয়ে কিছুটা আঁকাবাঁকা পথে এগিয়ে চণ্ডীবেড়িয়া তরুণ সঙ্ঘ। অদূরে 'বাণীকুমার ভবন'। বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য (২৩ নভেম্বর, ১৯০৭ ১৫ আগস্ট, ১৯৭৮) বাণীকুমার নামেই পরিচিত। পঙ্কজকুমার মল্লিক ও বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের সমসাময়িক। ছিলেন বিশিষ্ট বেতার সম্প্রচারক, গীতিকার, প্রযোজক ও নাট্য পরিচালক।নৃসিংহবাবুর কথায়, আমার জন্ম হয়েছিল দমদমে। কয়েক বছর পর বাবা চলে আসেন বাগবাজারে। বাগবাজারে একটা বড় দুর্গাপুজো হত। ওটা দেখতে যেতাম। পুজোর পর বিসর্জন হলে বড়দের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতাম। ওঁরা আমাদের আশীর্বাদ করতেন। অনেকে আসতেন বাড়িতে। প্রণাম, কোলাকুলি হত। সেই সঙ্গে খাওয়াদাওয়া। আমরাও আত্মীয়দের এবং পাড়ায় কারও কারও বাড়িতে যেতাম। বেশ একটা অন্য পরিবেশের মধ্যে কাটত পুজোর পরের এই আবহটা।

আলোচনার মাঝেই পিতৃস্মৃতিতে ফিরে এলেন। বললেন, মন উদাস করে দেয়। ফিরে যাই অতীতে। কত স্মৃতি! গতশতকের ছয়ের প্রথম দিকে গাস্টিন প্লেসের রেডিওর পুরনো বাড়িতে মহালয়ার রেকর্ডিং দেখতে গিয়েছি। বাবা কন্টোলরুমে বসে সব নিয়ন্ত্রণ করতেন। বড় পানদানি রোজ রেডিওর অফিসে নিয়ে যেতেন। প্রায় ১০০টা পানপাতা থাকত। সহকর্মীদের অনেককে বিলি করতেন। নৃসিংহকুমারবাবুর কথায়, কালের নিয়মে অনেক কিছুর মত বিজয়া দশমীর ঘরানাও বদলে গিয়েছে। শুভেচ্ছা বিনিময়ের জন্য এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে যাওয়া আর কোলাকুলির প্রচলন এমনিতেই কমে গিয়েছিল। আর করোনাকালে তো একেবারে তা উঠেই গেল। সব মিলিয়ে বেমালুম বদলে গিয়েছে বিজয়ার চালচিত্র।

২৪ ঘন্টায় টিকা পেলেন মাত্র ৮-লক্ষ প্রাপক

নয়াদিল্লি, ১৬ অক্টোবর (হি.স.): বিগত ২৪ ঘন্টায় অনেকটাই কম টিকাদান হল ভারতে। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন মাত্র ৮.৩৬-লক্ষ প্রাপক। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ৯৭ কোটি ২৩ লক্ষ ৭৭ হাজার ০৪৫ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা দেওয়া হয়েছে ৮ লক্ষ ৩৬ হাজার ১১৮ জনকে।

ভারতে ৫৮.৯৮-কোটির ঊর্ধে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। শনিবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১৫ অক্টোবর সারা দিনে ভারতে ৯,২৩,০০৩ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৫৮,৯৮,৩৫,২৫৮-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ৯,২৩,০০৩ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১৫ হাজার ৯৮১ জন।

বালিগঞ্জে সেনা ক্যাম্পে জওয়ানের রহস্য-মৃত্যু

কলকাতা, ১৬ অক্টোবর (হি.স.): বালিগঞ্জে সেনাবাহিনীর ক্যাম্পে রহস্যজনক মৃত্যু হল একজন জওয়ানের। ক্যাম্পের জঙ্গল থেকে গলায় তার জড়ানো অবস্থায় উদ্ধার হয় ওই জওয়ানের ঝুলন্ত দেহ। মৃতের নাম অশোক গারাগাদ। তাঁর বাড়ি কর্ণাটকে। শুক্রবার রাতে সেনা ক্যাম্পের জঙ্গল থেকে ওই জওয়ানের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে বালিগঞ্জ থানার পুলিশ।

পুলিশ জানিয়েছে, দেহের কাছ থেকে মিলেছে হিন্দিতে লেখা সুইসাইড নোট। পুলিশ সূত্রে খবর, বছর ৩৬-এর ওই জওয়ান উত্তরবঙ্গে কর্মরত ছিলেন। বদলির পর ৫ অক্টোবর কলকাতায় আসেন তিনি। সুইসাইড নোটটি কার লেখা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

পর্যটকদের আগমণে খুশি ভূস্বর্গ

শ্রীনগর, ১৬ অক্টোবর (হি.স.): করোনাভাইরাসের সংক্রমণ আগের তুলনায় অনেকটাই কমেছে কাশ্মীরে। ভূস্বর্গে এই মুহূর্তে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রয়েছে কোভিডের প্রকোপ। করোনা- কমতেই ছন্দে ফিরছে কাশ্মীর। শ্রীনগর-সহ কাশ্মীরের বিভিন্ন প্রান্তে ভিড় বাড়ছে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত পর্যটকদের। শ্রীনগরের প্রায় সমস্ত হোটেলেই আগামী ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত হোটেল বুকিং হয়ে গিয়েছে। ডাল লেকে প্রতিদিনই বাড়ছে পর্যটকদের আগমণ। সবমিলিয়ে খুশি ভূস্বর্গ।

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সংখ্যালঘু নির্যাতন : ক্ষোভ বরাক উপত্যকা মাতৃভাষা সুরক্ষা সমিতির

করিমগঞ্জ (অসম), ২৪ অক্টোবর (হি.স.) : বরাক উপত্যকা মাতৃভাষা সুরক্ষা সমিতিও বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর বর্বরোচিত আক্রমণের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। সেই সঙ্গে অসম সাহিত্য সভার প্রাক্তন সভাপতি ড় নগেন শইকিয়ার অসাংবিধানিক মন্তব্যেরও তীব্র ভাষায় নিন্দা জানিয়েছে মাতৃভাষা সুরক্ষা সমিতির করিমগঞ্জ জেলা সমিতি।

সমিতির জেলা সভাপতি শিবাণী বিশ্বাসের পৌরোহিত্যে আজ রবিবার শহরের শৈলজা বিশ্বাস মণিমুক্তা বিদ্যামন্দিরে মাতৃভাষা সুরক্ষা সমিতির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রথমেই সকলে শুভ বিজয়া দশমীর কুশল বিনিময় করেন। বিজয়া দশমীর প্রেক্ষাপট নিয়ে এদিনের সভায় সংক্ষিপ্ত বক্তব্য পেশ করেন ড় গীতা সাহা।

এদিনের সভায় অন্যান্য বক্তাগণ বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেন। প্রতিবেশী দেশে সংখ্যালঘু হিন্দু নিধন, দেবদেবীর মন্দির ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ সহ প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনা সমগ্র বিশ্বের মানবতাকে নাড়িয়ে দিয়েছে বলে সভায় প্রত্যেক বক্তা উল্লেখ করেন। ক্ষমার অযোগ্য এই ঘটনা। ন্যক্কারজনক এ ঘটনাকে সর্বকালের বর্বরোচিত কাণ্ড আখ্যা দিয়ে নিন্দা ও ধিক্কার জানানো হয় এদিনের সভায়। বাংলাদেশে বসবাসরত সংখ্যালঘু হিন্দুদের জানমালের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দাবি জানিয়ে মাতৃভাষা সুরক্ষা সমিতির পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও রাষ্ট্রপুঞ্জের মহাসচিবের কাছে পত্র প্রেরণ করারও সিদ্ধান্ত নেন সমিতির কর্মকর্তাগণ।

অন্যদিকে অসম সাহিত্য সভার প্রাক্তন সভাপতি তথা রাজ্যের প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী ড় নগেন শইকিয়া এবং ড় ধীরাজ চক্রবর্তীর পৃথক বরাক নিয়ে করা মন্তব্যকে অসাংবিধানিক আখ্যা দিয়ে তা কখনও সমর্থনযোগ্য নয় বলে মত করেন সমিতির সদস্যরা। ''পাঠ্যক্রমে অসমীয়া ভাষা বাধ্যতামূলক'', সম্প্রতি সিপাঝাড়ের বিধায়ক ড় পরমানন্দ রাজবংশীর এমন মন্তব্যেরও তীব্র ভাষায় নিন্দা ও ধিক্কার জানান মাতৃভাষা সুরক্ষা সমিতির করিমগঞ্জ সমিতির কর্মকর্তাগণ। তাঁর উস্কানিমূলক বক্তব্য বরাক ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার মধ্যে বিদ্বেষের সৃষ্টি করবে বলে উল্লেখ করেন সমিতির কর্মকর্তাগণ। উগ্র জাতীয়তাবাদীদের দৌরাত্ম্যে বারবার বাংলা ভাষার ওপর আগ্রাসন নেমে এসেছে এই বরাক উপত্যকার নাগরিকদের ওপর। কিন্তু এ সকল কুচক্রীদের ষড়যন্ত্র রুখে দিয়েছেন রাজ্যের সচেতন নাগরিক। তাঁপা বলেন, ১৯৬১, ৭২, ৮৬-র গণ-আন্দোলনের ইতিহাস পরমানন্দ রাজবংশীদের মতো নেতাদের জানা না থাকলে জেনে নেওয়া প্রয়োজন বলেও মনে করেন তাঁরা। রাজ্যের ভাষানীতি ও ভাষা আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে এই ধরনের বক্তব্য পেশের ধৃষ্টতা দেখানোর জন্য সরকারের উচিত রাজবংশীর বিরুদ্ধে আইনুসারে ব্যবস্থা নেওয়া।

বরাক উপত্যকার হাইস্কুলগুলোকে ঐচ্ছিক ভাষা হিসেবে অনেক ছাত্রছাত্রী অসমিয়া ভাষা নিয়ে পড়াশুনা করছেন, এতে কারোর কোনও আপত্তি নেই। আজও আমরা মনে করি, মাতৃভাষাকে অগ্রাধিকার দিয়ে অন্য ভাষার শিক্ষা বিজ্ঞানসম্মত। ঐচ্ছিক ভাষা হিসাবে ছাত্রছাত্রীরা আরবী, সংস্কৃত, বড়ো, হিন্দি, অসমিয়া স্বেচ্ছায় নিজের আগ্রহে পছন্দ করে থাকেন। তাতে কোনও অসুবিধা নেই। কিন্তু জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা আহত করে অন্য ভাষাকে। অনুপ্রবেশ হটানোর ষড়যন্ত্র সংবিধান ও গণতন্ত্র বিরোধী। বাঙালি জাতিসত্ত্বার বিরুদ্ধে রাজবংশীদের মতো বিভাজন সৃষ্টিকারী নেতাদের সম্পর্কে সমগ্র অসমবাসীকে সচেতন হওয়া প্রয়োজন বলে মনে করে সমিতি। এদের দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই অসম প্রদেশ বার বার খণ্ডিত হয়ে বর্তমান সংকীর্ণ অসমে পরিণত হয়েছে। সমিতি মনে করে, যাঁরা অন্যের ভাষা ও সংস্কৃতিকে স্বীকৃতি দিতে অপারগ, তাঁরা নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশের ক্ষেত্রেও বড় অন্তরায়। সমিতি এঁদের বদ-উদ্দেশ্য সম্পর্কে সবাইকে সর্তক থাকতে এবং প্রয়োজনে সমস্ত অপচেষ্টা রুখে দেওয়ার আহ্বান জানান সভার বক্তারা। তাঁরা সমস্ত বিষয়ের ওপর প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া এবং দুই উপত্যকার জনগণের মধ্যে সম্প্রতি বজায় রাখার জন্য মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মার কাছেও পত্র পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে আজকের সভায়।

অন্যদিকে শিলচরের সাংসদ রাজদীপ রায় সম্প্রতি একটি নিউজ চ্যানেলের টক-শো অনুষ্ঠানে বরাকের ইতিহাস না জানে ভুল তথ্য দেওয়ার জন্যও নিন্দা জানিয়ে সমিতি। ভাষা সেনানী বিমলাংশু রায়ের পুত্র হিসেবে সাংসদ রাজদীপকে বরাকের ইতিহাস জেনে কথা বলার পরামর্শ দিয়েছে সমিতি।

সভায় প্রাসঙ্গিক বক্তব্য পেশ করেছেন মাতৃভাষা সুরক্ষা সমিতির কেন্দ্রীয় সম্পাদক গৌতম চৌধুরী, করিমগঞ্জ জেলা সমিতির সম্পাদক স্বপন বণিক, ড় গীতা সাহা, নির্মাল্য দাস, বাসুদেব সেন, পার্থ চক্রবর্তী, লাভলী দেব, বিষ্ণুপদ নাগ, সঞ্চিতা ভট্টাচার্য, নন্দন কুমার নাথ।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ফের বাড়ল জ্বালানির দাম, কলকাতায় সেঞ্চুরির পথে ডিজেল

নয়াদিল্লি, ২৪ অক্টোবর (হি.স) : উৎসবের মরশুমেও রোজ বাড়ছে পেট্রোপণ্যের দাম। একই সপ্তাহে পর পর ৫ দিন বাড়ল দেশে জ্বালানির দাম। অগ্নিমূল্য বাজারদর। সমস্যায় পড়ছে জনসাধারণ।

দেশে আরও একবার রেকর্ড গড়ল জ্বালানির দাম। রবিবার দিল্লিতে পেট্রোলের দাম বেড়ে হয়েছে ১০৭টাকা ৫৯ পয়সা। যা গতকাল ছিল ১০৭ টাকা ২৪ টাকা। ডিজেলের দাম বেড়ে হয়েছে ৯৬ টাকা ৩২ পয়সা।

এখনও পর্যন্ত মুম্বইয়ের সবচেয়ে বেশি পেট্রোলের দাম। পেট্রোলের দাম বেড়েছে ১১৩ টাকা ৪৬ পয়সা। ডিজেলের দাম ১০৪ টাকা আর ৩৮ পয়সা। গতকাল যে ছিল ১১৩ টাকা ১২ পয়সা। শুধু পেট্রোল নয় ডিজেলের দামেও মুম্বইয়ে রেকর্ড গড়েছে। ১ লিটার ডিজেল বিক্রি হচ্ছে ১০৪ টাকা ৩৮ পয়সা। যা গতকাল ছিল ১০৪ টাকা।

রবিবার কলকাতায় কলকাতায় বৃদ্ধি পেয়েছে জ্বালানির দাম। ১ লিটার পেট্রোল বিক্রি হচ্ছে ১০৮ টাকা ১১ পয়সায়। যা গতকাল ছিল ১০৭ টাকা ৭৮ পয়সা। বেড়েছে ডিজেলের দামও। সেঞ্চুরির দোরগোড়ায় দাড়িয়ে কলকাতায় আজ ডিজেলের দাম ৯৯ টাকা ৪৩ পয়সা। গতকাল ছিল ৯৮ টাকা। চেন্নাইয়ে লিটার প্রতি পেট্রোলের দাম ১০৪ টাকা ৫২ পয়সা। গতকাল ছিল ১০৪ টাকা ২২ পয়সা। ডিজেলের দাম লিটার পিছু ১০০ টাকা ৫৯ পয়সা। যা গতকালই ছিল ৯৯ টাকা ৯২ পয়সা।

গত ২৪ সেপ্টেম্বরের পর দেশে দাবানলের মত বৃদ্ধি পেয়েছে পেট্রোল ডিজেলের দাম। প্রভাব পড়ছে বাজারেও। যার কারণে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রে দাম ক্রমশই চড়ছে। ফলে পকেটে টান পড়ছে সাধারণের।

তিন বছর পর নিজের রাজ্যে ফিরেছেন লালুপ্রসাদ যাদব

পটনা, ২৪ অক্টোবর (হি.স) : তিন বছর পর আজ রবিবার নিজের রাজ্যে ফিরছেন লালুপ্রসাদ যাদব। পশুখাদ্য কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত হয়ে রাঁচির জেলে আটক থাকা, সেখান থেকে জামিনে মুক্তি পেয়ে দিল্লিতে চিকিতসার জন্য যাওয়ায় টানা তিন বছর বিহারের মাটিতে পা রাখেননি রাষ্ট্রীয় জনতা দল সুপ্রিমো তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লালু প্রসাদ।

আজ দিল্লি থেকে স্ত্রী তথা বিহারের আর এক প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রাবড়ি দেবী এবং মেয়ে মিশা ভারতীকে সঙ্গে নিয়ে পটনার বিমান ধরবেন তিনি। জেল জীবন এবং রোগভোগের কারণে লালু প্রসাদ শারীরিকভাবে বেশ দুর্বল। তবে দিল্লির এইমসের চিকিতসকেরা তাঁকে পটনা ফেরার অনুমতি দিয়েছেন। আর এমন একটা সময় তিনি নিজের রাজ্যে ফিরছেন যখন বিহারের রাজনীতি এক সন্ধিক্ষণের মুখে দাঁড়িয়ে। রাজ্যে দুটি বিধানসভা আসনের উপনির্বাচন হচ্ছে। তারই মধ্যে মহাজোট ভেঙে বেরিয়ে গিয়েছে কংগ্রেস। দুই আসনেই কংগ্রেসকেও মোকাবিলা করতে হচ্ছে লালু প্রসাদের দলকে।

রাজনীতিতে হার-জিতের অঙ্কে নীতীশের থেকে অনেক এগিয়ে লালুপ্রসাদ। আবার শরিক বিজেপির সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী নীতীশের ক্রমশ দূরত্ব তৈরি হচ্ছে। সব মিলিয়ে লালুপ্রসাদের রাজ্যে ফেরাকে ঘিরে রাজ্য-রাজনীতিতে অনেক চমক অপেক্ষা করছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। আপাতত তিনি দুই কেন্দ্রের উপনির্বাচনে প্রচার করবেন বলে আরজেডির সাধারণ সম্পাদক ভোলা যাদব জানিয়েছেন।

মার্কুইস স্ট্রিটে বাজেয়াপ্ত হল সোনার বিস্কুট

কলকাতা, ২৪ অক্টোবর (হি.স) : বড়বাজারের পর এবার মার্কুইস স্ট্রিট। শনিবার মার্কুইস স্ট্রিটের একটি অফিস এবং তার পাশের বিল্ডিংয়ে তল্লাশি চালায় শুল্ক দফতর। উদ্ধার করা হয়েছে সোনার বিস্কুট। বাজেয়াপ্ত নগদ ৯৩ লক্ষ টাকা। নগদ এবং সোনার বিস্কুট মিলিয়ে মোট ৩ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা মূল্যের জিনিসপত্র বাজেয়াপ্ত করেছে শুল্ক দফতর।

জানা গিয়েছে, বেশ কয়েকদিন ধরে মার্কুইস স্ট্রিটের বিদেশি মুদ্রা বিনিময়ের সংস্থার দিকে নজর ছিল শুল্ক দফতরের আধিকারিকদের। গোপন সূত্রে আধিকারিকরা জানতে পারেন ওই সংস্থার অফিসে বেআইনিভাবে টাকার লেনদেন চলছে। শনিবার ওই অফিস এবং তার পাশের একটি বিল্ডিংয়ে হানা দেন শুল্ক দফতরের আধিকারিকরা। তাতেই নগদ ৯৩ লক্ষ টাকা এবং ৪০টি সোনার বিস্কুট বাজেয়াপ্ত করা হয়। প্রতিটি সোনার বিস্কুটের ওজন ১১৬ গ্রাম। সবমিলিয়ে মোট ৩ কোটি ২৩ লক্ষ টাকার বাজেয়াপ্ত করেছেন আধিকারিকরা। বনগাঁ সীমান্ত পেরিয়ে ওই সোনার বিস্কুটগুলি নিয়ে কলকাতায় আসা হয়েছিল বলেই শুল্ক দফতর সূত্রে খবর। এই ঘটনায় একজনকে জেরাও করা হচ্ছে।

বঙ্গে বিদায় বর্ষার

কলকাতা, ২৪ অক্টোবর (হি.স) : বাংলা থেকে বিদায় নিয়েছে বর্ষা। বাংলায় ফিরছে শীতের আমেজ। বঙ্গে বইছে হেমন্তের পরিবেশ। দক্ষিণবঙ্গে আকাশ মেঘলা থাকলেও বৃষ্টির পূর্বাভাস উত্তরবঙ্গে।

সবে সবে বর্ষার রেশ কাটিয়ে উঠেছে দক্ষিণবঙ্গ। এরই মধ্যে ভোরের দিকে হালকা অনুভূত হচ্ছে হালকা শীতের আমেজ। কারণ বঙ্গে ফিরছে শীতকাল। পশ্চিমের জেলাগুলিতে শীতের আমেজ বাড়বে আজ থেকেই। বাড়বে পরিবেশে শুষ্কতার পরিমাণ। তবে এখনই পুরোপুরি শীতের আনন্দ উপভোগ করতে পারবেন না আপামর রাজ্যবাসী। তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে আরও বেশ কয়েকদিন।

রবিবার দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে। তাই দিনের বেলা তাপমাত্রা কিছুটা বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু রাতে সামান্য তাপমাত্রা কমতে পারে। তবে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির পূর্বাভাস আপাতত নেই বলেই জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর।

মোম বানিয়ে আজ স্বনির্ভর কল্যাণপুরের যুবক কাজল দাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর ২৪ ই অক্টোবর।। বর্তমান সময়ে গোটা রাজ্যে বিদ্যুতের লোডশেডিং না থাকায় বা অন্য ক্ষেত্রে একদম কম থাকায় এখন বাজারে তেমন মোমের চাহিদা নাই তবুও বিক্রি করছি যেহেতু সামনে আলোর উৎসব দীপাবলি আক্ষেপের সাথে কথাগুলো বললেন কল্যাণপুর তোতিবাড়ি এলাকার বাসিন্দা স্বাবলম্বী স্বনির্ভর যুবক কাজল দাস। তিনি আট বছর ধরে নিজের বাড়িতে মোম ফ্যাক্টরি তৈরি করে খোয়াই জেলার কল্যাণপুর তেলিয়ামুড়া আশারাম বাড়ি খোয়াই সহ গোটা জেলাতেই এখন বিক্রি করেন বা করে থাকেন। সারা বছরই তিনি মোম বাণিয়ে নিয়ে নিজের ফ্যাক্টরি থেকে বিক্রি করে থাকেন জাহার নাম লোটাস ক্যান্ডেল দাস ফ্যাক্টরি।

সারাবছরই শ্রমিকরা উনার ফ্যাক্টরিতে কাজ করেন কিন্তু এখন দীপাবলীর মরশুম উৎসবের মরসুমে গড়ে প্রতিদিন দিবারাত্র ২০ জন মহিলা শ্রমিক কাজ করেন এবং এই ২০ জন মহিলা শ্রমিক কাজ করে তাদের সংসার পালন করে আসছেন।উদ্যমী যুবক কাজল দাস আজ স্বনির্ভর যদিও সরকারের সহায়তা পায়নি এরপরও নিজ থেকেই ব্যবসা শুরু করে প্রথমদিকে একটু ব্যবসা মন্দা ছিল অর্থাৎ আট বছর আগের কথা এখন তার ব্যবসা অনেকটা বেশি অনেকটা বিস্তারলাভ সে বেজায় খুশি এই বড় ব্যবসা করে এখন অনেক অনেক গুলা মোম তৈরি করার মেশিন রয়েছে তার বাড়িতে আগে মাত্র একটি মেশিন ছিল এখন অনেকটাই লাভবান তবে উনার আক্ষেপ বিদ্যুৎ শেডিং হয় না যার কারণে বাজারে মোম তেমন ভাবে চলে না।

তবুও তৈরি করছেন কেননা দীপাবলি উৎসব একটু বিক্রি বাড়বে লাভ হবে তাই বানাচ্ছেন। ছবি তুলতে গিয়ে দেখা গেল মহিলারা ব্যস্ত মোম তৈরি করতেন লাল হলুদ গেরুয়া সবুজ সাদা বিভিন্ন কালারের ছোট বড় আকারের মোম তৈরি হচ্ছে এই তোতাবাড়ি দাস ফ্যাক্টরিতে। গ্রামের উদ্যমী যুবক আজ শহরের লোকদের কাছে এক অন্যরকম দৃষ্টান্ত স্থাপন করল পাশাপাশি যারা বেকার রয়েছেন তাদের কাছে আজ দৃষ্টান্ত স্থাপন করল যুবক কাজল দাস সে আজ স্বনির্ভর দাবি করছেন সরকারের সহায়তার।তবে তিনি বর্তমানে বেজায় খুশি কেননা ২০ জন শ্রমিক কাজ করছেন বা দীপাবলি উৎসব ব্যবসা বৃদ্ধি পাবে তাই তিনি বেজায় খুশি কাজ করে।

পারিবারিক অশান্তির জের, দিনহাটায় স্ত্রী-ছেলেকে খুন করে আত্মঘাতী ব্যক্তি

দিনহাটা, ২৪ অক্টোবর (হি.স) : একই পরিবারের তিনজনের মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল কোচবিহার জেলার দিনহাটায়। দিনহাটা-২ ব্লকের কিশামতদশ গ্রাম পঞ্চায়েতের টিয়াদহ এলাকার গোর্খার পাড়ে পারিবারিক অশান্তির জেরে স্ত্রী-ছেলেকে খুন করে আত্মঘাতী হন এক ব্যক্তি।

রবিবার সকালে কোচবিহার জেলার দিনহাটা-২ ব্লকের কিশামতদশ গ্রাম পঞ্চায়েতের টিয়াদহ এলাকার গোর্খার পাড়ের বাসিন্দা তথা পেশায় শ্রমিক মনোরঞ্জন সরকার(৫২) এর শোবার ঘর থেকে তাঁর এবং তাঁর স্ত্রী শান্তনা বর্মন সরকার(২২) ও ছেলে রনি সরকার(৫) এর দেহ উদ্ধার হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে পারিবারিক অশান্তির জেরে নিজের স্ত্রী ও সন্তানকে খুন করে ওই ব্যক্তি আত্মঘাতী হয়েছেন বলে প্রাথমিক তদন্তে অনুমান। এদিন সকালে ওই ব্যক্তির বাড়ির দরজা দীর্ঘক্ষণ বন্ধ থাকায় স্থানীয়দের সন্দেহ হয়। এরপর তাঁরা সাহেবগঞ্জ থানায় খবর দেন। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

স্ত্রীকে খুনের চেষ্টা! পুরকর্মীর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ শাশুড়ির

রায়গঞ্জ, ২৪ অক্টোবর (হি.স) : উত্তর দিনাজপুরে স্ত্রীকে ভারী বস্তু দিয়ে মাথায় আঘাত করে খুনের চেষ্টা করল রায়গঞ্জ পুরসভার এক কর্মী। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে রায়গঞ্জ শহরের এফসিআই মোড় এলাকায়। অভিযুক্ত শুভজিৎ সরকারের বিরুদ্ধে রবিবার রায়গঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন জখম গৃহবধূর মা। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। যদিও বর্তমানে অভিযুক্ত পলাতক। জখম স্ত্রী কাজল সরকার হাসপাতালে চিকিতসাধীন। জখম গৃহবধূর মা পূর্ণিমা কামেত বলেন, '৯ বছর আগে শুভজিৎ সরকারের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে হয়। বিয়ের একমাস পর থেকেই শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার শুরু হয় আমার মেয়ের উপর। এর আগেও বহুবার আমার মেয়েকে মারধর করেছে। এবার ভারী বস্তু দিয়ে আমার মেয়ের মাথায় আঘাত করলে সে জ্ঞান হারায়। প্রতিবেশীদের থেকে খবর পেয়ে তড়িঘড়ি মেয়েকে উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করি। বর্তমানে তাঁর অবস্থা সংকটজনক।'

মহিলা সংগঠনের সদস্য অনিতা রায় বলেন, 'পুরসভায় কর্মরত শুভজিৎ সরকার মদ্যপ অবস্থায় বাড়ি ফিরে তার স্ত্রীকে ভারী বস্তু দিয়ে মেরেছে। আমরা চাই ওই গৃহবধূর শ্বশুরবাড়ির লোকজন এসে তাঁর চিকিৎসার খরচ বহন করুক। অভিযুক্তের কঠোর শাস্তি হোক।

স্বনির্ভরের লক্ষ্যে মহিলাদের পাশে স্বতন্ত্র মাইক্রোফিনান্স

আগরতলা, ২৪ অক্টোবর।। স্বনির্ভর পরিবার গড়ে তুলতে মহিলাদের আর্থিক সুবিধা প্রদান করছে মাইক্রোফিন্যান্স। রাজ্যেও স্বতন্ত্র মাইক্রোফিনান্স এর সহযোগিতায় উপকৃত হচ্ছে বহু মহিলা এবং তাদের পরিবার। এ প্রসঙ্গে দক্ষিণ বড়মুড়ার স্থায়ী বাসিন্দা পবিত্রসারি মলসমের কথা বলা হয়। খুব কম বয়সেই বিয়ে হয় পবিত্রসারি মলসমের। তার স্বামী কারখানায় কাজ করতো। স্বামীর আয়ের উপর নির্ভর করে সংসার চলত। ২০২০ সালে লকডাউন চলাকালীন যখন কারখানা বন্ধ হয়ে যায় কাজ হারায় তার স্বামী। আর্থিক সমস্যায় দিশেহারা হয়ে ওঠে পরিবার। প্রতিবেশী মহিলার সহযোগিতায় যোগাযোগ করেন স্বতন্ত্র মাইক্রোফিনান্স এর সঙ্গে। সেখান থেকে ৪০,৮৬৭ টাকা ঋণ নেন পবিত্রসারি মলসম। ২০,০০০ টাকার মুদির দোকানের সামগ্রী ক্রয় করেন এবং বাকি টাকা ঘর ভাড়া সহ অন্যান্য খরচের জন্য রেখে ব্যবসা শুরু করেন। গ্রাহক ধরে রাখার জন্য, তার স্বামী গ্রামে হোম-ডেলিভারি পরিষেবা চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তিন মাসের মধ্যে, তার ব্যবসার উন্নতি হয় এবং তিনি তার পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করতে সক্ষম হন। তিনি খুশি বোধ করেন যখন তার পরিবার গুরুতর আর্থিক সংকটের মুখোমুখি হয়েছিল তখন তিনি হাল ছাড়েননি। দোকানটি এখন পরিবারের আয়ের একটি স্থায়ী উৎস হয়ে উঠেছে।আর্থিক সমস্যার সমাধানে এবং ব্যবসা বৃদ্ধির সহযোগিতার জন্য স্বতন্ত্র মাইক্রোফিনান্স এর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান পবিত্রসারি।

কালিয়াচকে ফাঁকা বাড়িতে বিস্ফোরণ, তীব্রতায় ভাঙল টালির চাল

কালিয়াচক, ২৪ অক্টোবর (হি.স) : সাতসকালে বোমা বিস্ফোরণ মালদার কালিয়াচকে। ঘটনাকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়িয়েছে এলাকায়। জানা গিয়েছে, রবিবার সকালে কালিয়াচকের পটুয়াতলি গ্রামে একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে বোমা বিস্ফোরণ হয়। বিস্ফোরণের তীব্রতায় বাড়ির টালির ছাউনি ভেঙে গিয়েছে। ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি বলে খবর। ঘটনাস্থলে যান বম্ব স্কোয়াডের আধিকারিকরা।জানা গিয়েছে, মালদার কালিয়াচকের পটুয়াতলী চাঁদপুর গ্রামের যে বাড়িটিতে বিস্ফোরণ ঘটেছে তার মালিক রফিকুল শেখ। তবে দীর্ঘদিন ধরে কেউ থাকতেন না সেখানে। ফাঁকাই থাকত বাড়িটি। রবিবার সকালে আচমকাই ওই বাড়িতে বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে ওঠে এলাকা। উড়ে যায় বাড়ির ছাউনি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়।

বীরগঞ্জে

● প্রথম পাতার পর

মামলা দায়ের করা হয়। পুলিশ তদন্তে নেমে চিরঞ্জিত জমাতিয়া এবং সতীশ চন্দ্র জমাতিয়া নামে দুজনকে শনিবার রাতেই গ্রেপ্তার করেছে। রবিবার আরও একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

বিএসএফের

● প্রথম পাতার পর

প্রাথমিকভাবে স্থানীয়দের সাথে আলোচনার পর শনিবার বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত কথা বলার আশ্বাস দিয়ে স্থানীয়দের শান্ত করে পুলিশ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা লঙ্কামুড়া এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে দিন।

ভগ্নিপতি

● প্রথম পাতার পর

অমরপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে তাকে জিবি হাসপাতালে রেফার করা হয়। খবর পেয়ে বীরগঞ্জ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে যায় এবং বন্দুক সহ প্রমিজয় রিয়াংকে গ্রেপ্তার করেছে।

হাসপাতালে

● প্রথম পাতার পর

যত পারে তৃণমূলের কর্মী সমর্থকদের উপর সারা রাজ্যে আক্রমণ করুক। ১৫ দিন পর থেকে ইটের জবাব কিভাবে দিতে হয় তা তাদের ভালোমতোই জানা আছে। তবে রবিবার সন্ধ্যা রাতের এই ঘটনাকে ঘিরে গোটা তেলিয়ামুড়া জুড়ে থমথমে ভাব বিরাজ করছে।

মোরগ

● প্রথম পাতার পর

মানুষ জানায় বকাবকির ঘটনা। এরপর উপানন্দ বড়ো ভাইয়ের বাড়িতে গেলে লাগে ঝগড়া। উপানন্দ উত্তেজিত হয়ে বাড়ি থেকে টাক্কাল এনে বড়ো ভাইয়ের বা হাতে ও পিঠে কোপ বসায়। তখন রাত নয়টা হবে। দশটা নাগাদ বি এস এম হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। জরুরি চিকিৎসা শেষে কুলাই জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয়। এদিকে ঘটনার পর উপানন্দ পলাতক।

চৌদ্দজন

● প্রথম পাতার পর

চুড়াইবাড়ি থানার পুলিশ। দুটি ক্ষেত্রেই ত্রিপুরার বিভিন্ন থানা ও পুলিশ প্রশাসনকে ব্যর্থ প্রমাণিত করে অসম চুড়াইবাড়ি থানার পুলিশ। প্রথমে ম্যাজিক গাড়িটি ফল ও সব্জি নিয়ে অসমের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। ত্রিপুরা সীমান্ত পেরিয়ে অসম চুড়াইবাড়িতে প্রবেশ করতেই গাড়িটি সিগন্যাল দিয়ে তল্লাশি করতেই বিপুল পরিমান সিগারেট বেরিয়ে আসে। উনিশ হাজার আটশো পেকেট যার বাজারমূল্য প্রায় দুই লক্ষ টাকা। সঙ্গে দুই যুবককে আটক করা হয়। ধৃত যুবকের নাম অরুন চাকমা(১৯) বাড়ি ত্রিপুরার পেচারথল ও তপন নাথ(২৪) বাড়ি অসমের তিলবুমে।

অপরদিকে এর কিছুক্ষণ পরই আগরতলা থেকে মিনি ট্রাক্টর একইভাবে ত্রিপুরা সীমান্ত পেরিয়ে অসম চুড়াইবাড়ি গেটে প্রবেশ করতেই সেখানে নাকা চেকিংয়ে আটক করে তল্লাশি করতেই গাড়ির বডিতে রাখা ৩২টি গাঁজার প্যাকেট মোট চারশো তেরো কেজি গাঁজা উদ্ধার করেন ইনচার্জ মিন্টু শীল। যার বাজারমূল্য চার লক্ষাধিক টাকা বলে জানান ইনচার্জ। গাঁজা গুলোর সঙ্গেও চালক দেবা দেববর্মা, , সাইমন দেববর্মাকে আটক করে পুলিশ। ধৃত চারজনকে পুলিশি হেফাজতে রাখা হয়েছে এবং সম্পূর্ণ ঘটনার জোর জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ।

জঙ্গলে

● প্রথম পাতার পর

হীরালালের কাছ থেকে ওই ছোট্ট বোতলটি নিতে পারেনি। এবং সে ওই ছোট্ট বোতলে থাকা তরল জাতীয় পদার্থ পান করে। তবে পরিবার-পরিজনসহ এলাকাবাসীদের প্রাথমিক অনুমান ওই ছোট্ট বোতলে বিষ ছিল। পরবর্তীতে হীরালাল ওই জঙ্গলে লুকিয়ে পড়ে। কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজি করে হীরালালকে পাওয়া যায়নি। পরে শনিবার সন্ধ্যায় তেলিয়ামুড়া থানায় লিখিতভাবে হীরালাল নিখোঁজের সংবাদটি জানানো হয়। রবিবার সকালে পুনরায় গ্রামবাসীসহ পরিবারের লোকজন অনেক খোঁজাখুঁজির পর হীরালালের মৃতদেহ খুঁজে পায় বাড়ির থেকে প্রায় পাঁচ থেকে ছয় কিলোমিটার দূরের সেগুন বাগানের জঙ্গলে।খবর দেওয়া হয় তেলিয়ামুড়া থানায়। কিন্তু আশ্চর্যজনক ভাবে পুলিশ হীরালালের মৃত্যু যে স্থানে হয়েছিল সেখানে পৌঁছায় নি। পুলিশ গ্রামবাসী সহ পরিবারের লোকজনদের জানায় তারা যেনমৃতদেহ উদ্ধার করে হীরালাল এর বাড়ির সামনে নিয়ে আসে, এমনটাই অভিযোগ গ্রামবাসীসহ পরিবারের লোকজনদের। শেষমেষ বাধ্য হয়ে স্থানীয় গ্রামবাসী সহ পরিবারের লোকজন হীরালালের মৃতদেহ সেগুনবাগান গভীর জঙ্গল থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে হীরালালের বাড়ির সামনে। সেখান থেকে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ তেলিয়ামুড়া পুরপরিষদের গাড়িতে করে ময়নাতদন্তের জন্য তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। ময়নাতদন্ত শেষে মৃতদেহ পরিবারের লোকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। তবে কি হীরালাল দাসের অস্বাভাবিক মৃত্যুতে আসলেই কোন রহস্য জড়িত রয়েছে কিনা তা পুলিশি তদন্তে বেরিয়ে আসবে।

সরকারি

● আটের পাতার পর

যায় নি। কিন্তু এখন প্রশ্ন হলো, ড্রাগন ফলের এই চাষাবাদকে আগামী দিনে আরও শ্রী-বৃদ্ধি করতে গেলে আরও অনেক পরিমাণে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অর্থ বিনিয়োগ করা প্রয়োজন। কৃষক শ্যামসুন্দর বাবু মূলতঃ ভেবেই পাচ্ছেন না যে বর্তমানে অগ্নিমূল্যের বাজারে আগামী দিনগুলোতে কিভাবে এই বিশাল চাষাবাদকে বাঁচিয়ে রাখবেন। তিনি এখন শুধুমাত্র রাজ্যের সরকারের কাছে মূলতঃ একটাই দাবি রাখছেন সরকার যেন অতি শীঘ্রই শ্যাম বাবুর চাষাবাদটির অস্তিত্ব আগামী দিনে টিকিয়ে রাখতে অর্থ বিনিয়োগের ব্যাপারটির বিষয়ে যে কোনরকম উদ্যোগী ভূমিকা যেন গ্রহণ করেন। রাজ্যে যারা যারা স্ব-উদ্যোগের মাধ্যমে শুধুমাত্র সরকারি চাকুরির উপর ভরসা না করে বিভিন্ন পন্থায় স্বাবলম্বী হয়ে উঠে সমাজকে এক নতুন দিশায় পথ দেখাবে সরকার তাদেরকে সবসময় সকল রকম সাহায্য সহযোগিতা করে যাবে। এখন কমলনগরের ১ কানি সমতল জমির উপর ড্রাগন ফলের চাষাবাদ করা জৈনক কৃষক শ্যামসুন্দর দেবনাথের উপরেও যদি ত্রিপুরা সরকারের কিছুটা সাহায্য সহযোগিতা আরোপিত হয়, তাহলে হয়তো আগামীদিনে কমলনগরের জৈনক পরিশ্রমী ও উদ্যমী কৃষক শ্যামসুন্দর দেবনাথ গোটা রাজ্যের বেকার যুবক যুবতীর স্ব-উদ্যোগে স্বাবলম্বী হওয়ার ক্ষেত্রে একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণের শিরোনাম হয়ে দাঁড়াতে পারে।।

ক্রীড়া

অকাল-মৃত্যু, প্রয়াত সৌরাষ্ট্রের রঞ্জিজয়ী ক্রিকেটার অবি বরোট

রাজকোট, ১৬ অক্টোবর (হি.স.): অকালেই প্রয়াত হলেন সৌরাষ্ট্রের রঞ্জিজয়ী ক্রিক্রেটার অবি বরোট। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মাত্র ২৯ বছর বয়সেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। গত বছর মার্চ মাসে প্রথম বারের জন্য রঞ্জি ট্রফি চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল সৌরাষ্ট্র। সেই দলের উইকেটকিপার-ওপেনার ছিলেন অবি বরোট। শুক্রবার মৃত্যু হয়েছে অবির।সৌরাষ্ট্র ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন বিবৃতিতে জানিয়েছে, 'সৌরাষ্ট্রের অন্যতম সেরা ক্রিকেটার অবি বরোটের অকাল প্রয়াণে সংস্থার সবাই মর্মাহত। শুক্রবার সন্ধায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হয়েছেন এই ক্রিকেটার।' ২০১৯-২০ মরসুমে সৌরাষ্ট্রের রঞ্জি জয়ের পিছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল অবির। বাংলার বিরুদ্ধে ফাইনালে ওপেন করতে নেমে প্রথম ইনিংসে ৫৪ এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৯ রান করেছিলেন। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ৩৮টি ম্যাচে ১৫৪৭ রান রয়েছে তাঁর। ঘরোয়া একদিনের ক্রিকেটে ৩৮টি ম্যাচে ১০৩০ রান করেছেন তিনি। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ২০টি ম্যাচে তাঁর রান ৭১৭।

WALK-IN INTERVIEW

Applications from eligible candidates are invited to attend a Walk-in Interview for one (01) post of Programme Assistant/ Field Assivities of Vegetable in NEH Region" in the Department of Horticulture, College of Agriculture, Tripura to be held on 29th October, 2021 at 11:00 AM at College of Agriculture, Tripura.

Essential eligibility criteria	Desirable qualification	Emoluments
B.Sc. in Agriculture/ Horticulture /any Bio-science Stream.	i) One year experience in any project related to Agricultural Science.	Rs. 15000/- (Fixed)

Terms and Conditions :-
1. Maximum age" limit for is 37 years. Relaxation for women, SC, ST & OBC candidates as per Govt. norms.
2. No TA/DA and official accommodation will be provided for appearing in the interview.
3. The offer is purely contractual, initially for six months and is extendable subject to annual review and is co-terminus with the completion of the project with no provision of regular appointment.
4. No Earned Leave/ MedicalAave is admissible.
5. If the candidate does not petform duties of the project as desired by the authority/PI, the undersigned has the right to terminate the candidate without any explanatio.
6. The candidate should bring all the relevant certificate, mark sheet, expperience certificate, publications etc. in original for verification.
7. Candidate may be sent- their bio-data to at least 4 days prior to date of interview via email (tridip4u2@gmail.com).
8. only selectel candidates will call for interview.
8. The Principal, College of Agriculture, Tripura reserves the right to cancel/postpone/reject the interview without any reason thereof.

Sd/-T.K. Maity
Principal
College of Agriculture, Tripura
Lembucherra, West Tripura.

ICA/D/1067/21

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO : 26/EE/DWS-I/2021-22.

Separate sealed tenders are invited for Construction of 150 mm X 100 mm dia SBDTW in the complex of Govt. quarter Type-I near GB TOP, 79-Tilla.

Laste date of Receipt of Application :- 08-11-2021

Sl.No.	DNIT NO.	Estimated Cost	Earnest Money
1	53/EE/DWS-I/ 2021-22	Rs. 2,77,211.00	Rs. 2,772.00

Other details of NIT as well as terms and conditions of the tender can be seen in the office of the undersigned during office hours on any working day.

(For and on behalf of Governor of Tripura)
Sd/-(N.P. Chakrabarti)
Executive Engineer
DWS Division Agartala-I
Agartala, Tripura (W).

ICA-C-2452-21

NOTICE INVITING E-TENDER

Directorate of Skill Development, Government of Tripura invites E-tender through the Tripura Tenders Portal (http://tripuratenders.gov.in) for the Selection of Training Providers to conduct Short Term Skill Development Training under Border Area Development Programme (BADP) scheme in West Tripura & Dhalai District for the financial year 2021-22.

Details of the terms & conditions of the 'Notice inviting E-tender are available in the website -http://tripuratenders.gov.in. Last date of submission of E-Tender addressed to the Director, Directorate of Skill Development will be on 31/10/2021 upto 4:00 PM.

Bid (s) shall be opened through online by respective Bid openers on 02/11/2021.

All future corrigendum. if any will be published in due course only in the aforesaid website.

Sd/-
The Director
Skill Development
Government of Tripura.

ICA-C-2442-21

SNIT NO :- 06/NIT/EE-KLP/PWD(DWS)/2021-22 date :- 11/10/2021 for mtc of existing pipe line works, mtc of rewinding damaged/burnt motor works, Repairing & mtc of electrical and mechanical works, Lowering and lifting submersible pump and motor, Construction of spot sources etc under DWS Division Kalyanpur, PWD :-

Sl No.	DNIT NO.	Estimate Cost	Earnest Money
1)	DNIT NO. 38/EE-KLP/PWD(DWS)/2020-21	Rs. 4,81,128.00	Rs. 4811.00
2)	DNIT NO. 39/EE-KLP/PWD(DWS)/2020-21	Rs. 4,81,128.00	Rs. 4811.00
3)	DNIT NO. 40/EE-KLP/PWD(DWS)/2020-21	Rs. 4,81,128.00	Rs. 4811.00
4)	DNIT NO. 41/EE-KLP/PWD(DWS)/2020-21	Rs. 2,89,238.00	Rs. 2892.00
5)	DNIT NO. 42/EE-KLP/PWD(DWS)/2020-21	Rs. 2,89,238.00	Rs. 2892.00
6)	DNIT NO. 43/EE-KLP/PWD(DWS)/2020-21	Rs. 2,89,238.00	Rs. 2892.00
7)	DNIT NO. 44/EE-KLP/PWD(DWS)/2020-21	Rs. 2,76,526.00	Rs. 2765.00
8)	DNIT NO. 45/EE-KLP/PWD(DWS)/2020-21	Rs. 3,68,710.00	Rs. 3687.00
9)	DNIT NO. 46/EE-KLP/PWD(DWS)/2020-21	Rs. 3,68,710.00	Rs. 3687.00
10)	DNIT NO. 47/EE-KLP/PWD(DWS)/2020-21	Rs. 4,81,128.00	Rs. 4811.00
11)	DNIT NO. 48/EE-KLP/PWD(DWS)/2020-21	Rs. 4,36,751.00	Rs. 4768.00
12)	DNIT NO. 49/EE-KLP/PWD(DWS)/2020-21	Rs. 4,36,751.00	Rs. 4768.00
13)	DNIT NO. 50/EE-KLP/PWD(DWS)/2020-21	Rs. 4,36,751.00	Rs. 4768.00
14)	DNIT NO. 51/EE-KLP/PWD(DWS)/2020-21	Rs. 2,89,238.00	Rs. 2892.00

Last date and time for receipt of application for issue of tender form 25/10/2021 Other necessary detailed information can be seen and will be sold in the DINS Division office of Kalyanpur & Agartala -I in office hours.

Sd/-(ER. GOPI MAJUMDER)
Executive Engineer
DWS Division, PWD
Kalyanpur, Tripura

ICA-C-2446-2021-21

টি২০ বিশ্বকাপের আগে বাড়তি উচ্ছ্বসিত অধিনায়ক কোহলী, কেন?

আইপিএল শেষ হতেই টি২০ বিশ্বকাপের দিকে নজর দিলেন বিরাট কোহলী। ভারতীয় দলকে টি২০ ক্রিকেটে শেষ বার নেতৃত্ব দেবেন তিনি। পাশে পাবেন মেন্টর মহেন্দ্র সিংহ ধোনিকে। এটাই দলকে উদ্বুদ্ধ করবে বলে মত কোহলীর।সাংবাদিক বৈঠকে কোহলী বলেন, ''নেতৃত্বের দায়িত্বে থাকলে দলটাকেই পাল্টে দেয় ধোনি। এই পরিবেশে ওকে দলে পেয়ে আমি উচ্ছ্বসিত। দলের মনোবল বাড়িয়ে দেবে ও। ধোনির উপদেশ আমাদের শিখতে সাহায্য করবে। প্রচুর অভিজ্ঞতা ওর। ভারতীয় দলে ফিরতে পেরে ধোনি নিজেও খুব উচ্ছ্বসিত।''ধোনিকে নিয়ে তবু আফসোস থেকে যাচ্ছে সুনীল গাওস্করেরটি২০ বিশ্বকাপে ভারতীয় বোর্ড ধোনিকে মেন্টরের দায়িত্ব দিলেও কোহলীর মতে তিনি সব সময়ই দলের মেন্টর ছিলেন। কোহলী বলেন, ''ধোনি সব সময়ই আমাদের কাছে মেন্টর। আমরা যখন কেরিয়ার শুরু করছি, তখন ও খেলছে। এ বার ওর নতুন কেরিয়ার, আমরা খেলছি। ধোনির বিপুল অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেওয়ার ক্ষেত্রে তরুণ ক্রিকেটারদের জন্য এটা দারুণ সুযোগ।''আইপিএল-এ প্রথম পর্বের শেষে সাত নম্বরে ছিল কেকেআর। সেখান থেকে উঠে এসে প্লে-অফে জায়গা করে নেয় তারা। পৌঁছে যায় ফাইনালেও। ধোনি বলেন, ''চেন্নাই সম্পর্কে বলার আগে কলকাতাকে নিয়ে বলা উচিত। ওরা যেটা করেছে সেটা অভাবনীয়। এ বারের আইপিএল জয়ের দাবিদার কেউ যদি হয় সেটা কলকাতা। কোচ, ক্রিকেটার এবং সাপোর্ট স্টাফদের বিরাট কৃতিত্ব। মাঝখানের ফাঁকটা ওদের বেশ কাজে লেগেছে।''

দ্বিতীয় প্রস্তুতি ম্যাচে সালগাওকরকে হারাল এসসি ইস্টবেঙ্গল

নয়াদিল্লি, ১৬ অক্টোবর (হি.স) : দ্বিতীয় প্রস্তুতি ম্যাচে সালগাওকরের বিরুদ্ধে ২-০ গোলে জিতল এসসি ইস্টবেঙ্গল। গোয়ার ডন বস্কো মাঠে শনিবার সকালে প্রস্তুতি ম্যাচে জিতল এসসি ইস্টবেঙ্গল। শুক্রবার ভাস্কো স্পোর্টস ক্লাবকে হারিয়েছিল তারা।ম্যাচের ছয় মিনিটেই পেনাল্টি থেকে গোল করেন লাল-হলুদ মিডফিল্ডার আমির দেরভিসেভিচ। পেনাল্টি আদায় করেন আরেক বিদেশি টমিস্লাভ মার্সেলো। সালগাওকরের বিরুদ্ধে দুই বিদেশিকে মাঠে নামান ম্যানুয়েল দিয়াজ।

দ্বিতীয়ার্ধে আমিরের জায়গায় নেমে ব্যবধান বাড়ান সৌরভ দাস। নামার তিন মিনিটের মধ্যে গোল করেন সৌরভ। ৬৫ মিনিটে প্রায় একক দক্ষতায় গোল করেন তিনি। বেশ কিছু সুযোগ তৈরি করেছিলেন হীরা মন্ডল, আঙ্গুসানারা। তবে ব্যবধান আর বাড়েনি।

সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ভারতের মুখোমুখি নেপাল

মলদ্বীপ, ১৬ অক্টোবর (হি.স) : আজ শনিবার সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে নেপালের বিরুদ্ধে নামছে ভারত। ঘোর অনিশ্চয়তা কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত সাফের ফাইনালে পৌঁছেছেন সুনীল ছেত্রীরা। চ্যাম্পিয়ন হতে এখন মাত্র একধাপ দূরে দাঁড়িয়ে তারা। সেই লক্ষ্যে নেপালের টিম গেমই খানিকটা ভাবাচ্ছে ঈগর স্টিমাচের দলকে।

এবারের সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে নেপালের বিরুদ্ধেই প্রথম ম্যাচে জিতেছিল ভারত। যদিও সেই গোল এসেছিল একদম শেষ মুহূর্তে। সুনীল ছেত্রীর গোলেই জিতেছিল ভারত। সেই জয় আত্মবিশ্বাস যোগালেও, অতি আত্মবিশ্বাসী হতে নারাজ সুনীল ছেত্রী। ১৩ বারের মধ্যে ১২বার ভারত এই টুর্নামেন্টের ফাইনালে উঠেছে। একমাত্র ২০০৩ সালে ভারত ফাইনালে উঠতে পারেনি। হয়েছিল তৃতীয়। ২০১৯ থেকে ভারতীয় দলের দায়িত্বে আছেন ইগর স্টিমাচ। অথচ এখনও ভারতের ঘরে কোনও ট্রফি ঢোকাতে পারেননি। জিরি পেসেক, স্টিফেন কনস্ট্যানটাইনের পরে স্টিমাচ হবেন তৃতীয় বিদেশি কোচ যাঁর হাত ধরে ভারতে আসতে চলেছে সাফ ট্রফি। এবারের প্রতিযোগিতায় নেপালের ডিফেন্স এবং আক্রম সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। চ্যাম্পিয়ন হতে গেলে নেপালের এই দুই জায়গা আটকানো ছাড়া কোনও উপায় নেই ভারতের সামনে। সেই মতো নীল নক্সাও হয়ত তৈরি করছেন ঈগর স্টিমাচ। এদিনের ম্যাচে আবার খেলতে পারবেন না শুভাশিস বোস। শেষ দুই ম্যাচে রক্ষণে দুরন্ত পারফরম্যান্স দেখিয়েছেন তিনি। এটুকু বাদ দিলে ফাইনালের মঞ্চে দলে পরিবর্তনের কোনও ইঙ্গিত নেই। এই ম্যাচেও নেপালের রক্ষণ ভাঙতে সুনীল এবং মনবীরই প্রধান অস্ত্র স্টিমাচের। আর সেইসঙ্গে ফেভারিটের তকমা থাকলেও, সতীর্থদের বারবার সাবধান করে দিচ্ছেন অধিনায়ক সুনীল ছেত্রী। শনিবার ম্যাচ শেষে কার মুখে ফোটে শেষ হাসি, সেটাই এখন দেখার।

২ রানের মাথায় দু'প্লেসির স্টাম্পিং ফসকানো, কলকাতার খলনায়ক কার্তিকই?

চতুর্থ বার আইপিএল জিতল চেন্নাই সুপার কিংস। ম্যাচের সেরা ফ্যাফ দু'প্লেসি। ৫৯ বলে ৮৬ রান করেন তিনি। তবে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন অধিনায়ক শুরুতেই আউট হতে পারতেন। দীনেশ কার্তিক তাঁর স্টাম্পিং ফসকান। শুরুর সেই ভুলের খেসারৎ দিল কলকাতা নাইট রাইডার্স।

টস জিতে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেন অইন মর্গ্যান। তৃতীয় ওভারে বল করছিলেন শাকিব আল হাসান। তাঁর প্রথম বলেই কার্তিক সুযোগ পেয়ে গিয়েছিলেন স্টাম্প করার। কিন্তু বল ধরতেই পারেননি কার্তিক। নাইটদের উইকেটরক্ষক হেলায় সুযোগ হারান। তখন দু'প্লেসি মাত্র ২ রানে উইকেটে। ফাইনালের মঞ্চে জীবন ফিরে পাওয়া দু'প্লেসি যদিও ভুল করেননি। ৮৬ রানের গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলে দলকে ১৯২ রানে পৌঁছে দেন চেন্নাই ওপেনার। তবে কলকাতার ইনিংসের সময় মহেন্দ্র সিংহ ধোনিও একটি ক্যাচ ফেলেন। বেঙ্কটেশ আয়ারের ক্যাচ ফেলেছিলেন চেন্নাই অধিনায়ক। ৩২ বলে ৫০ রান করেন বেঙ্কটেশ। যদিও দলকে জেতাতে পারেননি তিনি।

রণবীর সিংহের ভূমিকায় কপিল দেব! টুইট করলেন সেই ভিডিয়ো

ব্যাট করতে নেমে ৭ বলে ৯ রান করে ফিরে যান কার্তিক। ফাইনালে ব্যাট হাতেও ব্যর্থ হন কেকেআর-এর প্রাক্তন অধিনায়ক। তৃতীয় বার আইপিএল জেতার সুযোগ হারায় কলকাতা।

২ রানের মাথায় দু'প্লেসির স্টাম্পিং ফসকানো, কলকাতার খলনায়ক কার্তিকই?চতুর্থ বার আইপিএল জিতল চেন্নাই। প্রতি বারই তাদের অধিনায়ক ছিলেন ধোনি। শুক্রবার টি২০ ক্রিকেটে ৩০০তম ম্যাচে নেতৃত্ব দিতে নেমে বিরাট সাফল্য পেলেন তিনি। তবু বিপক্ষকে সম্মান জানাতে ভোলেননি ধোনি।

থমাস কাপে শেষ আটেই আটকে গেল ভারতের পুরুষরা

নয়াদিল্লি, ১৬ অক্টোবর (হি.স) : জাতীয় দলের মেয়েরা উবের কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে হেরে বিদায় নিয়েছিলেন। এবার পুরুষদের থমাস কাপে সেই কোয়ার্টার ফাইনালে হেরেই বিদায় নিতে হল ভারতকে। ব্যাডমিন্টন দল ডেনমার্কের কাছে ১-৩ ম্যাচে হেরে গেল। শেষ আটেই শেষ হয়ে গেল দৌড়।

ভারতীয় দলের একটি ম্যাচেই জয় মিলল। তা ডবলসে। সেই চিরাগ শেট্টি-সাত্বিকসাইরাজ জুটি জয় পেল। বাকি সকলে হার মেনে নিল। ফলে ১১ বছর পর থমাস কাপের শেষ আটে পৌঁছে লাভ কিছুই হল না। ভারতের সেরা সিঙ্গলস প্লেয়ার কিদাম্বি শ্রীকান্ত ওয়ার্ল নম্বর দুই আর অলিম্পিক্স চ্যাম্পিয়ন ভিক্টর অক্সেলসেনের কাছে মাত্র ৩৮ মিনিটের লড়াইয়ে হেরে যান (১২-২১, ১৩-২১)।

বরং ভারতের পয়লা নম্বর ডবলস জুটি শেট্টি আর রানকিরেড্ডি দ্বিতীয় ম্যাচটি জিতে লড়াইয়ে ফিরিয়ে আনেন। তাঁরা হারান বিপক্ষের কিম অস্ট্রুপ --- অ্যান্ডারস রসমুসেনকে। ২১-১৫ পয়েন্টে প্রথম সেট জেতার পর ডেনমার্ক জুটি ১৭-২১ পয়েন্টে পরের সেটটি ছিনিয়ে নেন। এক ঘন্টা ১২ মিনিটের এই লড়াইয়ে শেষ হাসি হাসেন ভারতীয় জুটি। শেষ সেট আর ম্যাচ জিতে নেয় ভারত ২১-১৮ পয়েন্টে।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের চমক ভরা ধনতেরাস অফারের শুভ সূচনায় অঙ্কুশ-ফালাক

আগরতলা, ২৪ অক্টোবর।। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স নিয়ে আসছে ”চমক ভরা ধনতেরাস” এর বিশেষ অফার আগামী ২৬ অক্টোবর থেকে ৬ নভেম্বর ২০২১ পর্যন্ত।চমক ভরা ধনতেরাস” দীপাবলি উপলক্ষে একটা যোল বছর ধরে চলে আসা এক বার্ষিক উদযাপন। ”চমক ভরা ধনতেরাস” এর এই বিশেষ সংগ্রহের মধ্যে রয়েছে ডিজাইনার হাতে তৈরি সোনা ও হীরের গয়না,ট্র্যাডিশনাল এবং ট্রেন্ডি ব্রাইডাল জুয়েলারি, সাশ্রয়ী মূল্যের হীরের গয়না, রত্ন এবং মূল্যবান পাথর। আকর্ষণীয় অফার এবং ড্র এর মধ্যে রয়েছে প্রতিটি ক্রয়ে নিশ্চিত উপহার। সোনার গয়নার মেকিং চার্জে ২৫, হীরের গয়নার মেকিং চার্জে ১০০ শতাংশ ছাড়। মূল্যবান পাথরের দামের উপর ১৫ শতাংশ ছাড়।

প্রতিদিন লাকি ড্র-এ তিনটে সোনার মুদ্রা পাওয়ার সুযোগ। আর মেগা ড্র নিয়ে আসবে পাঁচটা স্কুটি জেতার সুবর্ণ সুযোগ। এছাড়া রোজকার অফার গুলোর মধ্যে রয়েছে অন্যান্য স্কিম যেমন সোনায় সোহাগা (জুয়েলারি কেনার ক্ষেত্রে বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম), পুরনো সোনা এক্সচেঞ্জ করার সুযোগ, সোনা এবং রূপোর মুদ্রা পাওয়ার সুযোগ। সব মিলিয়ে উৎসবের মরসুমে এ এক উজ্জ্বলতা ভরা উদযাপন। এক বিশেষ বৈঠকে টলিউড তারকা অঙ্কুশ হাজরা, ফালাক রশিদ রায় বছরের ”ধনতেরাস ড্যাজল” গয়না সংগ্রহ প্রকাশ করেন - রূপক সাহা,অর্পিতা সাহা, কর্ণধার, শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স এর উপস্থিতিতে। অঙ্কুশ হাজরা বলেন, ’আমি আজ এখানে আসতে পেরে খুশি এবং ’চমক ভরা ধনতেরাস’ -এর এই মরসুমে সবার জন্য শুভ কামনা জানাই’।

রূপক সাহা বলেন, ’আমরা পনেরো বছর আগে ”চমক ভরা ধনতেরাস” শুরু করেছিলাম, মানুষের সোনা ও হীরের গয়না কেনার এ এক উপলক্ষ এবং পারিবারের ভাগ্যে তার শুভ প্রতিফলনের এক নিদর্শন হিসেবে তুলে ধরার উদ্দেশ্য নিয়ে জ্জ কারণ এই উৎসব সম্পদ ও সমৃদ্ধির দেবীকে বাড়িতে স্বাগত জানাতেই হয়ে থাকে।’ উঁনি আরো বলেন ’বছরের পর বছর ধরে, ”চমক ভরা ধনতেরাস” আকার এবং পরিধিতে বৃদ্ধি পেয়েছে।সোনা ও হীরের গয়নার সংগ্রহের পাশাপাশি উপহার এবং ড্র - সবই এই উদযাপনকে আরো সমৃদ্ধ করেছে।’ ’আমরা আমাদের প্রিয় গ্রাহকদের তাঁদের নিরলস পৃষ্ঠপোষকতার জন্য ধন্যবাদ জানাই এবং তাঁদের প্রত্যাশা অনুযায়ী চলার আশ্বাস দিচ্ছি’, বললেন অর্পিতা সাহা। ২৬ অক্টোবর থেকে ৬ নভেম্বর ২০২১ পর্যন্ত ”চমক ভরা ধনতেরাস” কলকাতা (গড়িয়াহাট, বেহালা ও বারাসাত) এবং ত্রিপুরা (আগরতলা, খোয়াই, ধর্মনগর এবং উদয়পুর) এর শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের সমস্ত শোরুমে চলবে। এখানে কোভিড প্রোটোকল কঠোরভাবে অনুসরণ করা হয় এবং গ্রাহকদের নিরাপদে দোকানে কেনাকাটা করার জন্য প্রয়োজনীয় সেফ-গার্ড এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা রয়েছে; এবং সমস্ত কর্মীদের টিকাও দেওয়া হয়েছে।

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ জাতীয় স্বার্থের বিরোধী, দাবি রামদেবের

নাগপুর, ২৪ অক্টোবর (হি.স) : আজ রবিবার টি ২০ বিশ্বকাপে মহারণ। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন পর বাইশ গজে নামছে ভারত। আর এই বড় ম্যাচ দিয়েই শুরু হচ্ছে কোহলিদের টি-২০ বিশ্বকাপ যাত্রা। তবে তার আগে ভারত-পাকিস্তান ক্রিকেট ম্যাচ নিয়ে মন্তব্য করলেন বাবা রামদেব। তিনি বলেন, এই খেলা ”রাষ্ট্রধর্মের” পরিপন্থী। নাগপুর বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন যোগগুরু রামদেব। তিনি বলেন, ভার বনাম পাকিস্তানের এই খেলা দেশের স্বার্থবিরোধী। কারণ ক্রিকেট খেলা আর সন্ত্রাসের খেলা একসঙ্গে খেলা যায় না। মূলত কাশ্মীরে ভারত - পাকিস্তান সীমান্তে লাইন অফ কন্টোলে যে বিশৃঙ্খলা চলছে, তার পরিপ্রেক্ষিতেই এই খেলার বিরোধীতা করেছেন যোগগুরু। তিনি বলেন, আমি মনে করি এমন পরিস্থিতিতে এই ধরণের খেলার আয়োজন করা ”রাষ্ট্রধর্মের” পরিপন্থী। এদিন বলিউডের মাদক যোগ নিয়েও মুখ খোলেন রামদেব। বলেন, যে সমস্ত তারকারা তরুণ প্রজন্মের আদর্শ, তাঁরাই যেভাবে মাদকাসক্ত হয়ে পড়ছেন, এই নেশাকে যেভাবে তুলে ধরা হচ্ছে তা ভয়ানক। এটা ভারতের তরুণ সমাজের জন্য ক্ষতিকর।

পুঞ্চে জঙ্গিদের গুলিতে জখম তিন নিরাপত্তারক্ষী

শ্রীনগর, ২৪ অক্টোবর (হি.স) : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-র কাশ্মীর সফরকালীন উত্তপ্ত হয়ে উঠল ভূস্বর্গ। রবিবার সেনা-জঙ্গি লড়াইয়ে ইতিমধ্যে জখম হয়েছেন দুই পুলিশ কর্মী ও এক জওয়ান। হামলা হয়েছে সিআরপিএফের গাড়িতেও। সেখানে জঙ্গিদের গুলিতে এক আম নাগরিকের মৃত্যুও হয়েছে বলে খবর।

পুঞ্চ জেলায় গত ১৪ দিন ধরেই সেনা-জঙ্গি লড়াই চলছে। এদিন সকালে ধৃত লস্কর জঙ্গি জিয়া মুস্তাফাকে নিয়ে ভাটা দুরিয়ান এলাকায় অপারেশন চালায় সেনা ও পুলিশের যৌথবাহিনী। উদ্দেশ্য, সন্ত্রাসবাদীদের আনাগোনার রাস্তা বা তাদের ঘাঁটি শনাক্তকরণ। এলাকায় পৌঁছতেই গুলিবৃষ্টি শুরু করে জঙ্গিরা। এলাকা ঘিরে ফেলে পালটা গুলি ছোড়ে বাহিনীও।

জঙ্গিদের ছোড়া গুলিতে গুরুতর জখম হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন দুই পুলিশ কর্মী ও এক সেনা জওয়ান। গুলিতে জখম হয়েছে ধৃত জিয়া মুস্তাফাও যদিও গুলিবৃষ্টির জেরে তাকে ওখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি।

বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের প্রতিবাদে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাল সিপিআইএমএল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ অক্টোবর।। ত্রিপুরায় সংখ্যালঘু মুসলমানদের মসজিদ, ব্যক্তিগত দোকানপাট ও বাড়িঘরে সহিংস আক্রমণ ও ভয় ভীতি প্রদর্শন অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। দোষীদের চিহ্নিত করে দ্রুত গ্রেপ্তার ও আইনানুগ কঠোর শাস্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান সিপিআই(এমএল), ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির।বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক সহিংসতামূলক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গত কিছুদিন ধরে ত্রিপুরার বিভিন্ন জেলায় সংখ্যালঘু মুসলমানদের ধর্মীয় মসজিদ, ব্যক্তিগত বাড়িঘর ও দোকানপাটে বেশ কিছু সহিংস আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে। ভয়ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে। উগ্র হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলি সংখ্যালঘু মুসলমানদের ধর্মীয় নিশানা করে হিন্দু জনমানসে ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়িয়ে দিতে তৎপর এবং তারাই এসমস্ত উস্কানিমূলক আক্রমণের ঘটনাবলী পরিকল্পিতভাবে সংগঠিত করছে।

এপ্রশ্নে তারা সামাজিক মাধ্যমকে ব্যবহার করে দেশভাগের সময়কার স্পর্শকাতর সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ঘটনাবলী প্রচার করছে এবং এক সাম্প্রদায়িক প্রতিহিংসামূলক আবহ তৈরী করতে চাইছে। ফলে মিশ্রবসতি অঞ্চলে মুসলমানরা নির্ভয়ে বাজার হাটে যেতে পারছে না। ২১ অক্টোবর উদয়পুরে রাধাকিশোরপুর থানার মহারানী ও উত্তর মহারানী মিশ্র বসতি অঞ্চলকে সফট টার্গেট করা হয়। গত কিছুদিন ধরে উস্কানি এবং উত্তেজনা রোধে প্রশাসন শেষ মুহূর্তে ১৪৪ ধারা জারি করে। তা অমান্য করার ফলে পুলিশের সাথে উগ্র হিন্দুত্ববাদিদের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। উত্তেজনা এখনো প্রশমিত হয় নি।থানায় মামলা হয়েছে। কিন্তু গ্রেপ্তার নেই। উস্কানি অব্যাহত। কাকড়াবনে ইচাছড়াতে রাতের অন্ধকারে মসজিদ পোড়ানো হয়। দক্ষিণ মুড়াপাড়াতে মসজিদে ও বাড়িঘরের বাউন্ডারি ভাঙচুর করা হয়। জামজুরি বাজারে দোকান ভাঙচুর করা হয়। ধর্মনগরে, পানিসাগরে, কৈলাশহরে, আগরতলায় মসজিদের উপর, ব্যক্তিগত দোকানপাটে ও বাড়িঘরে আক্রমণের ঘটনা ঘটে। ধর্মনগরে একজন আইনজীবীর বাড়ি আক্রান্ত হয়।

অথচ এই প্রশ্নে সংবিধান প্রদত্ত দায় দায়িত্ব পালনে বিজেপি পরিচালিত রাজ্য সরকার দায়সারা ভূমিকা গ্রহণ করেছে। কারণ আসলে বিজেপি -র কার্যকর্তারাই উগ্র হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের আড়ালে এই সাম্প্রদায়িক আক্রমণ, ভয় ভীতি প্রদর্শনের ঘটনা সংগঠিত করছে। ফলে এই পরিস্থিতিতে সরকারের যে যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরী প্রয়োজন, কার্যত সরকার তা ইচ্ছা করেই করছে না। তাই সরকারের দুর্বলতার কারণে যে কোন সময় কোন বড় ঘটনা ঘটে যেতে পারে।

সিপিআই(এমএল), ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি এই পরিস্থিতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে এবং এই সমস্ত ঘটনার তীব্র নিন্দা জানায়। দোষীদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও আইনানুগ শাস্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করার দাবি জানায়। সরকারকে তার সংবিধান সম্মত দায় দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানায়। উগ্র মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক শক্তিকে কঠোরভাবে দমন করার দাবি জানায়। সাম্প্রদায়িক ঐক্য, শান্তি সম্প্রীতি রক্ষার জন্য সব অংশের জনগণকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানায়।উদয়পুরে মহারানীতে ও স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে প্রশাসনের উদ্যোগে শান্তি মিটিং ডাকার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছে।

শান্তিরবাজার কৃষি দপ্তরের সেক্টর অফিসে অনুষ্ঠিত হল জেলা ভিত্তিক ফার্মার্স মিট

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৪ অক্টোবর।। শান্তির বাজার কৃষিদপ্তরের সেক্টর অফিসে অনুষ্ঠীতহয় জেলা ভিত্তিক ফার্মাস মিট। রাষ্ট্রীয় একতাদিবস আজাদীকি অমৃত মহোৎসব উপলক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার একগুচ্ছ পরিকল্পনা হাতেনিয়েছে। আজাদীকি অমৃত মহোৎসব উপলক্ষ্যে রবিবার বগাফা কৃষি দপ্তরের উদ্যোগে বগাফা কৃষি দপ্তরের সেক্টর অফিসে দক্ষিন ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গাথেকে বেনিফিসারী নির্ধারন করে ফার্মাস মিট অনুষ্ঠানের আয়োজন করাহয়। এই অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে কৃষকদের মধ্যে সরকারী বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার কথা তুলে ধরাহয়। কেন্দ্রীয় সরকার চাইছে ২০২২ সালের মধ্যে কৃষকদের আয় দ্বীগুন করতে। কৃষকদের আয় দ্বীগুন করতেগেলে ব্যায় কমিয়ে কৃষিজ ফসল উৎপাদ বৃদ্ধীকরতে হবে। তাই কেন্দ্রীয়সরকারের পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে বগাফা কৃষিদপ্তর কাজ করেচলছে। কৃষকদের ব্যায় কমানোর জন্য সরকারি ভাবে উন্নতমানের কৃষিজ বীজ ও সার ঔষধ দেওয়াহচ্ছে। অপরদিকে কৃষদের কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষথেকে কৃষানসন্মাননিধী দেওয়াহচ্ছে। কৃষকদের উৎপাদিত ধান সরকারিভাবে ক্রয়করাহচ্ছে। এতেকরে ব্যায় কমিয়ে কৃষকরা ভালোপরিমানে অর্থ উপার্জন করতে পারবেবলে অনুষ্ঠানে উপস্থিত বক্তারা জানান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বক্তারা আশাবাদী আগামী ২০২২ এর মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের স্বপ্ন বাস্তবায়িতহবে। কৃষকদের আয় দ্বীগুনহবে। বক্তারা জানান কৃষকদের কৃষিকাজে কোনোপ্রকার অসুবিধার সন্মুখিনহলে কৃষিদপ্তর উনাদের সাহায্যের হাতবারিয়েদেবে। আজকের অনুষ্ঠানে আগাত কৃষকরা এইধরনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতেপেরে খুবই খুশি। আজকের অনুষ্ঠান সম্পর্কে সংবাদমাধ্যমের সামনে কিছু তথ্য তুলেধরলনের কৃষিদপ্তরের ডেপুটি ডারেক্টার নিলমোহন বিশ্বাস ও বগাফা কৃষি দপ্তরের তত্বাবধায়ক সুজীত কুমার দাস।

পুর ও নগর ভোটের লক্ষ্যে কৈলাসহরে অনুষ্ঠিত হল বিজেপির সাংগঠনিক বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ অক্টোবর।। রবিবার কৈলাশহর উনকোটি কলাক্ষেত্রে ভারতীয় জনতা পার্টি কৈলাশহর মণ্ডল কমিটির সাংগঠনিক এবং আসন্ন পুর পরিষদ নির্বাচনের রণকৌশন নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কমিটির সভাপতি ডঃ মানিক সাহা, বিজেপি উনকোটি জেলা সভাপতি তথা মন্ত্রী ভগবান দাস, বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া, জেলার সাধারণ সম্পাদক অরুন সাহা সহ অন্যান্যরা। সাংগঠনিক বৈঠক শুরুর পূর্বে উনকোটি কলাক্ষেত্রের বাইরে দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি মানিক সাহা। প্রদেশ সভাপতি মানিক সাহার হাত ধরে প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে সাংগঠনিক বৈঠক শুরু হয়। মুলত বিজেপি কৈলাসহর মন্ডলের অধীনে দলের কার্যকর্তাদের নিয়েই এই সাংগঠনিক বৈঠক অনুস্টিত হয়। সাংগঠনিক বৈঠকে রাজ্য সভাপতি মানিক সাহা সংবাদ প্রতিনিধিদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, পুর ভোটে দলের রনকৌশল নিয়ে এবং দলীয় প্রার্থী তালিকা তৈরির বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে। তাছাড়া রাজ্যে এবং কেন্দ্রে বিজেপি সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন মুলক কাজের ফিরিস্তি নিয়ে প্রতিটি সাধারণ মানুষের বাড়িতে গিয়ে প্রচার করা হবে বলেও জানান মানিক সাহা।

দুই গরু চোরকে আটক করল স্থানীয় জনগণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২৪ অক্টোবর।। ধর্মনগর থানার অন্তরগর্ত পূর্ব হরুয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাতে দুই গরু চোরকে আটক করলো স্থানীয় জনগণ।আটক দুই চোরকে উওম মাধ্যাম দিয়ে ধর্মনগর থানার হাতে তুলে দেওয়া হয়। থানার হাতে তুলে দেওয়া হয় একটি গরুকে। ঘটনার বিবরনে জানা যায়, উত্তর জেলার ধর্মনগর থানা এলাকার পূর্ব হরুয়া গ্রামের জনৈক উওম দাস অন্যান্য দিনের মতোই শুক্রবার বাড়ির পাশের জমিতে গরুকে ছেড়েছিলেন। যাহাতে গরু তার খাদ্য খেতে পারে।এদিন বিকালে স্থানীয় এলাকাবাসী দেখতে পান তিনটি নাবালক উওম দাসের গরুকে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে। স্থানীয় জনগনের সন্দেহ হবার ফলে নাবালকদের গরু কোথায় নিয়ে যাচ্ছে বলে জিজ্ঞাসা করতেই তিন নাবালকের মধ্যে এক নাবালক দৌড় দিয়ে পালিয়ে যায়।তাতে সন্দেহ হলে এলাকার জনগন গরু সহ দুই দুই নাবালককে আটক করে জিজ্ঞসাবাদ করতেই তারা গরু চুরির কথা স্বিকার করে।এলাকার জনগন আটক নাবালকদের উওম মাধ্যম দিয়ে ধর্মনগর পুলিশের হাতে তুলে দেয়।সাথে গরুটিকে ধর্মনগর থানার হাতে তুলে দেয় পুলিশ। পুলিশ ঘটনাটি খতিয়ে দেখছে।সাথে গরুটির সঠিক প্রমাণ পত্র দেখে মালিকের হাতে তুলে দেবে বলে জানিয়েছে ধর্মনগর থানার পুলিশ।

রিজভির মুক্তির দাবিতে ফের উত্তপ্ত পাকিস্তান, ৩ পুলিশ কর্মীসহ নিহত ১০ জন

ইসলামাবাদ, ২৪ অক্টোবর (হি.স): জেলবন্দী সাদ হুসেন রিজভির মুক্তির দাবিতে ফের উত্তপ্ত পাকিস্তান। পুলিশ-উগ্র মুসলিমপন্থীদের সংঘর্ষে উত্তপ্ত লাহর-ইসলামাবাদ। লাহোরে ইতিমধ্যে তিনজন পুলিশ কর্মী সহ ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। গ্রেফতার অন্তত দু'হাজার কট্টরপন্থী মুসলিম। সবমিলিয়ে উত্তপ্ত ইসলামাবাদ।

জেলবন্দী দলের শীর্ষ নেতা সাদ হুসেন রিজভির মুক্তির দাবিতে সরব হয়েছেন নিষিদ্ধ সংগঠন তেহরিক-ই-লব্বায়িক পাকিস্তান বা টিএলপি সদস্যরা। পাশাপাশি, ইসলাম ধর্মের পরিপন্থী ক্যারিকেচার ইস্যুতে পাকিস্তান থেকে ফরাসি রাষ্ট্রদূতকে বিতাড়িত করার দাবিও জানিয়েছেন তাঁরা। এই দুই দাবিতে শুক্রবার বিকেল থেকেই উত্তপ্ত লাহোর। এই পরিস্থিতিতে শনিবার লাহোর থেকে পদযাত্রা করে ইসলামাবাদ আসার উদ্যোগ নিয়েছিলেন টিএলপি সদস্যরা। উদ্দেশ্য ছিল, নেতার মুক্তির দাবিতে ইসলামাবাদে ধরনা দেওয়া। মাঝপথেই তাদের আটকে দেয় পুলিশ। সেই সময় দু'পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, ওই সংঘর্ষে মোট ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। তাদের মধ্যে ৭ জন টিএলপি সদস্য। বাকি তিনজন পুলিশ কর্মী।

টিএলপি নেতাদের দাবি, পুলিশের মারেই তাদের কর্মী-সমর্থকদের মৃত্যু হয়েছে। সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে দলীয় নেতা ইবন-ই-ইসমাইল জানান, "পুলিশের গুলিতে সাত টিএলপি সদস্যের মৃত্যু হয়েছে। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অন্তত ২০০ জন।" তাদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। অশান্তির আঁচ এখনও নেভেনি পাকিস্তানে।

পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী উসমান বুজদার জানিয়েছেন, পুলিশ কর্মীদের হত্যার জন্য যারা দায়ী, তাদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে। কাউকে রেয়াত করা হবে না ইতিমধ্যে দু'হাজার টিএলপি সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে খবর। তাদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস ছড়ানো, অপহরণ, খুন, সরকারি সম্পত্তি নষ্ট-সহ একাধিক ধারায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

সরকারি সহায়তা না পেলেও ড্রাগনসহ নানান ফল চাষে আজ স্বাবলম্বী কল্যাণপুরের যুবক শ্যামসুন্দর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর ২৪ অক্টোবর।। শুধুমাত্র সরকারি চাকুরি নয়, মনের উদ্যম প্রাণোচ্ছল ইচ্ছাশক্তি থাকলেই যে কঠিন বাস্তবের ভূমিতেও সব সম্ভব এমনকি সরকারি চাকুরি ছাড়াও যে সামান্যতম স্বল্প পরিসরে নিজ পরিশ্রমের ফলেই কৃষি নির্ভর হয়েও স্বাবলম্বন হয়ে উঠা যায় তারই এক অণণ্য নজির গড়ে তুললেন তেলিয়ামুড়া মহকুমার অন্তর্গত কল্যাণপুর আর ডি ব্লকের অধীন কমলনগর নাথ পাড়ার দীর্ঘ দিনের স্থানীয় বাসিন্দা দরিদ্রজীবি কৃষক রতিশ দেবনাথের ছেলে শ্যামসুন্দর দেবনাথ। পেশায় শ্যামসুন্দর দেবনাথ একজন ছোট কাপড় ব্যবসায়ী। উল্লেখ্য, বহিঃ রাজ্যের উল্লেখযোগ্য ফল ড্রাগন ফল সহ সৌদি খেজুর এবং কাশ্মীরি কুল চাষ করে বর্তমানে স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছেন কৃষক শ্রী দেবনাথ। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হলো যে, শ্যামসুন্দর দেবনাথ বিগত ২০১৯ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে যখন তাঁর নিজ দোকানের কাপড়ের ক্রয় বিক্রয়ের জন্য বহিঃ রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় যায়, ঠিক তখনই তাঁর বহুদিনের মনের ইচ্ছে শক্তিকে আগামী দিনে পূর্ণতার দেওয়ার জন্য কলকাতার দীর্ঘ ১৫ দিন পর থেকেই কল্যাণপুরের শ্যামসুন্দর দেবনাথ তাঁর নিজের এক কানি বিশিষ্ট খালি জমি দিন রাত কঠোর পরিশ্রম করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা করে এই উদ্যমে কঠিন পরিশ্রম ও প্রবল ইচ্ছা শক্তির ফলেই আজ মোটামুটিভাবে তিনি ফল চাষাবাদে একপ্রকার স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছেন বলা চলে। যদিও এই ফল

বীরভূম জেলা থেকে ড্রাগস ফল, সৌদি খেজুর, কাশ্মিরী কুল সহ বিভিন্ন বহু মূল্যবান ফলাফল চাষাবাদে হাতেকড়ি ব্যক্তিগত প্রশিক্ষণ নিয়ে আসেন। পরবর্তীতে সমতল ভূমি বিশিষ্ট খালি জমির উপর ড্রাগন ফল, কাশ্মীরি কুল ও সৌদি খেজুর চাষ করার জন্য পুরোদমে প্রস্তুতি শুরু করে দেন। কিন্তু মাত্র ২ বছরের মধ্যেই নিজের চাষাবাদে এখনো পর্যন্ত তাঁর মোট খরচ হয়েছে প্রায় ২ লক্ষাধিক টাকার উপর বলে জানিয়েছেন কৃষক। এইদিকে আবার সম্প্রতি ড্রাগন ফলের বিপুল চাহিদা ও বিপুল পরিমাণে বিক্রিও শুরু হয়ে গেছে বলে জানায় সে। তবে তিনি মূলতঃ এই চাষাবাদকে কেন্দ্র করে আশাবাদী যে, আগামী ৬ থেকে ৭ মাসের মধ্যেই কিছুটা হলেও লাভময় উজ্জ্বলতার দেখা পাবেন। উল্লেখ্য, উচ্চ-মাধ্যমিক উর্তীন এই উদ্যমী ও পরিশ্রমী কৃষক অনেকটা বেদনার সুরে বলেন দীর্ঘ ৩ বছর ধরে শুধুমাত্র নিজ উদ্যোগে নিজ অধ্যাবসায় ও নিজ প্রচেষ্টায় এই ফল চাষাবাদ করে চললেও এখনো পর্যন্ত দরিদ্রজীবি কৃষক শ্যামসুন্দর দেবনাথ সরকারী দপ্তরের আমলাদের থেকে কোনরকমই সাহায্য সহযোগিতা পান নি। যদিও করোনা মহামারীর দ্বিতীয় লক-ডাউনের পর কোন একদিন দিব্যোদয় কৃষি বিজ্ঞানের অধিকর্তা স্থানীয় কৃষক শ্যামসুন্দর দেবনাথের ১ কানি সমতল জমির উপর ফলের চাষাবাদকে পরিদর্শন করে গেছেন। যদিও এখনো পর্যন্ত দিব্যোদয় কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের তরফ থেকে কোন প্রকার সাড়া পাওয়া ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আদিবাসী নেতা বীরসা মুণ্ডার জন্মজয়ন্তী পালন করবে কেন্দ্র, 'মন কি বাতে' জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

নয়াদিল্লি, ২৪ অক্টোবর (হি.স) : এবার আদিবাসী নেতা বীরসা মুণ্ডার জন্মজয়ন্তী পালন করবে কেন্দ্র। রবিবার তাঁর ৮২তম 'মন কি বাতে' জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুধু তাই নয়, ৩১ অক্টোবর সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মজয়ন্তীতে দেশজুড়ে একতা দিবস পালনের কথাও ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী।

রবিবার ছিল প্রধানমন্ত্রীর ৮২তম 'মন কি বাত'। শুরু থেকেই স্বাস্থ্যকর্মী ও চিকিৎসকদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন প্রধানমন্ত্রী। সবেমাত্র টিকাকরণের ১০০ কোটির মাইল ফলক পেরিয়েছে ভারত। এই সাফল্যের সমস্ত কৃতিত্বই দেশের স্বাস্থ্যকর্মীদের দিলেন মোদী। তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হন তিনি। তাঁর কথায়, "টিকাকরণে ভারত তাঁর শক্তি দেখিয়ে দিয়েছে। এটা সম্ভব হয়েছে স্বাস্থ্যকর্মীদের পরিশ্রমের জন্যই।" এ কথা বলতে গিয়ে দেশবাসীকে একজোট হয়ে লড়াইয়ের বার্তা দেন তিনি। একইসঙ্গে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর স্মৃতিচারণাও করেন তিনি।

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ৩১ অক্টোবর একতা দিবস পালিত হবে। এদিন থেকেই দেশের তিনটি প্রতিযোগিতার সূচনা হবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। দেশের যুব সম্প্রদায়কে দেশাত্মবোধক গান রচনায় উৎসাহ দিতে কেন্দ্রের তরফে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হচ্ছে। শুরু হচ্ছে রঙ্গোলি ও লোরি প্রতিযোগিতাও।

এদিনের মন কি বাত অনুষ্ঠানে তুলে ধরেন ভগবান বীরসা মুণ্ডার কথাও। আগামী মাসে দেশজুড়ে তাঁর জন্মদিন পালনের কথা জানান মোদি।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।